ত্রৈমাসিক

সন্ধানী

১ম বর্ষ ● ২য় সংখ্যা ● ১২ টাকা
জিলহজ্জ মহরম ১৪২৩-১৪২৪ হিঃ
ফেব্রুয়ারী - ২০০৩ ● ফাল্গুন -১৪০৯

Pdf By Syed Mostafa Sakib

مسجد نبوی، مدینہ منورہ

اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کعبہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔

ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস

প্রোঃ-মোঃ মিজানুল হক এণ্ড ব্রাদার্স

এখানে বিয়ের কার্ড, হালখাতার কার্ড, ক্যালেণ্ডার, মেমো পোষ্টার, হ্যান্ডবিল, ক্যারিব্যাগসহ সকল প্রকার ছাপার কাজ সুলভ দামে, যত্ন সহকারে করা হয় ।

অফ্‌সেট ও স্ক্রীন প্রিন্টিংয়ের যে কোন কাজে যোগাযোগ করুন

নশীপুর মসজিদ বাসষ্টপেজ
এন. বালাগাছি রাণীতলা
মুর্শিদাবাদ

Phone : (03483) 255992

মজুমদার প্রিন্টার্স

প্রোঃ-প্রভাস মজুমদার

কম্পিউটার ডিজাইনে সিল্ক স্ক্রীন ও অপ্-সেট প্রিন্টিংয়ের কাজ করা ।
এছাড়া ডি. টি. পি ও লেজার প্রিন্ট করা হয় ।

জিয়াগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬ /৯২

ত্রৈমাসিক ''সুন্নী জগৎ''

ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

১ম বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা

জিলহজ্জ মহরম ১৪২৩-১৪২৪হিঃ

ফেব্রুয়ারী --২০০৩ ❐ ফাল্গুন ঃ ১৪০৯

❐ *সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি* ❐

শায়খুল হাদিস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব

❐ *সহ-সভাপতি* ❐

মাওলানা হাশিম রেজা নূরী

হাফিজ মোঃ মুসতাকিম রেজবী

❐ *সম্পাদক* ❐

মোঃ বাদুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

❐ *সহ-সম্পাদক* ❐

মোঃ শাফিকুল ইসলাম রেজবী

❐ *সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য* ❐

মুফতি নইমুদ্দিন রেজবী, মুফতি মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী, মুফতি জোবাইব হোসাইন মোজাদ্দেদী, মুফতি গোলাম ছামদানী সাহেব, মুফতী তোফাজ্জুল হোসাইন কালিমী, মাওলানা হেলালুদ্দিন রেজবী, মাঃ কাইউমুদ্দিন, মাওলানা আবু বাকার রেজবী, ডাঃ নাসিরুদ্দিন সাহেব ।

❐ *সহযোগী সদস্যবৃন্দ* ❐

মাওলানা মুযাজ্জাম হুসাইন ক্বাদেরী, মাওলানা, আঃ রব সাহেব কালিমী, ক্বারী ইসরাফীল রেজবী, মাওলানা মঈদুল ইসলাম, ক্বারীহায়াত আলী, মাওলানা জমিরুদ্দিন রেজবী, মৌঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রেজবী, মাওলানা আনারুল ইসলাম

❐ *প্রধান কার্য্যালয়* ❐

মুফতি নইমুদ্দিন রেজবী জালিবাগিচা

নাইমিয়া রেজবিয়া মাদ্রাসা, ভগবানগোলা

মুর্শিদাবাদ

হায়দা ১২টাকা

❐ সূচীপত্র ❐

তাপসিরুল ক্বোরআন	পৃঃ ৩
হাদীসে রাসুল	পৃঃ ৫
ফাতাওয়া বিভাগ	পৃঃ ৯
পাক নামে মহম্মদ	পৃঃ ১৭
অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামায়াতুল আওয়াম	পৃঃ ২১
পাঠকের কলমে	পৃঃ ২২
খবরা-খবর	পৃঃ ২৩
মানুষ ও মানবতা	পৃঃ ২৪
পবিত্রকারবালা শিক্ষা	পৃঃ ২৬
কবিতা	পৃঃ ২৮
জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ধন	পৃঃ ৩০
পাঠকের কলমে	পৃঃ ৩২
১৪০০ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ	পৃঃ ৩৩
শরীয়তের দলিল চারটি দুটি নয়	পৃঃ ৩৬
পানি সুন্নাতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান	পৃঃ ৩৯
অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন	
৩য় খন্ড প্রসঙ্গে	পৃঃ ৪১
আয়াতুল কুরসীর ফযিলত	পৃঃ ৪৪
হজ মুবারক ও হাদীসে পাঠ	পৃঃ ৪৫
আশরার ফজিলত	পৃঃ ৪৫
জানা অজানা	পৃঃ ৪৬
শুদ্ধভাবে ক্বোরআন পাঠ	পৃঃ ৪৭

মুদ্রণে-বাপ্পা ষ্ট্যাম্প সেন্টার

ফুলতলা বাসষ্ট্যাণ্ড, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদকীয়

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির্‌ রহিম

লাকাল্‌ হামদু ইয়া আল্লাহ্‌ আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ

ঈদাইন

ঈদ মানে খুশী। মানব জনম সুখ দুঃখ ভরা। সুখের পরে আসে দুখ, দুখের পরে সুখ। তবুও সুখ দুঃখ ভরা জীবনেও একঘেয়েমী এসে যায়। এ একঘেয়েমী জীবনে নতুনত্ব আনতে, জীবনে ছন্দ আনয়ন করতে চায় এমন একটা দিন যে দিন মানুষ সুখ-দুঃখ ভূলে ধনী দরিদ্র মিলে ছোট বড় সকলে জ্ঞানী-গুনী পাপী-তাপী গলে গলে একত্রে মন আনন্দ লাভ করতে পারে। তাহাই খুশীর দিন ঈদ। পৃথিবীতে তাই দেখা যায় প্রতিটি দেশে প্রতিটি জাতী বা ধর্মের লোকেরা খুশী উৎযাপন করার জন্য দিন স্থির করে তা পালন করে। তাহাই ঈদের দিন খুশীর দিন। ঈদ উৎসব।

বিশ্বনবী মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা হ'তে মাদিনা শরীফ হিজরত করেন তখন দেখেন মদিনার অধিবাসীগণ বৎসরে দু'দিন খুশীর দিন হিসাবে খেলাধুলা নাচ-গান করে আনন্দ উৎযাপন করছে। নবী পাক বলেন,--আইয়্যামে জাহেলিয়াতের এদুদিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদের জন্য দুটি খুশীর দিন দান করেছেন। একটি ঈদুল ফিতর অন্যটি ঈদুল আযহা। ইহাই দুটি খুশীর দিন, ঈদাইন।

পবিত্র রমজানের সিয়াম সাধনার পর দেহ মন পবিত্র করে প্রবৃত্তির অনুসারী মানুষ রুহানী শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে ও পরহেযগারী অর্জন করে, পাপ মনের কলুযতা, মিলনতা দুরভীত করে ভেদাভেদ ভূলে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সকলে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ইবাদতে মাশ্‌গুল হয়ে খুশী অর্জন তৃপ্তি লাভ করে তাহাই ঈদুল ফিতর।

খোদা তায়ালা আমাদের ধন, সম্পত্তি, সম্মান প্রতিপত্তি দুনিয়ার সামগ্রী দান করেছেন তারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য, আমরা তাঁরই জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ তা প্রকাশের জন্য, তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস সালামের অনুসারী হয়ে নির্দিষ্ট পশুকে নিবেদন করে প্রবৃত্তিকে কুরবান করার যে আত্মিক পরিতৃপ্তি তাহাই ঈদুল আযহা।

ঈদাইনের খুশী অর্জনে আমাদের স্মরণ রাখা অবশ্য দরকার এককভাবে কোন খুশী অর্জিত হয় না। আমার ভাই, আমার বোন আমার প্রতিবেশী কোন বেদনায় ব্যথিত, ক্ষুধার্থ বিপদগ্রস্থ। তার বিপদে সান্ত্বনা না দিয়ে, অভাব দূর না করে, যন্ত্রনার উপশমের ব্যবস্থা না করে ঈদের খুশীতে সামিল করতে না পারলে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় না। সকলকে নিয়ে যে খুশী তাহাই প্রকৃত খুশী, সার্বজনীন ঈদ।

মহামানব মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিন ঈদের নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে পথে দেখেন কিছু ছেলে মেয়ে রাস্তায় খেলা করে আনন্দ করছে কিন্তু পথের ধারে একটি ছেলে আনন্দে অংশ গ্রহণ না করে ক্রন্দন করছে। দয়ার নবী তার নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন ক্রন্দন করছো? তোমার কি হয়েছে?" ছেলেটি তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কান্না করতেই থাকে। নবী পাক তাকে আদর করে যত্ন সহকারে নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঈদের দিন, সবাই আনন্দ করছে, তুমি কেন কান্না করছো? এস, কাছে এস

pdf By Syed Mostafa Sakib

।" সে তখন ক্রন্দনস্বরে বলে, "আমার আব্বা যুদ্ধে শহীদ হয়ে যায়, তারপর আমার মা আমাকে ফেলে টাকা পয়সা নিয়ে অন্য জায়গায় বিয়ে করে চলে গেছে । আমার আজ কেউ নাই, জামা কাপড় তো দূরের কথা খাবার পর্যন্ত পায় না । সকলের আনন্দ দেখে, নতুন পোষাক দেখে আমার আজ আরও কান্না পাচ্ছে, তায় বসে বসে কান্না করছি ।" নবী পাক তাকে আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলে । তাকে যত্ন করে গোসল করিয়ে দিলেন । তারপর নতুন পোষাক পরিয়ে বললেন, "তুমি কান্না করিও না, আজ হ'তে তুমি আমার সন্তান । হযরত আয়েযা তোমার মা । তোমার আর কোন চিন্তা নাই ।" তা রপর তাকে সঙ্গে নিয়ে ঈদের ময়দানে উপস্থিত হলেন । ইহাই খুশীর ঈদ । বিশ্বনবীর আদর্শ . মহানবীর চরিত্র । আমরা বিশ্বনবীর আদর্শ মেনে ভেদাভেদ ভূলে সকলে মিলে লাভ করি প্রকৃত ঈদের খুশী । পালন করি ঈদ উৎসব।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় বিশ্ব আজ গভীর চিন্তিত, সন্ত্রস্ত, জীবনের নিরাপত্তা হীনতায় ভীত । কিছু সন্ত্রাসবাদী লোক ও সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র গর্বভরে, ধন সম্পত্তির অহমিকায় শান্তপ্রিয় মানুষের সুখ শান্তি বিঘ্নিত করছে । আধুনিক সভ্য মানুষ আজ অসভ্যের দিকে পশু চরিত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানব চরিত্রকে কলঙ্কিত করছে । যে বিজ্ঞান মানুষের উপকারের জন্য আশির্বাদ স্বরূপ এসেছিল তা আজ পশু চরিত্র মানুষের হাতে অভিশাপ রূপে আবির্ভূত হচ্ছে । এ অবস্থায় সার্বজনিক সুখ আমাদের নিকট হ'তে বিদায় নিতে চলেছে ।

মানবকুলে জন্মে মানুষ মানুষ হউক, মানুষ মানুষের সুখ দুখের চিন্তা করুক । মানব জীবনে শান্তি ও সুখ নেমে আসুক ঈদাইনে ইহাই কামনা করি । আমরা পশু নয় মানুষ। একক সুখে পরকে বেদনা দিয়ে সুখ নয়, সমগ্র মানব কল্যানে ও আনন্দদানে যে সুখ তাহাই প্রকৃত সুখ । প্রকৃত ঈদ উৎসব । ঈদাইন ।

কবির ভাষায় ঃ--

"প্রীতি-পূণ্যের পূর্ণ বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়ে ঘরেঙ্গ"

এস. টি. ডি ঃ ০৩৪৮৩
(বাড়ী) ঃ ২৪২৪৬৪
(দোকান) ঃ ২৫৯৪৭৪

প্রোঃ--সাদেক আলি
ভগবানগোলা মুর্শিদাবাদ

এখানে বিবাহ, জালসা ও অন্যান্য যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য লাইট, মাইক, ও প্যাণ্ডেলের যাবতীয় জিনিসপত্র ভাড়া পাওয়া যায় ।

যোগাযোগের ঠিকানা

ভগবানগোলা কংগ্রেস পার্টা অফিসের পার্শ্বে
নশিপুর হাসপাতাল মোড়

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাফ্‌সীরুল ক্বোরআন

তরজমা-ই-ক্বোরআন
কানযল ইমান

কৃতঃ

আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত
মাওলানা শাহ্ মহম্মদ আহমদ রেজা-বেরলবী
রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি

তাফ্‌সীর-
খাজাইনুল ইরফান্

কৃতঃ

সাদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ
নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী
রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি

বঙ্গানুবাদ ঃ আল্‌হাজ্ব মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরাজী অনুবাদ ঃ প্রফেসর শাহ্ করিমুল হক

সূরা ফাতিহা মক্কী	সুরা ফাতিহা ৪র্থ আয়াত হ'তে ৭ম আয়াত পর্যন্ত	আয়াত–৭ রুকু–১

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় ।
Allah in the name of The Most Affectionate, The Merciful.

(৪) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি ।
4. We Worship you alone, and beg you alone.
(৫) আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো ।
5. Guide us in the straight path.
(৬) তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো
6. The path of those whom you have favoured.
(৭) তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথ ভ্রষ্টাদের পথে ও নয় ।
(আমীন)
7. Not of those who have earned your anger and nor of those who have gone astray.

তাফসির ঃ

তাফ্‌সির ৪র্থ আয়াতে ঃ-ইয্যাকা না'বুদু ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুনাবলীর বর্ণনার পর আয়াতের এ অংশটা উল্লেখ করে এবিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যে, আক্বীদা'ই আমলের পূর্বশর্ত এবং ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আক্বিদার বিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল ।

মাস্‌আলা ঃ

না'বুদু--এ বহুবচন ক্রিয়াপদ দ্বারা ইবাদতকে জমা'আত সহকারে (সম্মিলিত ভাবে) আদায়. করার বৈধতা ও বোধগম্য হয় । এ কথাও বুঝা যায় যে, সাধারণ মুস্‌লমানের ইবাদত আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলে কবুলয়াতের মর্যাদা লাভ করে ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাস্‌আলা ঃ

এতে শির্ক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইবাদত হ'তে পারে না।

ইয়্যাকা নাস্‌তা'ঈন ঃ এ'তে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সাহায্য প্রার্থনা শুধু আল্লাহর নিকটই—প্রত্যক্ষভাবে হোক, কিংবা পরোক্ষভাবে হোক। সাহায্য প্রার্থনার উপযোগী প্রকৃতপক্ষে তিনিই, অন্যান্য উপায় উপকরণ, সেবক বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি সবই আল্লাহর সাহায্যেরই প্রকাশস্থল। বান্দাকে সে বিষয়ে সর্তক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর কুদরতকেই প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী মনে করা আবশ্যক। আয়াতের এ অংশ থেকে নবী ও ওলীগণের নিকট সাহায্য চাওয়াকে শির্ক মনে করা একটা বাতিল আক্বীদা (ভ্রান্ত বিশ্বাস)। কেননা আল্লাহর নৈকট্য ধন্য বান্দাদের সাহায্য (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর সাহায্য, আল্লাহ ব্যতিত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা নয়। যদি এ আয়াতের ঐ অর্থ হতো, যা ওহাবী সম্প্রদায় বুঝে নিয়েছে, তা'হলে ক্বোরআন মজীদে "আয়িনুনী বিক্বুওয়াতী" (যুল ক্বারনায়ন বললেন, "তোমরা আমাকে শক্তি দ্বারা সাহায্য করো") এবং "ইস্‌তায়িনু বিস্‌স্বাবরে ওয়াস্বালাত" (তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো) কেন এরশাদ হয়েছে? আর হাদীস শরীফসমূহে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নিকট সাহায্য চাওয়ার শিক্ষাই বা কেন দেয়া হয়েছে।

ইহ্‌দিনাস সিরা-তাল মুস্তাক্বীম ঃ

আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা ও গুনাবলীর পরিচয়ের পর ইবাদত, অতঃপর প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। এ থেকে এ মাস্‌আলা জানা যায় যে, বান্দাদের ইবাদতের পর দো'আয় মগ্ন হওয়া উচিত। হাদীস শরীফেও নামাজের পর দো'আ বা প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (তাবরাণী ফিল কবীর ও বায়হাকী ফিস্ সুনান)।

"সিরাতাল মুস্তাক্বীম" দ্বারা 'ইসলাম' অথবা 'ক্বোরআন মজীদ' কিংবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পূত পবিত্র চরিত্র' অথবা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন (আহ্‌লে বায়ত) ও সাহাবা কেরামের কথাই বুঝান হয়েছে। এ'তে প্রমানিত হয় যে সিরাতাল মুস্তক্বীম' হলো আহ্‌লে সুন্নাতেরই অনুসৃত পথ যারা আহ্‌লে বায়াত, সাহাবা কেরাম, ক্বোরআন ও সুন্নাহ এবং বৃহত্তম জমাআত সবাইকে মান্য করেন।

সিরাতাল্লাযী-না আন্ আমতা আলায়হিম ঃ

(এ আয়াত) উপরোক্ত বাক্যেরই তাফ্‌সীর বা ব্যাখ্যা। অর্থাৎ 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা মুসলমানদেরই পথকে বুঝোনো হয়েছে। (তাছাড়া, তা'দ্বারা অনেক মাস্‌আলার সমাধান ও পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বুর্যগ্বানে দ্বীনের আমল রয়েছে তা-ই সিরাতাল মুস্তাক্বীম' এর অর্ন্তভূক্ত। অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দা নবীগণ, সিদ্দিক, শহিদ এবং বুর্জগ্বানে দীনের পথই সিরাতাল মুস্তাক্বীম।

গায়রিল মাগ্‌দূবি আলায়হিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন ঃ

এ বাক্যেও হিদায়ত রয়েছে, যেমন—মাস্‌আলাঃ সত্য-সন্ধানীদের জন্য খোদার দুশমন থেকে দূরে থাকা এবং এদের পথ, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ এবং রীতিনীতি থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক। তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়ত থেকে বুঝা যায় যে, 'মাগ্‌-দূবি আলায়হিম দ্বারা ইহুদী এবং দোয়া-ল্লীন দ্বারা খৃষ্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে।

মাস্‌আলা ঃ

যে ব্যক্তি 'দোয়াদ' এর স্থলে 'যোয়া' পড়ে সে ব্যক্তির 'ইমামত' জায়েজ নয়। (মুহীতে বুরহানী)

আ-মীন ঃ এর অর্থ হচ্ছে- এরূপ করো অথবা 'কবূল করো'।

মাস্‌আলা ঃ এটা ক্বোরআনের শব্দ নয়।

মাসআলা ঃ সূরা ফাতিহা পাঠান্তে- নামাজে ও নামাজের বাইরে আ-মীন বলা সুন্নাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীসে রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
সাইদাপুর এ্যারারিক ইউনিভারসিটি

হাওযে কাওসার ও শাফায়াত

১। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, "আমাকে (মিরাজের রাত্রে) যখন জান্নাতে ভ্রমন করাণ হইল তখন এক নহরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। যাহার দুই দিকে মতির গুম্বজ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিবরাইল ইহা কি? তিনি উত্তর করিলেন, ইহা কাওসার যাহা আপনার রব আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। আমি দেখিলাম তাহার মাটি সুগন্ধযুক্ত বিশুদ্ধ মেশক।"

(বোখারী, মেশকাত)

২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুমা বর্ণনা করিয়াছেন যে সরকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, "আমার হাওযে (কাওসার) এর দুরত্ব এক মাসের পথ এবং তাহার চারিদিক সর্বসম। ইহার পানি দুধ হইতে অধিক শুভ্র, মেশক্ হইতে অধিক সুগন্ধ। তাহার কুজা আকাশের নক্ষত্র স্বরূপ অধিক ও উজ্জ্বলতর। যে ব্যক্তি ইহা পান করিবে সে কখনই পিপাসিত হইবে না।"

(বাখারী, মুসলীম)

৩। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হুজুর কিয়ামতের দিন কি আমার জন্য সুপারিশ হইবে ? হুজুর বলিলেন, আমি সুপারিশ করিব। আমি (হযরত আনাস), আবেদন করিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, হুজুরকে আমি কোথায় পাইব ? হুজুর বলিলেন, প্রথমে আমাকে পুল-সেরাতের পর তালাশ করিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি পুল-সেরাতের উপর আপনাকে না পাই, হুজুর উত্তর দিলেন, তাহা হইলে মিজানের নিকট। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি মিজানের নিকট হুজুরকে না পাই তখন হুজুর বলিলেন, তারপর হাওযে কাওসারের নিকট আমাকে অনুসন্ধান করিবে। আমি তিনটি জায়গা পরিত্যাগ করিব না। (তিন জায়গার মধ্যে কোন এক জায়গায় আমাকে পাইবে।)

(তিরমিজি, মেশকাত)

৪) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু অন্হু হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন,- -আমার শাফায়াত আমার কাবিরা গোনাহগার উম্মতের জন্য।

(তিরমিজি, আবু-দাইদ, মেশকাত)

৫। হযরত ইমরান বিন হোষাইন রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন,-- "আমার শাফায়াতে আমার উম্মাতের এক জামায়াত দোযখের আগুন হইতে পরিত্রান পাইবে যাহাদের নাম দোযখীদের মধ্যে লিখিত ছিল।"

(বোখারী, মেশ্কাত)

৬। হযরত ওসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন– "কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের মানুষ শাফায়াত করিবেন, প্রথমে আম্বিয়াগণ, তারপর উলামায়ে দ্বীন তারপর শহীদগণ।"

(ইবনে মাজা, মেশকাত)

এই হাদীসের ব্যাখায় হযরত শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলিয়াছেন যে এই তিন জামায়াতের নির্দিষ্ট করিয়া বর্ণনার উদ্দেশ্য তাঁহাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য । কেন্না প্রত্যেক নেক মুসলমান (যথা-সৎ হাজী, আমলওয়াল হাফিজ) কে শাফায়াত করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে ।

(আশয়াতুল লোমাত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ-৪০৮)

৭। হযরত আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন,-আমার উম্মতের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি কয়েক জামায়াতের সুপারিশ করিবে, কোন ব্যক্তি কোন দলের, কোন ব্যক্তি দশ হইতে চল্লিশজনের কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র একজনের ও সুপারিশ করিবে শেষ পর্যন্ত আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

(তিরমিজি, মেশকাত)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখা ঃ

হাউয ঃ হাউয এর আভিধানিক অর্থ পানি জমা হওয়া বা প্রবাহিত হওয়া । ব্যবহৃত অর্থে হাউয মানে পানির পুকুর। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামের হাউয দুইটি। একটি হাশরের ময়দানে । অন্যটি জান্নাতে । দুইটি হাউয়েরই নাম কাওসার । মোমেনগণ হাশরের ময়দানে নিজ নেক আমলের জন্য প্রথমেই হাউযের পানি পান করিবেন । অন্যান্য নবীগণের জন্যেও হাউয থাকিবে । কিন্তু নবী পাকের হাউযের নাম কাওসার । কাওসারের মানে অফুরন্ত অধিক। কোন কোন ব্যাখাকারকগণ বলিয়াছেন যে হাউযে কাওসার একটি এবং তাহা জান্নাতে । সেই স্থান হইতে হাশরের ময়দানে প্রবাহিত হইবে ।

শাফায়াত ঃ- শাফায়াত শাফ্উন হইতে তৈরী যাহার অর্থ মিলান বা মিলিত হওয়া । শাফি তাঁহাকেই বলা হয় যিনি গোনাহগারের সঙ্গে মিলিত হইয়াতাহাকে বক্ষে ধারণ করেন ।

শাফায়াত দুই প্রকার-- (১) শাফায়াতে কোবরা, (২) শাফায়াতে সোগরা ।

শাফায়াতে কোবরা কেবলমাত্র সাইয়েদুল মুরশালীন সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামই করিবেন । ইহার ফায়াদা সমস্ত সৃষ্টি এমনকি কাফের গনও লাভ করিবে । এই শাফায়াতের বরকতে হিসাব আরম্ভ হইবে এবং কিয়ামতের ময়দান হইতে মানুষের পরিত্রাণ হইবে । আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন বিচারকের আসনে উপবেশন করিবেন তখন হুজুর পাকের দ্বারাই শাফায়াতের দরওয়াজা উন্মুক্ত হইবে এবং মানুষ মুক্তি লাভ করিতে থাকিবে যাহা অন্য কোন নবীগণের দ্বারা সম্ভব হইবে না।

শাফায়াতে সোগরা ঃ ইহা ফযিলত প্রকাশের সময় হইবে। এই শাফায়াত অনেক ব্যক্তি এমনকি কোরআন মজীদ রমজান ও কাবা শরীফ করিবে । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নেক বান্দাদের এবং আম্বিয়াগণের ও শাফায়াত করিবেন । আমাদের মত গোনাহগার ব্যক্তিদের গোনাহ মাফের জন্য সুফারিশ করিবেন। সংতারাং তাঁহার শাফায়াতে আম্বিয়া কেরামগনও উপকৃত হইবেন ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত নয় প্রকার ।

১) হিসাব-কিতাব আরম্ভ করিবার জন্য সর্বপ্রথম শাফায়াত যাহার উপকার সকলেই লাভ করিবেন ।

২) বিনা হিসাবে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ করাইবার জন্য শাফায়াত।

৩) যাহাদের পাপ, পূণ্য সমান তাহাদের নেকী বৃদ্ধি করাইবার জন্য ।

৪) আমাদের মত দোযখী লোকদের মুক্তি প্রদানের জন্য ।

৫) নেক বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ।

৬) দোযখে পতিত গোনাহগারদের দোযখ হইতে মুক্তিদানের জন্য ।

৭) জান্নাতের দরওয়াজা খুলবার জন্য ।

৮) মদিনাবাসীদের এবং নবীপাকের রওজা মোবারক জিয়ারতকারীদের নৈকট্য প্রদানের জন্য ।

৯) কোন কোন কাফেরগনের আযাব হালকা করিবার জন্য শাফায়াত ।

আশয়াতুল লোমাত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৮২

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিয়ামত ও শাফায়াত ঃ

কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে, ইহা সত্য । ইহা অস্বীকার কারী কাফের ।

কিয়ামতের দিন মানুষ নিজ নিজ কবর হইতে উলঙ্গ ও বিনা খাতনা অবস্থায় উঠিবে । কেউ পায়ে হাঁটিয়া, কেউ সওয়ার হইয়া, কাফের মুখের উপর ভর করিয়া হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে, কাউকে ফারিস্তা টানিতে টানিতে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করাইবে । শামদেশের মাটিতে হাশরের ময়দান অনুষ্ঠিত হইবে । সে এক কঠিন ভয়ানক দিন । মাটি তামায় পরিণত হইবে । সূর্য এক মাইলের দূরত্বে আসিবে । বর্তমানে সূর্য চার হাজার বৎসরের দূরত্বে নিজ প্রীষ্ঠদেশ দুনিয়ার প্রতি রাখিয়া অবস্থান করিতেছে । কিয়ামতের দিন নিজের মুখ দুনিয়ার দিকে করিবে । গরমে ও তাপে মানুষ অতিষ্ট হইয়া উঠিবে । ঘাম এত বেশী নির্গত হইবে যে তাহা জমা হইতে থাকিবে । কাহার ও ঘাম জমা হইয়া পায়ের গিট পর্যন্ত, কাহারও হাঁটু পর্যন্ত, কাহারও কমর পর্যন্ত, কাহারও বক্ষ বা গলা পর্যন্ত পৌছাইবে । কাফেরদের ঘাম মুখ পর্যন্ত আসিয়া লাগাম হইয়া যাইবে ও ঘর্মে হাবুডুবু খাইতে থাকিবে । রৌদ্রের উত্তাপে জিহ্বা শুকাইয়া কাঁটার মত হইয়া যাইবে, কাহারও জিহ্বা বাহির হইয়া ঝুলিতে থাকিবে। এই কঠিন মসিবত হইতে মুক্তির কোন উপায় থাকিবে না । সেই দিন ভাই ভাইয়ের নিকট হইতে, মা, বাবা ছেলেদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া সাহায্যের জন্য ছুটিয়া ফিরিবে । কিয়ামতের দিন ৫০ হাজার বৎসরের সমান হইবে। যখন প্রায় ২৫ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইবে তখন এই কঠিন বিপদ হইতে মুক্তির শাফায়াতের জন্য মানুষেরা পরামর্শ করিয়া বহু কষ্টে হযরত আদম আলায়াইস সালামের নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন করিবে, আপনি সমগ্র মানব পিতা, আপনাকে আল্লাহ পাক নিজ কুদরাতী হস্তে সৃষ্টি করিয়া ফারিস্তা দ্বারা সাজদা করাইয়া সম্মানীত করিয়াছেন । এই ভীষণ কষ্ট হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট শাফায়াত করিয়া মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিন । হযরত আদম আলায়াইস সালাম বলিবেন, ইহা আমার মর্যাদা নয়, তোমরা অন্য কাহারও নিকট গমন কর । মানুষেরা তখন হযরত নুহ আলায়াইস সালামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ফযিলত বর্ণনা করিবার পর শাফায়াতের জন্য আবেদন করিবে। তিনিও পূর্ব মত উত্তর প্রদান করিবেন । সংক্ষিপ্তভাবে মানুষেরা এই রকম ভাবে হযরত ইব্রাহিম আলায়াইস সালাম, হযরত মুসা আলায়াইস সালাম এবং অন্যান্য নবীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া একই ভাবে আবেদন করিতে থাকিবে এবং সকলের নিকট হইতে একই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত হযরত ঈসা আলায়াইস সালামের নিকট উপস্থিত হইয়া কাতর আবেদন করিবে । হযরত ঈসা আলায়াইস সালাম ও বলিবেন, তোমরা অন্যের নিকট গমন কর । নিরুপায় মানুষেরা জিজ্ঞাসা করিবে, তবে আমরা আজ কোথায় যাইব? তিনি বলিবেন যাহার হাতে আজ বিজয়, যাহার আজ কোন ভয় নাই, যিনি সমগ্র মানব সন্তানের সরর্দার, সাইয়েদুল মুরসালীন, শাফিউল মুয্নাবীন, রহমাতুল্লিল আলামিন, সেই নবী মোহাম্মাদুর রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়াই ওয়া সাল্লামের নিকট গমন কর । তিনিই আজ শাফায়াত করিবেন। মানযেরা তখন উঠিতে পড়িতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, কষ্টে চিৎকার করিতে করিতে দয়ারনবী, হাবিবে খোদা জনাব আহমদে মুসতাবা মোহাম্মাদে মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত শাফায়াতের জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিবে । নবীয়ে রহমত তখন এরশাদ করিবেন, আমিই শাফায়াতের জন্য নির্দিষ্ট, আমিই শাফায়াতের হকদার । তারপর তিনি আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে সাজদায় পতিত হইবেন । আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরশাদ করিবেন,— "হে মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম) মাথা উত্তোলন করো এবং বলো, তোমার কথা কবুল করা হইবে, যাহা প্রার্থনা করিবে মঞ্জুর হইবে এবং তোমার শাফায়াত গৃহীত হইবে ।" শাফিউল মুযনাবীন নবী মাথা উত্তোলন করিয়া শাফায়াত করিতে থাকিবেন। শাফায়াতের দরওয়াজা উন্মুক্ত করিয়া দয়ার নবী শাফায়াত করিতে করিতে যাহার দিলে রায় পরিমাণ ইমান থাকিবে তাহাকেও শাফায়াত করিয়া—জান্নাতে লইয়া যাইবেন ।

শাফায়াত হক ও সত্য । ইহা অস্বীকার করা বদ-মযহাব ও গোমরাহী। যেমন—হযরত শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলায়াহি বলিয়াছেন—শাফায়াত অস্বীকার বেদয়াত ও গোমরাহী।

(আশয়াতুল লোমাত, ৪র্থ খন্ড, ৪০৮ পৃঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম নুদি মুসলীম শরীফের শারায় বর্ণনা করিয়াছেন যে ইমাম কাজী আইয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলায়াই বলিয়াছেন যে আকলান শাফায়াত জায়েজ এবং তাহার ওয়াজুব সিমায়ী। খোদা তায়ালা পরিস্কারভাবে এরশাদ করিয়াছেন,-- "সেই দিন কাহারও সুফারিশ উপকারে আসিবে না কিন্তু যাহাদের দয়াময় অনুমতি দিয়াছেন এবং যাহাদের কথাকে পছন্দ করিয়াছেন ।"

(১৬ পারা, ১৫ রুকু, ১০৯ আয়াত)

এই আয়াত ছাড়াও বহু হাদীস বর্ণীত হইয়াছে যাহাতে কিয়ামতে শাফায়াত প্রমানিত। শাফায়াত সত্য হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত নেক বান্দা এবং আহ্‌লে সুন্নতগন একমত ।

(মিরকাত, ৫ খন্ড, ২৭৭ পৃঃ)

কিয়ামতের দিন হিসাব নেওয়া হইবে ইহা সত্য । ইহা অস্বীকারকারী কাফের । হুজুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তায়ালা মকামে মাহমুদ দান করিবেন এবং পূর্বের ও পরের সকলেই তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইবেন ।

নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামকে একটি ঝাঁন্ডা প্রদান করা হইবে যাহার নাম "লিওয়াউল হামদ"। হযরত আদম আলায়াহিস সালাম হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মোমেনগন এই ঝাঁন্ডার নীচে অবস্থান করিবেন।

(মিরাতুল মানাজী, নুজহাতুল ক্বারী, অনুওয়ারুল হাদীস হইতে সংগৃহীত)

ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৫৬৮১৪

বাপ্পা ষ্ট্যাম্প সেণ্টার

প্রোঃ- সঞ্জয়কুমার সরকার (লালু)

এখানে ছাপাখানা ও সিল্ক স্ক্রীন প্রিন্টিংয়ের যাবতীয় মালপত্র সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয় ! এছাড়াও সকল প্রকার আমন্ত্রণ পত্র (বিয়ের কার্ড, অন্নপ্রাশনের কার্ড ও অন্যান্য সকল কার্ড) , এবং স্কুল, কলেজ ও অফিসের ষ্টেশনারী দ্রব্য পাওয়া যায় !

এখানে আর্জেন্ট রাবার ষ্ট্যাম্প তৈরী করা হয় ।

বিঃ দ্রঃ- এখানে চাবির রিংয়ের উপর নাম লেখা হয় ।

ফুলতলা বাসষ্ট্যাণ্ড ঃঃ জিয়াগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sahib

ফাতাওয়া বিভাগ

মুফ্‌তী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী
মোদার রেস নশীপুর মাদ্রাসা
মুফ্‌তী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
প্রধান শিক্ষক, নবকান্তপুর মাদ্রাসা, মুর্শিদাবাদ

প্রশ্ন নং- (১) জনাব মুফ্‌তী সাহেব, সালাম মাসনুন। আপনার নিকট জানতে চাই যে তারাবীহ নামাজ কত রাকায়াত পড়তে হয় ? তারাবিহ নামাজ আট রাকায়াত পড়া চলবে কি ? কোন মানুষ বলতেছে তারাবিহ নামাজ আট রাকায়াত। দয়া করে কোরআন হাদীসের ও শারীয়তের বিধান অনুসারে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

২) হিজড়া ছাগলের কোরবানী ও আক্বিকা করা কি জায়েজ ? তার মাংস খাওয়া এবং মাসজিদ, মাদ্রাসায় দান করা কি জায়েজ ?

মৌঃ মোঃ জালালুদ্দিন
পেশ ইমাম, কামারী জুম্মা মাসজিদ
রাণীতলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ (১) পবিত্র হাদীস শরীফ, ইজমায়ে সাহাবা এবং জোমহুর ওলামাদের বর্ণনা হ'তে প্রমানিত যে তারাবিহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত।

হযরত সায়েব বিন ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন মানুষেরা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু জমানায় রমজান মাসে কুড়ি রাকায়াত তাঁরাবিহ পড়তেন এবং বিতর ও পড়তেন। বায়হাকী।

বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম নাববী বলেছেন উক্ত বর্ণনার ইসনাদ সহিহ। (মিরকাত-২য় খন্ড ১৭৫ পৃঃ)

হযরত ইবনে আব্বাস হ'তে বর্ণিত নাবিয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম রমজান মাসে বিতের নামাজ ছাড়া কুড়ি রাকায়াত নামাজ পড়তেন। (বায়হাকী)

হযরত সায়েব বিন ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন, আমরা হযরত ওমর এর যুগে কুড়ি রাকায়াত তারাবিহ ও বিতির নামাজ পড়তাম। (বায়হাকী, মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

হযরত ইয়াজিদ বিন রোমান বর্ণনা করেছেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর জামানায় মানুষ রমজান মাসে তেইশ রাকায়াত নামাজ পাঠ করত। অর্থাৎ কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ এবং তিন রাকায়াত বিতির।

(সংগৃহীত-ইমাম মালিক, আনুয়ারুল হাদীস)

সাহাবায়ে কেরামগন একমত যে তারবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত। মালেকুল ওলামা হযরত আল্লামা আলাউদ্দীন আবু বাকার বিন মাসউদ কাসানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন যে হযরত ফারুকে আজম রাদীয়াল্লাহু আন্‌হু রমজান মাসে সাহাবায়ে কেরামগনকে একত্রিত করলেন এবং হযরত উবাইয়া বিন কায়াব রাদিয়াল্লাহু অন্‌হু তাঁদের নিয়ে প্রতিদিন ২০ রাকায়াত তারাবীহ পড়াতে থাকেন। সাহাবায়ে কেরামগণ একমত হয়েই ২০ রাকায়াত নামাজ পড়তে থাকেন কোন সাহাবী তা অস্বীকার করেন নাই। অতএব ২০ রাকায়াত তারাবীহ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামগনের ইজমা।

(বাদায়েউস সানায়ে ১ম খন্ড ১২৫ পৃঃ)

হযরত আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বলেছেন যে জোমহুর ওলামায়ে কেরামগনের মতে তারাবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত। ওলামায়ে কুফা, ইমাম শাফী এবং অধিকাংশ ফেকাহ শাস্ত্রবিদগনের ইহাই মত এবং ইহা সঠিক। হযরত উবাইয়া বিন কায়াব হ'তে বর্ণিত যে ইহাতে সাহাবায়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেরামগণের কোন দ্বিমত নাই ।

আর্ল্লামা ইবনে হাজার বর্ণনা করেছেন যে সাহাবায়ে কেরামগনের একমত যে তারাবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত ।

মারাকীল ফালাহ শারাহ নুরুল ইজা বর্ণনা করা হয়েছে যে তারাবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত উহাতে সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমা রয়েছে । *(পৃঃ ২২৫)*

মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব ফারাঙ্গী মহাল্লী উমদাতুল বায়াইয়া হাশিয়া শারাহ বেকায়া পৃঃ ১৭৫ এ লিখেছেন যে হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের যুগে এবং তাঁদের পরেও সাহাবায়ে কেরামগণ কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ নামাজের বন্দোবস্ত করেছেন যা প্রমানিত রয়েছে ইমাম মালিক, ইবনো সায়াদ ও ইমাম বায়হাকী এবং আর ও অনেকেরই বর্ণীত হাদীস হ'তে। হযরত মুল্লাআলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন যে সাহাবায়ে কেরামগণ একমত যে তারাবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত ।

(মিরকাত ২য় খন্ড ১৭৫ পৃঃ)

কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ জোমহুর ওলামায়ে কেরামগণের মত এবং তারই উপর আমল ।ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন যে, মাওলা আলী, হযরত ওমর ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামগণ হ'তে (রাদিযাল্লাহু আনহুম) কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ প্রমানিত ইহার উপরই অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামগণের আমল ।সুফিয়ান সাওরী, উবনো মুবারক ও ইমাম শাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমগণ ও ইহাই বর্ণনা করেছেন । ইমাম শাফী আরও বলেছেন পবিত্র মক্কা শহরে মানুষদের কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ পড়তে দেখেছি ।

(তিরমিজি শরীফ, বাবু কিয়ামে শাহরে রমজান ৯৯পৃষ্ঠা)

হযরত মুল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলয়াহি শারাহ নেকায়া নামকগ্রন্থে বলেছেন কুড়ি রাকায়াত তারাবীহর উপর মুসলমানদের ইজমা রয়েছে । এই জন্য যে ইমাম বায়হাকী সহিহ এসনাদের সঙ্গে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের যুগে সাহাবীগণ এবং পরে তাবেয়ীগণ কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ নামাজ পড়তেন ।

আল্লামা ইবনো আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন তারাবীহ নামাজ কুড়ি রকায়াত । ইহা জোমহুর ওলামাগণের মত এবং সমগ্র পৃথিবীর মসলমানদের ইহার উপর আমল । শয়খ জয়নুদ্দিন ইবনো নাজিম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন যে কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ জোমহুর ওলামাগণের মত । মুয়াত্তা ইমাম মালিক নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত ইয়াজিদ বিন রোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হ'তে বর্ণীত হয়েছে যে সাহাবায়ে কেরামগণ তেইশ রাকায়াত নামাজ পডতেন অর্থাৎ কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ ও তিন রাকায়াত বিতির এবং ইহার উপরই সমস্ত মুসলমানদের আমল ।

(বাহরুর রায়ীক ২য় খন্ড, ৬৬ পৃঃ)

শারাহ হেদায়ায় (ইনাইয়াহ) বর্ণিত আছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানার পূর্ব পর্যন্ত তারাবীহ নামাজ আলাদা আলাদা পড়া হত । তিনি সাহাবায়ে কেরামগণকে একত্রিত করে জামায়াতের সঙ্গে আদায় করার ব্যবস্থা করেন । সাহাবায়ে. কেরামগণ পাঁচ তারাবীহ দশ সালামে কুড়ি রাকায়াত নামাজ উবাই বিন কায়াব এর ইমামতীতে জামায়াত সহকারে আদায় করতে থাকেন ।

কেফাইয়া নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে তারাবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত । ইহাই আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মত ইহা কুড়ি রাকায়াত, পাঁচ তারাবীহা দশ সালামের সহিত ।

(বাদায়িউস সানায়ী ১ম খন্ড ৬৪৪ পৃঃ)

ইমাম গিজালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন তারাবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত । *(এহ্ইয়াউলউলুম ১ম খন্ড ২০১ পৃঃ)*

কুড়ি রাকায়াত তারাবীহ মাসনুন ।শাব্হ বেকায়া ১ম খন্ড ১৭৫ পৃঃ তারাবীহ নামাজ পাঁচ তারাবীহার সহিত । প্রত্যেক তারাবীহা দুই সালামের সহিত চার রাকায়াত ।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড পৃঃ ১১৫)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহাইসিরাজিয়া নামক পুস্তকে বর্ণীত হয়েছে।

হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে হেলবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন যে তারাবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২য় খন্ড, ১৮ পৃঃ)

(সংগৃহীত ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড৩৭৭ হ'তে ৩৮০ পৃঃ)

এশিয়া মহাদেশের সুবিখ্যাত মুহাক্কীক মুফাস্সীর মুহাদ্দীস হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নায়ীমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির আলোড়ন সৃষ্টিকারী "জায়াল হক" নামক গ্রন্থে ৪২৫ হ'তে ৪৩৩ পৃঃ পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমান করেছেন তারাবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত .

বিখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদ সাদরুস শারীয়া হাকিম ফাকীহ মোহাদ্দিস আবুল উলা আমজাদ আলী আজমী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বলিখিত হানাফী মযহাবের নির্ভরযোগ্য "বাহরে শারীয়ত" নামক পুস্তকে বর্ণনা করেছেন যে তারাবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত।

তারবীহ নামাজ কুড়ি রাকায়াত পড়া সুন্নাত। আট রাকায়াত তারাবীহ সুন্নাতের বিরোধী। আট রাকায়াত তারাবীহ কোথাও পরিস্কার ভারে প্রমানিত নাই। যারা আট রাকায়াত তারীবীহ পড়ার প্রচার করে তাদের কোন দলিলি নাই, তারা নামাজ চোর। আল্লাহ পাক ও ধরণের নামাজ চোর সম্প্রদায় হ'তে আমাদের ইমানকে রক্ষা করুন।

(২) উত্তর ঃ হিজড়া পশুর কোরবানী ও আক্কিকা দেওয়া নাজায়েজ। দূরে মুখ্তার, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ৫ম খন্ড, ২৯৯ পৃঃ)। কিন্তু মাসজিদ ও মাদ্রাসাতে দান করা, তার মাংস খাওয়া বা উক্ত পশুকে বিক্রি করে তার মূল্য দরিদ্র মানুষকে দান করা ও জায়েজ।

মুফ্তী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন (৩) ঃ জনাব মুফ্তী সাহেব, সালাম নিবেন, পরে জানাই যে জুম্মার দিন খোতবার আজানের পূর্বে দাঁড়িয়ে ওয়াজ ও নসিহত করা কি জায়েজ ? অথবা জুম্মার ফরজ নামাজের পরে দোওয়ার পূর্বে ওয়াজ করা কি ? মেহেরবানী করে শারীয়ত মোতাবেক উত্তরদানে খুশী করবেন।

হাফিজ মোঃ আতাউর রহমান
ইমাম নতুনগ্রাম জুম্মা মাসজিদ
রাণীতলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ ৯১৭ জুম্মার দিন খোতবার আজানের পূর্বে ওয়াজ ও নসিহত করা নিঃসন্দেহে জায়েজ। ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড, ৪১০ পৃঃ মাসজিদে ওয়াজ বা বক্তৃতা করা ও জায়েজ। ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ৩য় খন্ড ৬০৮ পৃঃ, তবে জুম্মার ফরজ নামাজের পর দোওয়ার পূর্বে বক্তৃতা দেওয়া নিষেধ। কেননা যে নামাজের পর সুন্নাত নামাজ রয়েছে সেই ফরজ নামাজের পর দেরী করা ফোকাহে কেরাম মাকরুহ বলেছেন। অতএব সেই ফরজ নামাজের পর সংক্ষিপ্ত দোওয়া করে সুন্নাত নামাজ আদায় করবে

(ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ১ম খন্ডঃ ৭৭ পৃঃ)

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন (৪) ঃ শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব আমার সালাম নিবেন। কি বলতে চান ওলামায়ে কেরাম নিম্নলিখিত মাসয়ালা সম্পর্কে ফরজ নামাজের শেষে কোন দিকে মুখ করে দোওয়া করতে হয় ? যদি কেউ বলেন কেবল দুই ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর মুখ ঘুরিয়ে দোওয়া করতে হয় তাহলে শারীয়তের দৃষ্টিতে কোনটা গ্রহণ যোগ্য জানালে উপকৃত হইব।

-ইতি-

মাওলানা মোঃ সায়িদুর রহমান
সাং নীরমলচর আখেরীগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ ৭৮৬ ফরজ নামাজ শেষ করে ডান দিকে অথবা বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা সুন্নাত। তবে ডান দিকে মুখ ফিরান অতি উত্তম মুক্তাদির দিকে মুখ ফিরিয়ে ও বসা যায় তবে যেন ইমামের সম্মুখে কেউ নামাজ না পড়ে। বাহারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীয়ত ৩য় খন্ড, ৮৬ পৃঃ । মুতলাক মুখ ফিরানোর কথা হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, ফজর বা আসর নির্দিষ্ট করা হয় নাই । ডান, বাম বা মোক্তাদির দিকে মুখ ফিরানো বোখারী, মোসলেম শরীফ হ'তে প্রমানিত । হযরত সামুরা বিন জুনদুব বর্ণনা করেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন নামাজ শেষ করতেন তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরাতেন ।

(বোখারী শরীফ ১ম খন্ড, ১১৭ পৃঃ)

মুহাক্কিক উবনো আমিরুলহাজ 'হুলিয়া শারাহ মানিয়া' নামক পুস্তকে জাখীরা নামক পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ একমত যে ইমাম নামাজ হ'তে ফারেক হওয়ার পর নিজস্থানে কেবলার দিকে মুখ করে বসবে না, ইহা সমস্ত নামাজের জন্য । একাধিক ওলামায়ে কেরাম এবিষয়ে বিস্তরিত আলোচনা করে বলেছেন যে সালাম ফিরানোর পর কেলামুখী হয়ে বসে থাকা মাক্রুহ । যারা বলে কেবলমাত্র আসর ও ফজরের পর মুখ ফিরাতে হয় তাদের মত ভ্রান্ত এবং শরীয়তের আইন বিরোধী ।

ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ১ম খন্ড ৭৬-৭৭ পৃঃ
ফাতাওয়ায়ে রেজবিয়া ৩য় খন্ড ১৭৮ পৃঃ
মুফ্তী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন (৫) ঃ জনাব মুফ্তী সাহেব, সালাম নিবেন। কি বলিতেছেন মুফ্তীয়ানে দ্বীন, শারীয়তে পণ লওয়া কি জায়েজ ? কোন সুন্নী হানাফী মাওলানা যদি পণ নিয়ে বিবাহ করে তাহলে তার পশ্চাতে নামাজ পড়া যাইবে কিনা ? এবং তাহাকে মাসজিদের ইমাম তৈরী করা কি জায়েজ ? শারীয়তের আলোকে উত্তরদানে খুশী করিবেন ।

ইতি-
ক্বারীমাওলানা আবুল কালাম মুজাদ্দেদী
সাং- বদলমাটি, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ ৯১৭ শারীয়তের দৃষ্টিতে পণ নেওয়া না জায়েজ ও হারাম । ইহা একটি চরম অসম্মানজনক কর্ম । যদি কোন মাওলানা পণ নিয়ে থাকে তাহলে হারাম কর্ম করার জন্য চরম গোনাহগার হয়েছে । পণ গ্রহনকারী মাওলানার তওবা করা জরুরী বা আবশ্যক । তওবা করার পর তার পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ এবং তাকে মাসজিদের ইমাম তৈরী করাও জায়েজ। অন্যথায় তার পশ্চাতে নামাজ পড়া ও মাসজিদের ইমাম করা মাকরুহ তাহরিমী । সংকলীত "মাহ্নামায়ে আলা হযরত " —সেপ্টেম্বর, ২০০২

মুফ্তী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন (৬) ঃ শ্রদ্ধেয় মুফ্তী সাহেব, সর্বাগ্রে আমার সালাম নিবেন । একটি জানার বিষয় হল ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিসে টাকা জমা রাখা হয় এবং তাতে Interest পাওয়া যায় সে টাকা হালাল না হারাম ? L.I.C. (জীবন বীমা) করাতে কি সুদ নেওয়া হয ? আমি একজন দেওবন্দি মাওলানাকে জীবন বীমা করার জন্য আবেদন করলে সে বলে এটা সুদ এবং ইহাতে সুদ নেওয়া হয় । শরীয়তের আইন কি জানালে খুশী হব ।

ইতি-
মোঃ মিজানুর রহমান
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ ৯১৭ কাফির তিন প্রকার যথা জিম্মি, মুস্তাকিন ও হারবী, জিম্মি কাফের তাদের বলা হয় যরা দারুল ইসলাম রাষ্ট্রে বাস করে এবং বাদশাহ তাদের জান ও মালের হেফাজত করেন। মুস্তাকিন কাফির তাদের বলা হয় যারা কিছদিনের জন্য কিছু আমান দিয়ে দারুল ইসলামে বাস করেন । প্রকাশ থাকে যে ভারতবর্ষের কাফিরগণ না জিম্মি না মুস্তাকিন বরং তারা তৃতীয় প্রকার হারবী কাফের । হযরত মুল্লাজীবন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি যিনি বাদশা আলমগীর আলায়হি রাহমার ওস্তাদ ছিলেন, তিনি বলেছেন হিন্দুস্থানের কাফেরগণ হারবী । তাফ্সীরাতে আহমাদীয় পৃঃ ৩০০ হারবী কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে সুদ হয় না । হাদীস শরীফেও বর্ণিত আছে হারবী কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে সুদ হয় না । সুতরাং হারবী কাফিরদের ব্যাঙ্ক হ'তে যে Interest পাওয়া যায় তা সুদ নয় বরং তাহা জায়েজ । তা নিজের প্রয়োজন মত ব্যায় করাও জায়েজ কিন্তু ব্যাঙ্কের মালিক যদি মুসলমান হয় অথবা কাফির ও মুসলমান একত্রিত মালিক হয় তাহলে এ ধরণের ব্যাঙ্ক হ'তে ইন্টারেষ্ট বা মুনাফা নেওয়া হারাম । কেননা ইহা সুদের মধ্যে গণ্য হবে । আমাদের হিন্দুস্থান বিধর্মীদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ।ইহাতে জায়েজ মনে করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিতে হবে সুদ মনে করে নয় কেননা ভাল জিনিষকে খারাপ মনে করা না জায়েজ ।

(ফাতাওয়ায়ে বরকাতীয়, ৩৮৪ পৃঃ)

ইমামুল ফোকহ সানাদুল মুহাক্কেকীন মাখদুমুল ওলামা হুযুর মুফ্তী আজম হিন্দ আবুল বারকাত মহম্মদ মুস্তাফা রাজা সুন্নী কাদেরী বরকতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন হারবী কাফিরদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিস হ'তে যে ইন্টারেষ্ট বা মুনাফা পাওয়া যায় তাহা সুদ নয় । হেদায়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে হারবী কাফিরদের মাল মুবাহ অর্থাৎ জায়েজ। ইচ্ছাকৃত যদি হারবী কাফির মাল দেয় তা নেওয়া জায়েজ । তাহাতে ক্ষতি নাই বা সুদ ও হয় না । তাদের ইচ্ছাকৃত মালকে সুদ মনে করা মুর্খামী ছাড়া কিছু নয় । আর কোন বাক্তির সুদ বলাতেও তাহা সুদ হয়ে যায় না ।

(ফাতাওয়ায়ে মুস্তাফাবীয়া, ২২৬ পৃঃ.)

সাদরুস শারীয়া হযরত আল্লামা মুফ্তী আমজাদ আলী সাহেব সুন্নী হানাফী আজমী রাহমাতুল্লহি আলায়হি তাঁর প্রশংসীত গ্রন্থ ''ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়াতে'' বলেছেন যে ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিসের Interest ---- বা মুনাফা নেওয়া জায়েজ। এল. আই. সি. জীবন বীমা করাও জায়েজ । তবে কোম্পানী যেন কাফির হয় । মুসলমান কোম্পানীর নিকট পলেসী করা জায়েজ নয় । মনে করবে হারবী কাফির নিজ মাল ইচ্ছাকৃত ভাবে দিচ্ছে । তাহলে জীবন বীমা করাতে কোন ক্ষতি নাই। শারীয়তের আইনে ইহা সুদ নয় ।

(ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ২য় খন্ড, ৩৮৫ পৃঃ)

হিন্দুস্থানের বিধর্মীগণ হারবী কাফির এবং তারাই শাসনকর্তা । হযরত সৈয়েদুল ফোকাহ মুল্লাজীবন রাহমাতুল্লহি আলায়হি বলেছেন এখানকার কাফিরগণ হারবী।

তাফ্সীরাতে আহ্মাদীয়া পৃঃ ৩০০

অবশ্য ইহা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং জনগণের নির্বচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত । কিন্তু মুসলমানদের ও বিধর্মীদের সমান অধিকার কেবলমাত্র ভারতবর্ষের সংবিধানে লিপিবদ্ধ, বাস্তবে নহে । তা না হলে মুসলমানদের উপর পরসুর অত্যাচার হত না এবং বাবরী মাসজিদ শহীদও হত না । সুতরাং ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক হ'তে যে মুনাফা পাওয়া যায় সেটা জায়েজ । ইহা সুদ নয় এবং ইহা সুদ মনে করে নিবে না। হাদীস শরীফে আছে কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে সুদ হয় না ।

(ফাতাওয়ায়ে মারকাজে তারবীয়াতে ইফ্তা)

হযরত আল্লামা মুফতী মহম্মদ আজম সাহেব কেবলা রাজবীনুরী কুদ্দেসা সিররাহু তাঁর আকর্ষনীয় ''ফাতাওয়ায়ে দামানে মুস্তাফা'' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে আমাদের রাষ্ট্রের সরকারী ব্যাঙ্ক ও বিধর্মীদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্ক বা পোস্ট আফিস হ'তে যে ইন্টারেষ্ট বা মুনাফা পাওয়া যায় তাহা শারীয়তের দৃষ্টিতে নেওয়া জায়েজ, ইহা সুদ নয় । সুদ মনে করা না জায়েজ । উক্ত ইন্টারেষ্টের টাকা যে কোন বৈধ কাজে ব্যায় করা জায়েজ এবং সে টাকায় হজ করাও জায়েজ । ছাগল যা হালাল পশু কারও শুকর বলাতে শুকর হয়ে যায় না । সেই রকমই ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের ইন্টারেষ্ট হালাল তা কোন মুর্খের সুদ বলাতে সুদ হয়ে যায় না। দ্বিতীয়ত ঃ এল. আই. সি. জীবন বীমা করাও জায়েজ । ইহাতে অর্থের উপকার হয় ।

(ফাতাওয়ায়ে দামানে মুস্তাফা ১ম খন্ড, ৫২, ৬৬ পৃঃ)

মারফাজে দারুল ইফতা, মাজহারে ইসলাম
এ্যারাবিক ইউনিভারসিটি, বেরেলী শরীফ
ইউ. পি.

ইসলাকি চিন্তাবিদ হযরত মুফ্তী মহম্মদ আখ্তার হোসাইন খলিল আবাদী কাদেরী সাহেব কেবলা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ''জাদিদ মাসায়েলে জাকাত'' নামক কিতাবে বলেছেন এল. আই. সি করা জায়েজ এবং ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসের ইন্টারেষ্ট নেওয়া জায়েজ ।

হযরত আল্লামা কাজী মুফতী মোঃ আব্দুর রহীম বাস্তবী কাদেরী রাজবী (খাদেমুল ইফ্তা মান্জারে ইসলাম, এ্যারাবিক ইউনিভারসিটি, বেরেলী শরীফ্ ইউ. পি.) তাঁর

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্বরচিত রেসালায়ে বা ঙ্কনামক পুস্তকে একাধিক দলিল দ্বারা প্রমান করেছেন যে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসের ইন্টারেষ্ট নেওয়া জায়েজ । এল. আই. সি. বা জীবন বীমা করাও জায়েজ । ইহাতে অর্থের উপকার হয়, ক্ষতি হয় না ।

হযরত আল্লামা মুফতী মোঃ নিজামুদ্দিন রাজবী কাদেরী (দারুল উলুম অ:শরাফিয়া, এ্যারাবিক ইউনিভারসিটি, মোবারকপুর, ইউ. পি.) তাঁর প্রশংসিত ও আকর্ষণীয় "জাদিদ ব্যাঙ্ককারী আউর ইসলাম" নামক গ্রন্থে শতাধিক দলিল দিয়ে প্রমান করেছেন যে ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসের ইন্টারেষ্ট নেওয়া এবং এল. আই. সি করা জায়েজ ।

ইহা ছাড়াও ভারতবর্ষের সমস্ত আহ্লে সুন্নাত ওয়া জমায়াতের এলামাগণ একমত যে ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসের ইন্টারেষ্ট নেওয়া জায়েজ । ইহাকে সুদ মনে করা মূর্খামী । প্রচলিত এল. আই. সি. বা জীবন বীমা করাও জায়েজ। কোন দেওবন্দি মাওলানার সুদ বলাতে সুদ হয়ে যাবে না । প্রশ্নকারীরর মনে রাখা দরকার কোন দেওবন্দি মাওলানাকে মাসয়ালা ও ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করা হারাম । নাবীপাকের তাওহীন বা অসম্মান করার জন্য তাদের মক্কা ওমদিনা শরীফের ৩৩জন মুফতীয়ানে কেরাম হুসামুল হারা মাইন নামক কিতাবে কাফের ফাতওয়া প্রদান করেছেন । তাছাড়াও অখন্ড ভারতবর্ষের ২৬৮ জন ওলামায়ে কেরাম আসসাওয়ারেমুল হিন্দিয়া নামক কেতাবে দেওবন্দিদের কাফির বলে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন । অতএব আমাদের দেওবন্দি ওহাবী ও কাদিয়ানী সম্প্রদায় হ'তে দূরে থাকতে হবে । নচেৎ আমাদের অমূল্য ইমানকে নষ্ট করে দিবে।

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন (৭) ঃ আস্সালামু আলায়কুম, জনাব মুফ্তিয়ানে কেরাম কি বলিতে চান ? নিম্নলিখিত মাসয়ালা সম্পর্কে দাড়ি রাখা কি ? শারিয়তের হুকুম অনুযায়ী দাড়ি কতটা লম্বা রাখা আবশ্যক ? যদি কেউ কম বা বেশী রাখে তার সম্পর্কে শারিয়তের ফয়সালা কি ? কেউ সুন্নাতকে উপহাস করলে তার ফাতুয়া কি ?

মোঃ আল্লারাখা, সাং আইড়মারী
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ ৭৮৬, এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কেন্না তার ওয়াজুব সুন্নাত থেকে প্রমানিত, এই জন্য সাধারণতঃ মানুষ তাকে সুন্নাত বলে থাকেন । হাদীস শরীফে বর্ণিত সরকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুশরেকদের বিরোধিতা কর দাড়িকে লম্বা আর গোঁফকে ছোট কর ।" আরও একটি বর্ণনায় আছে "গোঁফ অত্যাধিক ছোট কর আর দাড়ি লম্বা কর ।" (বোখারী ও মুসলীম শরীফ) হানাফী মযহাবের বিখ্যাত কিতাব "দূররে মুখতার"-এ রয়েছে পুরুষদের জন্য দাড়ি মুন্ডানো হারাম । শাবয়ী মযহাবের "শারহুল উ বাব" নামক কিতাবে আছে দাড়ি মুন্ডানো হারাম । মালিকি মযহাবের "আল ইবদায়ু" নামক কিতাবে রয়েছে দাড়ি মুন্ডানো হারাম । হাম্বেলী মযহাবের "শারহুল মুনতাহী" নামক কিতাবে আছে দাড়ি মুন্ডানো হারাম ।

"সংকলিত মুহাব্বত কি নিশানী"

দাড়ি লম্বা রাখা আম্বিয়া কেরামগণের সুন্নাত । মুন্ডানো বা এক মুষ্টির কম করা হারাম (বাহারে শরীয়ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৭ পৃঃ) । হযরত শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন যে দাড়ি মুন্ডানো হারাম এবং ইহা হিন্দু ও কালান্দরীদের নিয়ম বা তরিকা । আর দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব (আশয়াতুল লোমাত ১ম খন্ড, ২১২ পৃঃ)। যদি কোন ব্যক্তি এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখে তবে সে ফাসেকে মলিন । শারিয়তের আইন মোতাবেক তার পশ্চাতে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহ্রীমী এবং তাকে ইমাম করা গুনাহ । *ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড ২৭৫ ও ৩১৫ ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া ১ম খন্ড, ১১৪--১১৫ পৃঃ, ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ৩য় খন্ড, ২৫৫ পৃঃ ।*

এক মুষ্টির বেশী রাখা জায়েজ । জমহুর ওলামায়ে কেরামগণের মধ্যে দাড়ি যদি অতিরিক্ত লম্বা হয়ে যায় তাহলে তা মাকরুহ ও অপছন্দনীয় (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল, ৬৭৩ পৃঃ) । সুন্নাতকে উপহাস করা হারাম । উপহাসকারী

pdf By Syed Mostafa Sakib

গুমরাহ তারজন্য তোওবা ইসতেগফার করা জরুরী ।

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রশ্ন (৮) ঃ মাননীয় মুফতী সাহেব সালাম মাসনুন। বাদ আরজ আমার পারিবারিক অশান্তি আসার ফলে ঝগড়া চরম পর্যায়ে পৌছে গেলে আমার স্ত্রী আয়েশাকে (পিতা নাসিবুল) পর পর দুইবার বলে ফেলেছি যে নাসবুলের বেটিকে ছেড়ে দিলাম । এমতাবস্থায় আমি জানতে চাই যে উক্ত বাক্যগুলি বলাতে আমার স্ত্রীর কি তালাক হয়ে যাবে? সঠিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

বিনীত,

ইতি--

মোঃ শাফিকুর রহমান

গ্রাম-কুতুবপুর, বীরভূম

উত্তর ঃ প্রশ্নের বক্তব্য অনুযায়ী মোঃ শাফিকুর রহমানের স্ত্রী আয়েশার উপর দুই তালাক রাজয়ী অর্পিত হয়েছে । কারন ছেড়ে দিলাম শব্দটি তালাকের জন্য 'সরিহ' বা স্পষ্ট । যা উর্দূ ভাষার ছোড়দী শব্দের অনুবাদ । বর্তমানে শাফিকুর রহমান যদি তার স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে চাই, তাহলে প্রেম কেন্দ্রিক যে কোন কথা বা কর্ম মারফৎ ঐ বিবিকে ফেরত নিলেই যথেষ্ট। হালালা করার অথবা নতুনভাবে বিবাহ পড়ানোর প্রয়োজন হবে না ।

বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে এরপর শাফিকুর রহমান যদি কোন দিন ঐ স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে সেটা পূর্বের ঐ দুই তালাকের সাথে যোগ হয়ে তিন তালাকে পরিণত হয়ে বিবি হারাম হয়ে যাবে । কারন তালাক নষ্ট হয় না। আর শারা মাফিক একজন পুরুষ সর্বমোট তিন তালাকেরই মালিক । কাজেই যে ভাবেই হোক আর যখনই হোক তিন তালাকই খরচ করতে পারে ।

মুফ্তী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

প্রশ্ন (৯) ঃ জনাব মুফ্তী সাহেব সালাম ও দোওয়া। পরে লিখি যে "আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু....." দেওয়াটি পাঠ করে রোজা ইফতার করতে হবে না বিস্‌মিল্লাহ বলে রোজা খুলে দোওয়াটি পাঠ করতে হবে? শারা মাফিক জবাবদানে সুখী করবেন।

ইতি--

মোঃ সাবির আলি রেজবী

সাং- মনিগ্রাম, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ সমস্ত জায়েজ কাজের চাবী "বিসমিল্লাহ" শরীফ পাঠ করে খেজুর, পানি ইত্যাদি দ্বারা রোজা ইফ্তার করার পর আল্লাহর দরবারে শুকরানা আদায় করার জন্য দোওয়াটি পাঠ করতে হয় । কাজেই উক্ত দোওয়াটি রোজা ইফতার করার আগে পাঠ করার প্রথা ভুল । আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মুহাদ্দিসে বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু অনহু তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব ফাতওয়ায়ে রাজাবিয়ার ৪র্থ খন্ড, ৬৪৯ পৃঃ সহিহ হাদীস দ্বারা প্রমান করেছেন উক্ত দোওয়াটি রোজা ইফ্তার করার পর পাঠ করতে হয় ।

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

প্রশ্ন (১০) ঃ জনাব মুফতী সাহেব কিবলা সালাম নিবেন । আমি আপনার নিকট জানতে চাই যে যদি বিবাহ পড়াইবার সময় ভুল বশতঃ বরের নামের পরিবর্তে তার ভাইয়ের নাম উচ্চারিত হয় তাহলে উক্ত বিবাহ শারীয়ত সম্মত হবে কি?

আরজ গুজার --মোঃ আজিজুল হক মির্জা

সাং বেলড়ী, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ যদি বিবাহ পড়ানোর সময় বরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে অথবা বরের জন্য সঠিক ভাবে স্পষ্ট কোনা সম্বোধন সূচক শব্দ যথা--তুমি কবুল করলে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয় অথবা যে কোন পায়ে বিবাহ অনুষ্ঠানে হাজরান মাজলিসে ইজাব কবুলের মাধ্যমে বর বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে তাহলে নামের গোলমালে বিবাহ না জায়েজ হবে না ।

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

প্রশ্ন (১১) ঃ জনাব মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। আমি একজন বুড়ো মানুষ । শীতকালে দিনের বেলায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

রোদ্রে পানি গরম করে গোসল করি। শারীয়ত মুতাবিক রোদ্রে পানি গরম করে গোসল করা কি জায়েজ হবে? জানাবেন।

ইতি--

আবুল হোসাইন মহরিল

নলহাটি, বীরভূম

উত্তর ঃ শারীয়ত মতে রোদ্রে পানি গরম করে গোসল করা নিষেধ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ব্যক্তি রোদ্রের পানি গরমে গোসল করবে তার দেহে এক প্রকার রোগ হবে। (আল্লাহ্ পাক যেন হেফাজত করেন)

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

প্রশ্ন (১২) ঃ শ্রদ্ধেয় মুফতীয়ানে দ্বীন ও উলামায়ে শারাহ মাতিন, সালাম মাসনুন। বাদ আরজ এই যে আমাদের গ্রামের ইমাম বলেছেন যে রমজান মাসে তারাবীহ নামাজের পর রাত্রি বেলায় স্ত্রী সববাস করলে অথবা সপ্নদোষ হলে কোন কারণ বশতঃ গোসল না করে সাহরী খেয়ে রোজা রাখলে অসুবিধা নাই। কিন্তু ফজরের পূর্বে গোসল না করে নামাজ কাজা করার জন্য গুনাহ হবে। ইমাম সাহেব উক্ত মাসয়ালা কি ঠিক বলেছেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।

ইতি--

আলী মহম্মদ

সাং পলসা, পোঃবালিয়া,

মুরারই, বীরভূম

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ইমাম সাহেব সঠিক মাসয়ালায় বলেছেন।

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী।

ইকবাল ডেকরেটার

প্রোঃ-রফিকুল ইসলাম

এখানে প্যাণ্ডেল, মাইক, চেয়ার, টেবিল, রান্না ও খাওয়ার সকল প্রকার সরঞ্জাম বিবাহ ও যে কোন উৎসবে ভাড়া দেওয়া হয়।

নশীপুর বালাগাছি ❖ রাণীতলা ❖ মুর্শিদাবাদ

যোগাযোগ

নশীপুর জাফরের মোড় V. D. O. হলের পাশে

ও

নশীপর মমিন ডোবা ঈদগাহের পাশে বাড়িতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাক নামে মহম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহান স্রষ্টা নিজ নামও সেফাতকে প্রকাশের মানসে নিজ পবিত্র নুর হ'তে সৃষ্টি করেন মহান সৃষ্টির, প্রথম সৃষ্টি এক পবিত্র নুর । সেই পবিত্র মহাসৃষ্টি নুর, একমাত্র স্রষ্টার নাম প্রকাশ করেন আল্লাহ । বলেন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া নাই কোন মা'বুদ । প্রেমময় খোদা মহান সৃষ্টির প্রেমে উদ্বেলিত হ'য়ে উত্তরে প্রকাশ করেন মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ । মহম্মদ (চরম প্রশংসিত) আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর তরফ হ'তে প্রেরিত, সমগ্র সৃষ্টির নিকট প্রেরিত । (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম । নুর নবী সৃষ্টিহয়েই স্রষ্টার প্রশংসায় বিভোর, স্রষ্টার সর্বপ্রথম নাম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেফাত বা গুনকীর্তনে তিনিই আদি, তিনিই আহমদ । একমাত্র উপাস্য আল্লাহ নিজ প্রশংসায় তুষ্ট হয়ে মহান সৃষ্টিকে করেন চরম প্রশংসিত মহম্মদ, যিনি সমগ্র সৃষ্টির রাসুল, সমগ্র সৃষ্টির মাধ্যম ।

আল্লাহ ও নুরনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাক্যদ্বয়ই হয় পবিত্র কলেমা, কলেমায়ে ত্বাইয়েবা । যা পাঠে ও আন্তরিক বিশ্বাসে হয় ইমান, মোমেন মুসলমান, বাক্যদুটি এত সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যে প্রথম বাক্যটি যা নবী পাকের বাণী তাতে রয়েছে ১২টি হরফ্ বা বর্ণ, দ্বিতীয় বাক্য যা আল্লাহ তায়ালার কালাম তাতেও রয়েছে ১২টি হরফ বা বর্ণ । প্রথম বাক্যে যেমন কোন নুক্তাওয়ালা হরফ নাই দ্বিতীয় বাক্যেও কোন নুকতাওয়ালা হরফ নাই । শুধু তায়ই নয় আল্লাহ নামে যেমন চারটি হরফ মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর নামে তেমনি চারটি হরফ । আল্লাহ শব্দে যেমন একটি তাশ্‌দিদ নবীর নামেও একটিতাশ্‌দিদ । যেমন আল্লাহ শব্দের প্রত্যেক হরফের অর্থ হয় সে রকম নবী পাকেরও প্রত্যেক হরফের অর্থ হয় । সেই শব্দদ্বয় হ'তে কোন হরফ বাদ দিলেও তার যোগ্য অর্থ হয় । আল্লাহ তায়ালা নুর আর নবী পাক সৃষ্ট নুর । ইহা স্রষ্টাও মহান সৃষ্টির নামও হামদে মিলন । আর আল্লাহ নাম বলার সময় আমাদের দুই ঠোঁট আলাদা হয়ে এক হ'তে অন্য উঁচু হ'য়ে যায় যাতে ইশারা আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সে স্থান পর্যন্ত পৌছান সম্ভব নয় । কিন্তু নবী পাকের নাম বলার সময় দুই ঠোঁট একত্রিত হয় যার ইশারা আল্লহর নৈকট্য অর্জনের তিনিই মাধ্যম ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর হাবিব নবীর পবিত্র আহমদ, মহম্মদ নামই চার অক্ষর দিয়ে গঠন করেন নাই, চার অক্ষরকে এত ইজ্জত ও সম্মান দিলেন যে তাঁর পবিত্র কালাম কোরআন মাজিদ ও চার অক্ষর দিয়া তৈরী । নামাজ, রোজা, জাকাত, ইবাদতও চার অক্ষর দিয়া গঠিত । আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী ও বিখ্যাত ফারিস্তা ও চারজন । নবীপাকেরও খোলাফায়ে রাশদীন চারজন এবং চারজন প্রধান উজীর, দু'জন আসমানে জিবরাইল ও মিকাইল, দু'জন জমিনে হযরত আবু বাকার সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুম্ । দয়ার নবীর পবিত্রা মায়ের নাম আমিনা ও চার অক্ষর দিয়া তৈরী এবং তিনি চারজন রমনীরই দুগ্ধ পান করেছেন আমিনা, হালিমা, উম্মে আয়মন ও সাওবিয়া । চারজন নবীকে আল্লাহ এখনও জীবিত রেখেছেন, দু'জন আসমানে হযরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঈসা ও হযরত ইদরিস আলায়াহিস সালাম এবং দু'জন জমিনে হযরত খিজর ও ইলিয়াস আলায়হিস সালাম । শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও চার, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত । মযহার ও চার, পীর তরিকাও চার । মানুষের শরীরও চারটি জিনিষ দ্বারা গঠিত মাটি, আগুন, পানি, হাওয়া । আল্লাহ শব্দ চার অক্ষরের, নবীর পাকের নাম চার অক্ষরের, খালেক চার অক্ষরের, নবীর পাকের নাম চার অক্ষরের, মুজাক্কের, মুবাস্বের, মুজাম্মেল, মুদাস্বের চার চার অক্ষরের, তাইয়েবা চার অক্ষরের, বাতহা চার অক্ষরের, তুবা চার অক্ষরের, মুজাদ্দিদ চার অক্ষরের, মুফাস্বের চার অক্ষরের, মুসান্নিফ চার অক্ষরের, মুহাক্কিক চার অক্ষরের, আলিম চার অক্ষরের, ক্বারী চার অক্ষরের, হাফিজ চার অক্ষরের, মুয়াল্লিম চার অক্ষরের, খতিব চার অক্ষরের, ইমাম চার অক্ষরের, মুবাল্লিগ চার অক্ষরের, মুয়ায়িজ চার অক্ষরের, এরকম শত শত নাম চার চার অক্ষর দিয়া গঠিত হয়ে সম্মানিত হয়েছে, 'খালেক' ও ''আবদুহু''র নামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মাহবুব হয়েছে ।

ইমাম ফাখরুদ্দিন রাজী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন যে একবার সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুকে একটি অঙ্গুরীর উপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখিয়ে আনার জন্য আদেশ করলেন । হযরত সিদ্দিকে আকবর চিন্তিত হলেন যেখানে আল্লাহর নাম সেখানেই পাক নবীর নাম । আল্লাহ ও নবীর নাম ছাড়া হয় না কলেমা, ইমান । এখানে আল্লাহর নাম থাকবে আর প্রিয় নবীর নাম থাকবে না, ইহা অসহনীয়, ইহা অসহ্য। তায় লিখিয়ে নিলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ,ইহা লিখিত করার পর অঙ্গুরী নবী পাকের নিকট উপস্থিত করলেন । কিন্তু তখন দেখা গেল তাতে লিখা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ আবু বাকার সিদ্দিক । হুজুরে পাক জিজ্ঞাসা করলেন--আবু বাকার, তোমাকে লিখতে বললাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তুমি তার সঙ্গে আমার নাম এবং তোমার নাম ও লিখিত করেছ? হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিযাল্লাহু আন্হু আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলেন, হুজুর আমার নিকট ইহা অসহ্য হল যে আল্লাহর নামের সঙ্গে আমার প্রিয় নবীর নাম থাকবে না, তায় তার সঙ্গে মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ আমি লিখিয়ে নিয়েছি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার নাম ইহা তো আমি কখনই লিখিত করায় নাই সে সময়ই হযরত জিবরাইল আলায়সি সালাম উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিয়েছেন, যখন আবু বাকার আপনার নাম ছাড়া আমার নাম দেখতে সন্তুষ্ট নয় তায় আমিও সন্তুষ্ট নয় যে আবু বাকার এর নাম আপনার নাম হ'তে পৃথক থাকে । সিদ্দিকে আকবর আমার নামের সঙ্গে মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ লিখিয়েছে আর আমি আপনার নামের সঙ্গে আবু বাক্কার সিদ্দিক লিখিয়ে দিয়েছি ।

তফ্সীরে কাবীর, ১ম খন্ড, ৯১পৃঃ

জমিনে আসমানে, দুনিয়া আখেরাতে । ইহকাল পরকালে আল্লাহ তার ইজ্জত ও সম্মান দান করেন যে ব্যক্তি তাঁর হাবিবের ইজ্জত ও সম্মান করেন । যে ব্যক্তি পবিত্র নবীর পাক নামের তাজিম ও সম্মান করেন, পবিত্র নামের ওসিলা গ্রহণ করেন, তাঁর অনসরণ অনুকরণ করেন, আল্লাহ তাঁকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সম্মানীত করেন ।

তফ্সীরে রুহুল বয়ান ৩য় খন্ড ১৫১ পৃঃ, খাসায়েসে কোবরা ১ম খন্ড ৭পৃষ্ঠা, তিবরাণী ২য় খন্ড ৮২ , ৮৩ পৃঃ বর্ণিত হয়েছে যে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করেছেন যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে হযরত আদম আলায়হিস সালাম যখন বেহেস্ত হ'তে দুনিয়ায় আগমন করেন তখন দুনিয়ায় তিনি প্রায় ৩০০ বৎসর ক্রন্দন করেন কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁর মনে দোওয়া কবুল হয় নাই । শেষ পর্যন্ত দয়াল খোদার দয়ায় তাঁর ইলকা হয় তখন তিনি দোওয়া করেন,--হে খোদা দয়াময়, তোমার রাসুল মহম্মদ সাল্লাল্লহু আলায়হি সাল্লামে ওসিলায় আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রার্থণা কবুল করো । আল্লাহ পাক তখন জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার আদম, তুমি মহম্মদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কোথায় পেলে ? হযরত আদম আলায়হিস সালাম তখন উত্তর করেন, হে পরওয়ার দেগার যখন তুমি আমাকে সৃষ্টি করে রুহ প্রদান করেছিলে তখন আরশের উপর দেখেছি লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ । শুধু তায় নয় যেখানে দেখেছি আল্লাহ তোমার নাম সেখানেই দেখেছি পাক মহম্মদের নাম । তখনই আমি বুঝেছি যে পবিত্র ও সম্মানীত নামকে আপনার পবিত্র নামের সঙ্গে স্থান দিয়েছেন নিঃসন্দেহে তিনি আপনার কোন মাহবুব হবেন। তায় তাঁর ওসিলায় প্রার্থণা করছি । আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম, তুমি সঠিক উপলব্ধি করেছ । যদি তাঁকে সৃষ্টি না করতাম, তবে জমিন আসমান কিছুই সৃষ্টি করতাম না। হে আদম তোমাকে ও সৃষ্টি করতাম না । আমার রবুবিয়াত ও প্রকাশ করতাম না । তুমি তাঁর নামের ওসিলায় প্রার্থণা করেছ, তোমাকে আজ ক্ষমা করে দিলাম, তোমার দোওয়া কবুল করলাম।

আল মাওয়াহেব ১৩৭ পৃষ্ঠায় ইবনে আসাকির হযরত কায়াব বিন আহরার হ'তে বর্ণনা করেছেন যে হযরত আদম আলায়হিস সালাম দুনিয়া হ'তে বিদায় নেওয়ার পূর্বে নিজ পুত্র হযরত শীশ আলায়হিস সালামকে বলেন, "হে আমার পুত্র শীশ, আমার পরে তুমি আমার খলিফা হ'বে । সুতরাং যখন তুমি আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করবে তাঁর সঙ্গে পাক মহম্মদ এর নামও ইয়াদ করবে । কেন্না তাঁর নাম পবিত্র আরশে আল্লাহর নামের সঙ্গে মিলিত দেখেছি । আমি সমস্ত আসমান পরিভ্রমণ করেছি কিন্তু এমন কোন স্থান দেখি নাই যেখানে আল্লাহর নাম আছে আর নবী পাকের নাম নাই।

তায়তাফ্সিরে কাবীর সুরা আম্বিয়া পৃঃ ১৪৮, হযরত ফাখরুদ্দিন রাজী রাহমাতুল্লহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ তায়ালা কলেমায়, শাহদতে, আজানে তাশাহুদে তাঁর নামের সঙ্গে নবী পাকের নাম মিলিত করেছেন যেখানে অন্য সব নবীর নাম অনুপস্থিত । তায় আল্লামা হাশমত আলী খাঁ আলায়হি রহমা বলেছেন –

খোতবাত মে কলেমু মে ইকামত মে আজান মে
হ্যায় নামে ইলাহী সে মিলা নামে মহম্মদ।
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ।

নামাজ আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ ইবাদত । কিন্তু সে নামাজ নবী পাকের স্মরণের সঙ্গে ও আহমদ নামের নকশায় করতে হয় আদায়। উত্তম আদর্শনবী যেভাবে তাহ্রিমা বেঁধেছেন, রুকু সাজদা করেছেন তার অনুসরণ ও অনুকরণে এবং পাক আহমদ নামের নকশায় দন্ডায়মান অবস্থায় আলিফ হয়ে রুকু অবস্থায় হে, হয়ে, সাজদা অবস্থায় মিম ও বৈঠকে দালআকার নিয়ে নবী পাকের পর সালাম ও দরুদ শরীফ পাঠ করে পূর্ণ হয় আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ । নবী পাক সর্বশ্রেষ্ঠ আবেদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী (আহমদ) তাঁর আহমদ নামের নকশায়ই হয় শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ ।

ইহা ছাড়াও হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গিযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর গ্রন্থ আহ্ইয়াউল ওমুল ১ম খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যখন নামাজে আত্তাহিয়াতু পড়ার জন্য বস তখন মনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারক উপস্থিত করে এবং তাঁর পবিত্র সুরাতকে দিলে স্মরণ করে আস্সালামু আলায়কা আইউহান্নাবীও ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকতুহু নিবেদন করো এবং বিশ্বাস স্থাপন করো যে এ সালাম সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শুনছেন এবং উত্তর প্রদান করছেন । তায় নবী পাকের স্মরণ ব্যতিত হয় না রোজা নামাজ, হয় না হজ বা কোন ইবাদত । কবুল হয় না কোন দোওয়া তা থাকে আসমানে ঝুলন্ত ।

তফসিরে রুহুল বয়ান ৩য় খন্ড ১২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে বাণী ইস্রাইলের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে শত বৎসর জীবিত থেকে নাফারমানী করে মারা যায় । মানুষেরা তার কর্মে বিরক্ত হয়ে তাকে এক জঙ্গলে নিক্ষেপ করেন । আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আলায়হিস সালামকে আহ্বান করে বলেন, "হে আমার নবী মুসা, তুমি সেই ব্যক্তির সম্মানের সঙ্গে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করো ।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসা আলায়হিস সালাম আশ্চর্য হয়ে আরজ করেন, "আল্লাহ রাবুল আলামিন, সে ব্যক্তি তো সমস্ত জীবন নাফারমানী করেছে, গুনাহর কাজ করেছে আল্লাহ তায়ালা বলেন, " হে মুসা, ইহা সত্য কিন্তু সে যখন যখন আমার তওরাত খুল্‌তো এবং হাবিব নবীর নাম দেখ্‌তো তখন সে সেই নামে চুমা খেত এবং নিজের চোখে মুখে লাগাত। আমি তাকে আমার নবীর নামের ইজ্জত ও সম্মান করার জন্য ক্ষমা করে দিয়েছি । তুমি তার সুন্দরভাবে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করো ।" নবীও নবী পাকের পবিত্র নামের ইজ্জতই মুক্তি ।

আল মাওয়াহিব পৃঃ ৩১৬, শাফা শরীফ ১ম খন্ড পৃঃ ১৪৫, হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে কিয়ামতের দিন দু'জন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং তাদের জান্নাতে যাওয়ার আদেশ হ'বে। তারা জিজ্ঞাসা করবে, হে আমাদের রব আল্লাহ, আমরা তো দুনিয়ায় বেহেস্তে যাওয়ার কোন কর্ম করি নাই । দয়াল কোন কারণে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার হুকুম হয়েছে' খোদা তায়ালা আদেশ করিবেন, তাদের জান্নাতে নিয়া যাও, কেন্‌না আমি কসম করেছি যাদের নাম মহম্মদ বা আহমদ তাঁদের জাহান্নামে দিব না ।" হযরত ইমাম জাফর সাদেক নিজ পিতা ইমাম বাকের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম হ'তে বর্ণনা করেছেন যে কিয়ামতের দিন ঘোষনা করা হবে যার নাম মহম্মদ সে জান্নাতী।

তফ্‌সিরে রুহুল বয়ান ৪র্থ খন্ড ৬৪৮, ৬৪৯ পৃঃ বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদিন মাসজিদে নববীতে একটি স্তম্ভের নিকট উপবেশন করেছিলেন । তাঁর সন্নিকটে হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু ও বসা অবস্থায় ছিলেন । এই সময় হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু আজান দেওয়া শুরু করেন, যখন তিনি আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ উচ্চারণ করলেন তখন হযরত সিদ্দিকে আকবর আপন বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বয়ের নখগুলি চুম্বন করতঃ আপন চক্ষুদ্বয়ের উপর রেখে পড়েন কুর্‌রাতু আইনী বিকা ইয়া রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম । আজান সমাপ্ত হওয়ার পর দয়ার নবী বলেন, আমার প্রিয় আবু বাকার আজ যা করেছে তা যে ব্যক্তি পালন করে তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হয়ে যায় এবং তার গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন ।

তফ্‌সীরে জালালাইন ৩৫৭ পৃঃ, ফাতাওয়ায়ে শামী ২য় খন্ড ৬৮ পৃঃ বর্ণিত আছে আজানের মধ্যে প্রথম নবী পাকের নামের শাহাদত শ্রবণে সাল্লাল্লাহু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ এবং দ্বিতীয়বার শ্রবণে কুর্‌রাতু আইনী বিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা মুস্তাহাব তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বয়ের নখদ্বয় চুম্বন করতঃ আপন চক্ষুদ্বয়ের উপর রেখে পড়তে হয় আল্লাহুম্মা মাত্‌তেনী বিস্‌সাম্‌য়ে ওয়াল বাসার। আরও বর্ণিত হয়েছে যে এরূপ আমলকারীকে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজের তত্ত্বাবাধানে জান্নাতে নিয়ে যাবেন ।

নবী পাকের নামের ইজ্জত ও সম্মানই মুক্তির উপায়, নাজাতের পাথেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নৈকট্য অর্জনের, বন্ধুত্ব লাভের পথ । আল্লাহ তায়ালার ফরমান, "রাসুলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো।

২৬পারা, সুরা ফাতাহ ।

নবীদের সর্দার নবী রহমতে আলম,
উম্মত মোরা সব তাঁহারই গোলাম ।
মহব্বতে পড়ি নবীর দরুদ ও সালাম,
তবেই ক্ষমেন রব, রহিম রহমান ।
সার্থক ধন্য তব মানব জনম
রাউফুর রহিম করেন সাদরে গ্রহণ ।
সর্বক্ষণ জবানে তব হউক উচ্চারণ
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ।
ক্ষম মম হেদয়াল, ওসিলা নবীর নাম
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ।
ভিখারী তব দ্বারে নাই কোন নেক কাম
মুখে সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬/৯২

"অল ইণ্ডি য়া সুন্নী জাময়াতুল আওয়াম "

১৯৭৮খ্রীঃ হযরত আল্লামা রায়হান রিজা খাঁ রহমাতুল্লহি আলয়হি মোহ্তামিম জামিয়া মান্জারে ইসলাম বেরেলী শরীফ মসলমানদের মধ্যে ইত্তেহাদ, বিভিন্ন সমস্যাবলী সমাধানে, ধর্মের কুসংস্কার দূর করে নবী পাকের সুন্নতের পথে কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে "অল্ ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম" প্রতিষ্ঠা করেন । এই সংগঠনের নেতৃত্বে বেরেলী শরীফে একই ত্তেহাদী কন্ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় । ইহাতে ময্হাবী খানকাহী এবং মুসলীম ভাইদের মধ্যে বহু মত বিরোধের সমাধান হয় । হজুর রায়হান মিল্লাত এই সংগঠনের বিভি ন্ন এলাকায় শাখা বিস্তার করেন । যেমন-বোম্বাই, কানপুর, মুজাফ্ফরপুর, কলিকাতা প্রভৃতি । মানজারে ইসলামের ওস্তাদগণ বিশেষ করে সাইয়েদ আরিফ সাহেব, আল্লামা নায়িমুল্ল খাঁন সাহেব তাঁর সঙ্গে একমত হ'য়ে কাজ করেন এবং মাওলানা সাইয়েদ জিলানী সাহেব ও সঙ্গে থাকেন । ১৯৮৫ খ্রীঃ হজুর রায়হানে মিল্লাতের বেশালের পর কিছু দিন এই সংগঠন স্থগিত হয়ে পড়ে । তারপর তাঁর সাহেব জাদা আল্লামা তাওসীফ্ রেজা খাঁন দ্বিতীয়বার এই সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সংগঠনকে মজবুত করে তোলেন । তাঁর নেতৃত্বে ও উত্তর প্রদেশ বেরেলী শরীফে কন্ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ।

(সাদসালা মানজারেইসলাম ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৪ হতে গৃহীত)

সম্পাদকের অনুমোদন

"অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম" একটি মারকাজী সংগঠন যার প্রতিষ্ঠাতা আমার সম্মানিতও পিতা নাবীরায়ে আলা হাজরাত হুজর রায়হানে মিল্লাত আলায়হির রাহল্লাহ । এ সংগঠনের বিভিন্ন শাখা বহুদিন হতে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী কাজ করে আসছে । যদি পশ্চিমবঙ্গের ওলামাগণ উল্লেখিত সংগঠনে শামিল হয়ে, সর্ব শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ মাজ্হাব আহলে সুন্নাৎ ওয়া জামায়াতের খিদমত ও পরিচর্চা করতে ইচ্ছুক হয় তবে উক্ত সংগঠনে স্থায়ী কমিটি তৈরী করবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি বেরেলী শরীফের সহিত সংযোজন করে নিবে । সম্পূর্ণ ভাবে আমি তার অনুমতি দিলাম । *ফাকাত অস্সালাম ১লা আগষ্ট, ২০০২*

যকীর মহাম্মাদ তাওসিফ রেজা খান ক্বাদেরী
সম্পাদক
অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম
বেরেলী শরীফ (ইউ. পি.) ইণ্ডিয়া

আমাদের মুর্শিদাবাদও বীরভূমের আহলে সুন্নত ওয়া জামায়াতের সংগঠন "তান্জিমে আহলে সুন্নাত" ভারতবর্ষ ব্যাপী আহলে কেন্দ্র কমিটির সঙ্গে সংযুক্ত করে নিলাম এবং আল্লামা তাওসিফ রেজার নেতৃত্ব গ্রহণ করে "অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম" এর সঙ্গে একমত হয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম ।

বিনীত---
মুফতী মোঃ নাইমুদ্দিন রেজবী
সম্পাদক
তান্জিমে আহলে সুন্নাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাঠকের কলমে

পড়ুন

পত্রিকা

সু ঃ সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণ করিতে,
ন ঃ নবী ওলিদের সম্পর্কে অবগত হইতে,
নী ঃ নীচ খারাপ মনের সমাধান যদি চান,
জ ঃ জগৎ পত্রিকার নিয়মত পাঠক হয়ে যান ।
গ ঃ গড়িতে যদি পারেন সুন্দর জীবন,
তঃ তবেই তো সার্থক হবে জগৎ পত্রিকা পঠন ।
প ঃ পশ্চিম বাঙ্গলার আহ্‌লে সুন্নাত এর চলিতে সাথে,
ত্রি ঃ ত্রি মাসে প্রকাশিত জগৎ পত্রিকা রাখিবেন হাতে,
কা ঃ কাদিয়ানী ওহাবিদের তবেই পারিবেন পরাস্ত করিতে ।।

ইতি—
নুরুল আরেফিন রেজবী
গাড়ীঘাট মাদ্রাসা
৬-১-২০০৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

খবরা-খবর

গাওসিয়া, রেজবীয়া, অ্যারাবিক ইউনির্ভাসিটির ১৯তম তাজদারে মদিনা কন্‌ফারেন্স গত ১৪ই জিসেম্বর ২০০২ তারিখে জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হল । উক্ত কন্‌ফারেন্সে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন, উপমহাদেশের স্বনামধন্য ওলিয়ে কামেল, পীরে ত্বরীক্বত, রাহ্‌বারে শরিয়ত, খান্দামে আল্লা হজরত । হজরত আল্লামা মুফ্‌তী ক্বারী শাহ সুফি হুজুর জামাল রেজাখান সাহেব ক্বিবলা, বেরেলী শরীফ (ইউ. পি.)

এছাড়া পশ্চিম বঙ্গের স্বনামধন্য আহলে সুন্নাত জামায়াতের বক্তাগণও উপস্থিত ছিলেন । সভার শেষে এবৎসর প্রায় সহস্রাধিক মানুষ হুজুর জামাল মিল্লাতের হাতে বায়েত গ্রহণ করেন ।

আজই সংগ্রহ করুন

তবলিগি জামায়াত প্রসঙ্গ

লেখক--নুরুল আরেফিন

হাদিয়া ৭টাকা মাত্র

নাবী দাবী কারীর হত্যা

পাকিস্তানে নাবী দাবী করার জন্য একজন সৈন্য বাহিনীর ক্যাপটেনকে একজন জেল খানার কয়েদী গুলি করে হত্যা করেছে । পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর কোর্টের একজন বিচারক বিবৃতি দিয়েছেন যে ইউসুফ আলী নামক ক্যাপটেনকেঐ সময় গুলি করা হয় যখন তাকে এক জেল খানা থেকে অন্য জেল খানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । বিচারকের বিবৃতি মোতাবেক ইউসুফ আলীর নিজেকে নাবী বলে দাবী করার জন্য লাহোরের সেসন কোর্ট ২০০০ খ্রীঃ রাসুল পাকের অসম্মান করার জন্য আইনা নুসারে মৃত্যু দন্ডাদেশ দিয়েছিলেন । সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য হাইকোর্ট করে ছিল ।

রাষ্ট্রীয় শাহারা উর্দূ রোজ নামা দেহ্‌লী,
১৩ই জুন ২০০২ খ্রীঃ ।
সংগৃহীত মাহ্‌নামায়ে আলা হযরত, ২০০২

৭৮৬ / ৯২

বিশেষ সংবাদ

যদি আপনি মাসজিদের জন্যে ইমাম, মাদ্রাসার জন্যে যোগ্য শিক্ষক, তাবাবীহর জন্যে হাফিজ চান, তাহলে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত এর আক্বিদার হেড সেন্টার বেরেলী শরিফের সহিত যোগাযোগ কায়েম করুণ ।

সাহেবে শাজ্জাদা হাজরাত মাওলানা
(সুবহান রাজা খান সাহেব (সুবহানী মিঞা)
(০৫৮১) ৪৫৫৬২৪– Fax- ৪৭৪৬২৭
মাওলানা আলহাজ তাসলিম রাজা খান নূরী
(০৫৮১) ২৪৫৪০৫৯
ক্বারী আব্দুর রহমান খান ক্বাদেরী বেরেলী
এস. টি. ডি. ০৫৮, ফোন- ৪১০৫৯৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষ ও মানবতা

রাণীতলা থানার অর্ন্তগত সৈয়দপুর গ্রাম বজেদ আলী তার ছেলে মেয়ে নিয়ে বাস করেন সেই গ্রামে , একদিন তার একমাত্র ছেলে মাদ্রাসায় পড়ার জন্য বেরিয়ে এসেছে । কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিরে না আসায় চিন্তিত হয়ে খোজা খোজি করে কোথায় পাওয়া গেল না । দুদিন ধরে নিজ আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী বা অন্যান্য পরিচিত অপরিচিত সমস্ত জায়গায় খুজে ও পেলেন না। বাড়ীতে কান্না-কাটি আরম্ভ হয়ে গেল, ৯ বৎসরের ছোট ছেলে কোথায় যাবে নিশ্চই কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে অথবা মেরে ফেলেছে ।এ রকম অবস্থায় ১০/১২ দিন কোন খোজ নাই । বাবা, মা ছেলের জন্য কান্না করে করে ক্ষীণ হয়ে গেছে, খাওয়া নাই, ঘুম নাই অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে ছেলের খোজে । হঠাৎ ১২দিন পর পার্শের গ্রাম নশীপুর হ'তে একজন লোক এসে বজেদ আলীকে বলল, আমার এস. টি. ডি বোথে একটি ফোন এসেছিল তোমার নামে । তোমার ছেলের খোজ আছে, আগামী কাল শিয়ালদহ ষ্টেশনে তোমার জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন ।

বজেদ আলী শিয়ালদহ কখন ও দেখে নাই। একজন সঙ্গী সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন । শিয়ালদহ যখন পৌঁছিলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে । কিন্তু শিয়ালদহে কেমন করে চিনবেন কে আমার ছেলের খোজ জানেন । তায় ষ্টেশনেই অপেক্ষা করেন যদি সে লোকের দেখা পায়। রাত্রি প্রায় ১১টা ২০মিঃ । তারা দু'জনে এক জায়গায় চিন্তিত অবস্থায় বসে আছেন। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের বাড়ী কোথায়, এ রাত্রে ষ্টেশনে কেন বসে আছেন, বজেদ আলী বলেন, আমাদের বাড়ী মুর্শিদাবাদ, ভগবানগোলা। আমার একমাত্র ছেলে হারিয়ে গেছে....." বলেই কান্না করতে লাগলেন । ভদ্রলোক শ্রীদেবাশীষ দত্ত তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কাঁদিবেন না, আপনার ছেলে আছে, আসুন আমার সঙ্গে।"

শ্রীদেবাশীষ দত্ত বেলেঘাটার সন্নিকটে বাড়ী । বাড়ীতে টাকা পয়সা ধন-সম্পত্তি বহু আছে । কিন্তু নাই তার কোন সন্তান । স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চিন্তিত, আমাদের ভগবান সবই দিয়েছেন দেন নাই কেবল সন্তান, এ সম্পত্তি আমাদের পরে কে ভোগ করবে আর ছেলে-মেয়ে ছাড়া সংসার যে-বেমানান । চিন্তা করেন যদি কারও একটি সন্তান পায়, তাকেই নিজের ছেলের মত লালন পালন করবেন । মাঝে মাঝে ষ্টেশনে বা হাসপাতালে যাতায়াত করেন সন্তানের খোজে । এ রকমই ১০ /১২ দিন পূর্বে এক রাত্রে ষ্টেশনে গিয়ে দেখেন পুলিশ একটি ছেলেকে ষ্টেশনের ভিতর থেকে নিয়ে আসছে । ছেলেটি ক্ষুধার্থ ক্রন্দন রত । কিন্তু দেখতে পেশ সুন্দর । জিজ্ঞাসাবাদের পর জানলেন ছেলেটির কোন পরিচয় নাই, ষ্টেশনে বসে কান্না করছে। দয়ার্ত হৃদয় দেবাশীষ দত্ত বলেন, "ছেলেটি আমাকে দেন, আমি তাকে যত্নসহকারে মানুষ করি ।" পুলিশের পরিচিত দেবাশীষ দত্ত, ছেলেটির উপকার হবে মনে করে তাকে দান করেন । শ্রীদেবাশীষ দত্ত ছেলেটিকে যত্নসহকারে গ্রহণ করে ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে বেলেঘাটা বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আদর করে ছেলেটিকে খাবার খাওয়ান । সকালবেলা খাওয়া দাওয়ার পর আদর করে তার খবরা খবর জিজ্ঞাসা করেন, ছেলেটি বলে, আমি মার কাছে যাব, আমি বাড়ী যাব।" আস্তে আস্তে তার খবর জানা যায় । তার নাম এরশাদ বাবার নাম বজেদ আলী গ্রাম সৈয়দপুর । একটি ছেলের কথাতে সে এতদূর চলে এসেছে । ছেলেটি বলেছিল, চল তোকে এক ভাল

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাদ্রাসায় ভর্ত্তি করে দিব, সেখানে অনেক সুযোগ সুবিধা। কিন্তু ট্রেন হ'তে নামার পর আর তাকে খুজে পায় নাই। ছেলেটির অবস্থা দর্শনে, খবরা খবর শুনে চিন্তা করলেন আমি ছেলেটিকে নিজের করে মানুষ করতে পারি, আদর যত্নে তার বাড়ীর প্রতি টান কমে যাবে, আমারও সন্তান হবে। কিন্তু যে বাবা, মার সন্তান তারা কান্না করবে নিজের ছেলের জন্য ছটফট করে বেড়াবে আর আমি স্বার্থপরের মত নিষ্ঠুরতা দেখাবো। তা হয় না যার ছেলে তার কাছে পৌঁছে দিতেই হবে। বললেন, " বাবা এরশাদ, চিন্তা করো না খাও দাও থাক, আমি তোমার বাবার কাছে তোমাকে পৌঁছে দেব।" নিজ সন্তানের মত পালন করতে লাগলেন। চারিদিকে খোজাখুজি করতে লাগলেন কেমন করে সংবাদ দেওয়া যায়। বহু অনুসন্ধানের পর রাণীতলা থানার নশীপুর গ্রামের এক এস. টি. ডি. বুথে ফোন করেন।

শ্রীদেবাশীষ দত্ত বজেদ আলী ও তার শাথীকে ষ্টেশন থেকে গাড়ী করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। ছেলেটিকে ডেকে বলেন, বাবা এরশাদ, দেখ কে এসেছে।" ছেলেটি দৌড়ে এসে, আব্বা আব্বা করে বাবার কোলে আশ্রয় নেয়। দুজনেই কান্না করতে থাকে। দেবাশীষ দত্ত তাদের সান্ত্বনা দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করে দেন। তারপর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ছেলে হারা বাবাকে বাড়ীর মধ্যে ঘুমাবার জায়গা করে দেন, যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করেন। সকাল বেলায়. তাদের আদর আপ্যায়নের পর গাড়ীতে করে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশনে ট্রেনে তুলে দেন. শেষে চোখের জল রুমালে মুছে বলেন, ভাই বজেদ আলী, ছেলেকে ভাল করে লেখাপড়া শিক্ষা দেন, অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন আমি টাকা দেব। আর মাঝে মাঝে খবর দিবেন।" বজেদ আলী কৃতজ্ঞতায় নতজানু হয়ে তার হাত ধরে বলতে থাকেন, দাদা আপনি যা উপকার করেছেন তার ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারব না। আমাকে ক্ষমা করুণ। কমপক্ষে একবার ও আমার গরীবের বাড়ী আসুন। "আমি জীবনে আপনাকে ভুলিব না।"

মানুষের সর্ব প্রথম পরিচয় সে মানুষ তারপর জাতী-ধর্ম। সর্ব প্রথম মনুযত্বকে বিসর্জন দিয়ে অন্য জাতী ধর্মের গর্ভ করা পরিচয় দেওয়া, মনুযত্ব হীন ধর্মত্যাগী কাপুরুষ। শ্রীদেবাশীষ দত্ত আদর্শ পুরুষ মানবধর্মী পরোপকারী ধন্য।

Montly Aalahazrat Urdu Digest.
84 Saudagaran S.t Bareilly (U. P) Pin-243003
STD. : Phone : 455624 Fax-474627

পড়ুন
মাসিক পত্রিকা
"আলা হযরত"

"মাহনামা আলা হজরত" আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের গবেষনা মূলক ও তথ্য সমৃদ্ধ নির্ভর যোগ্য মাসিক পত্রিকা। বার্ষিক চাঁদা একশত কুড়ি টাকা। উল্লেখিত ঠিকানাই টাকা পাঠাইয়া আজই সংগ্রহ করুণ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পবিত্র কারবালার শিক্ষা

মোঃ গোলাম মোর্তুজা রেজবী (নলহাটী)

চন্তমাসে বৎসরে বার মাসের প্রথম মাস অতি সমুজ্জ্বল পবিত্র মোহার্‌রম । বৎসরের শেষ মাস জিলহজ্জ চাঁদ আগমন বা আকাশে উদিত হলেই বিশ্বের মুসলমানদের স্মরণে আসে পবিত্র কুরবানীর । ইহা আল্লাহ তায়ালার চমৎকার এক নিদর্শন । আল্লাহর বিখ্যাত নবী ও বন্ধু হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস সালামের প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালামকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করার উজ্জ্বল ঘটনা ইসমামের ইতিহাসকে অলংকৃত করেছে । তাঁর এই আত্ম ত্যাগের আদর্শকে সমুজ্জল রাখতে বিশ্বের মুসলীম জান মালের কুরবানী করে থাকে ।

ইহার পরের মাস বৎসরের প্রথম মাস মাহে মোহার্‌রাম । ইহার মধ্যে ও রয়েছে বিশ্বের মুসলমানকে পীড়া দানকারী স্মরণীয় আত্মত্যাগ হৃদয় বিদারক কুরবানী । আরবের সন্নিকটে ইরাক দেশের মরু প্রান্তর বিশ্ব মুসলীম সমাজের হৃদয়পটে অতি পরিচিত সত্ত্বা ফোরাত নদীর অনতিদূরে কারবালা । এই কারবালার বুকে সংঘটিত হয়েছিল এক হৃদয় বিদারকরক্তক্ষয়ী ঘটনা যার তুলনা মুসলীম সমাজে কেন মানব জাতির ইতিহাসে খুজে পাওয়া যায় না । সে ঘটনা হল সাইয়েদুস সাকালায়িন ইমামুল কিবলাতায়িন মাহ্‌বুবে রাব্বুল আলামীন রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন দোজাহানের বাদশা সকল নবীর নবী হযরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নয়নমণি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুজ্জোহরা রাদিয়াল্লহু আন্‌হার কলিজার টুকরা শেরে খোদা হায়দারে কার্‌রার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর আদরের সন্তান হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সপরিবারে শহীদ হওয়া, আত্মদান করা ।

কুফাবাসীদের আমন্ত্রনে ইমাম হোসাইন সপরিবারে চলেছেন কুফার দিকে । পথে ইয়াজিদের সৈন্যগণ কারবালার মরু প্রান্তরে ইমামের পথ অবরোধ করে । পানিহীন মরু প্রান্তরের একমাত্র নদী জলের আধার ফোরাত নদীর পানি ইমামদের জন্য বন্ধ করে দিল । ইমাম বা তাঁর সঙ্গী সাথী কেউ যেন পানি পান করতে না পারে । ইমাম হোসাইন এই মরু কারবালায় বিরাট অসুবিধার মথ্যে পড়ে গেলেন । এই অবস্থায় ইয়াজিদের পক্ষ হ'তে প্রস্তাব আসল যদি ইমাম হোসাইন ইয়াজিদের বায়াত গ্রহণ করে তাকে মুসলীম জগতের খলিফা হিসাবে মান্য করে নেয় তাহলে ইমাম হোসাইনকে তাঁর পরিবারসহ মাদিনায় পৌঁছে দেওয়া হবে অথবা এই কারবালা প্রন্তরে ণির্মমভাবে নিহত হ'তে হবে । মহাশঙ্কটে পড়লেন ইমাম হোসাইন । একদিক প্রখর সূর্য্য কিরণে দাউ দাউ করছে কারবাল প্রান্তর নারী শিশু সকলেই পানি বিহনে ওষ্ঠাগত প্রাণ অন্যদিকে বিশ্বনবীর আদর্শকে বিষর্জন দিয়ে অসৎ চরিত্র ইয়াজিদকে ইসলামের খলিফা বরণ । একদিকে নিজ জীবন নিজ সন্তান সন্ততী আত্মীয় স্বজনের জীবন অন্যদিকে ইসলামকে জীবন্ত করণ, নবপাকের আদর্শকে স্থায়ীত্বদান । অথবা অসত্যের কাছে দুষ্ট চরিত্রের নিকট আত্ম-সমর্পণ । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে জান মাল দান করেছেন পরিক্ষার জন্য । সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ নবী দিয়ে গেছেন কোরআন হাদীস ইসলামী আদর্শ ইসলামী বিধী বিধান । সেই আদর্শকে সেই পাতাকাকে ভূলুণ্ঠিত করে বেঁচে থাকার কোন মূল্য নাই । তায় অস্বীকার করলেন দুষ্ট ইয়াজিদকে মেনে নেওয়া । ফলে শুর হল কারবালার যুদ্ধ, নবীর খান্দানের শাহাদাত বরণ ।

মরু পারন্তরে পিপাসায় কাতর প্রায় বিনা অস্ত্রে আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের পুরুষগণ এক এক করে শাহাদাত বরণ করতে লাগলেন । পানির অভাবে দুগ্ধপোষ্য শিশু আসগরের কান্না থামাতে না পেরে পানি পান করাতে গিয়ে শেষ পানি পান করান নিষ্ঠুর ইয়াজিদ সৈন্যের নির্মম তীর বক্ষভেদ করা শাহাদাত বরণে । ইমাম হোসাইন শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে এসে মায়ের কোলে দিয়ে বলেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

'তোমার শিশুকে নাও, সে আর পানি চাইবে না, পানি পান করিতে গিয়ে মৃত্যের পিয়ালা পান করেছে ।'

সকলের শাহাদাত লাভ কারার সর্বশেষে স্বয়ং হযরত আলী ত্বনয় সমরে উপস্থিত হলেন । বীর বিক্রমে যুদ্ধ কবে, যাকে দয়ার নবী আদর করে কত চুমা খেয়েছেন, কোলে পিঠে নিয়ে বেড়িয়েছেন সেই নবীপাকের দৌহিত্র কারবালায় মরু প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন । ইমাম পরিবারের নারীগণ ও শিশু হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন ছাড়া কেহই জীবিত ছিলেন না ।

সরওয়ারে দোজাহাঁ নবী মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খান্দান মোবারকের উপর কারবালার মরু প্রান্তরে সংঘটিত এই জুলুম, নিপীড়ন ও হত্যা বিশ্ব মুসলীম মুসম নবী প্রেমিক মানুষ সহ্য করতে পারে না । তায় কারবালার ঘটনা স্মৃতি পটে উদিত হলে বিষাদের স্পর্শে প্রতিটি রক্ত বিন্দু চঞ্চল হয়ে উঠে । চোখ দিয়ে বয়ে যায় অঝোরে অশ্রুধারা । তাবলে কি কারবালার ঘটনা অভিশপ্ত, এ শাহাদাত কি নিরর্থক ইহার কি কোন শিক্ষা নাই ! ইহা কি আমাদের জন্য কোন পথ বলে নাই !

নিশ্চয়ই, ইহা আমাদের মহৎ শিক্ষা দান করেছে । ইসলামের আদর্শকে জীবন দিয়ে চিরজীবিত করেছে । ইয়াজিদ ছিল ফাসেক ফাজের, মদ্যপায়ী অত্যাচারী । সে হালালকে হারাম করতো আর হারামকে হালাল । ইমাম হোসাইন তাকে খলিফা বলে স্বীকৃতি দান করলে ইসলাম কলুষিত হত, কলংকিত হত । দ্বীন ইসলাম অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যেত । তায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নয়নমণি রক্তের টুকরা মা ফাতেমার লাল নিজের জীবন দান করে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবকে শহীদ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন । নবী পাকের প্রকৃত উম্মাত কখন ও অন্যায়ের সাথে অসত্যের সাথে আপোষ করতে পারে না । তাঁর এই মহৎ কুরবানী দ্বীন ইসলামকে কলঙ্ক ও অবলুপ্তির কবল হ'তে রক্ষা করেছে । তাঁর এই কুরবানী আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য, দ্বীন ইসলামের জন্য, ন্যায়কে জীবন্ত করার জন্য । আমরা বিশ্বনবীর উম্মত, ইমাম হোসাইনের অনসারী শুধু বুক চাপড়িয়ে নয় তাঁর আদর্শকে তাঁর পথকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে প্রকৃত ঈমানদার হয়ে ধন্য হই দুনিয়া আখেরাতে । আল্লাহ ও তাঁর রাসুল পাক ও পবিত্র তাঁর জন্য নিবেদিত প্রাণ চির জীবন্ত মরেও সে লাভ করে অমরত্ব ।

নোজ ষ্টেশনারী

প্রোঃ-মাইনুল ইসলাম

উৎসবে উপহারে ও নিত্য প্রোয়জনে সকল প্রকার মনিহারী দ্রব্য সুলভ দামে বিক্রয় করা হয় ।

পরীক্ষা প্রার্থণীয়

নশীপুর মসজিদ মোড়, নশীপুর বালাগাছি, মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাম্প্রদায়িকতার দর্পনে

রফিকুল ইসলাম

মেয়েটি বলেছিল অন্ধকারে
না তাতে বিরক্ত্ব কোথায়
হাতের উলঙ্গ তরবারি লকলকে দেহটাকে বিবস্ত্র করল
বেরিয়ে এলো লালিত লজ্জা স্লানিত চোখ
খাবলে খাবলে খেতে লাগলো ক্ষিদেহীন হিংস্র জানুয়ার।

প্রান হীন সম্বর
স্তব্ধ আশা শেষ-নিশ্বাস টুকু মিশে যায় অম্বরে।
মায়ের দেওয়া কাজলের মসৃন টান বিস্ফারিত চোখ,
আরো বড় হলো।

মাটির উপর রক্তের দাগ
গোলাপ লালিত লাল রক্ত,
আস্তে আস্তে কালো হয়
দর্শক মোরা ! একি মনুষ্যত্তের নব জয়?

ঈদ মোবারক

রফিক মণ্ডল

চির পবিত্র ঈদ মোবারক আবার এসেছে ফিরে।
মহামিলনের খুশির খবর বহিয়া আপন শিরে।।
মহাব্রত শেষে নবীন বেশে চলে সব দলে দলে।
পবিত্র বাণী সবা মুখে শুনি নিজ ধ্যানে যায় বলে।।
প্রভুস ভৃত্য, ধনী, দরিদ্র দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি।
করুণা ময়ের করুণা আশিষ মাগিতেছে রাশিরাশি।।
আমীর, গরীব, বাদশা, ফকির মিলিত সকলে হেথা।
মহান স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি শান্তি ঝরিছে যেথা।।
ছোট বড় কেহ নহে যে হেথা, নহে কেহ কারো পর।
সত্য ন্যায়ের মন্দির এ-যে এটা আল্লার ঘর।।
মর্ত লোকেতে অমৃত কুম্ভে রস সুধা করে পান।
তাপিত, ব্যথিত যত আছে সবে ভরে লয় হেথা প্রান।।
সুধীর নির্ঝর ধরে যে অঝর অন্তর ভরিয়া লবে।
এসেছে মুসাফির, গৃহী, সাধুজন এসেছে আজিকে সবে।।
কোলাকুলি আর গলাগলি করে ভুলে গেছে দলাদলি।
মনের যত গরল কালিমা দূরে দিয়াছে ফেলি।।
সালাম তোমায় হে মহান ঈদ, সালাম আস সালাম।
লও হে তুমি যত সৃষ্টির সালাম লাখ সালাম।।

ঈদ মোবারক

রমিজউদ্দিন আহম্মদ (নলহাটি)

আজকে ঈদের দিন। এ যে এক খুশির দিন।
বিশ্ব মুসলীম ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারই আজ প্রতিদান।
মাহে রমজান এক মাস ব্যাপী রোজা রেখেছিল যারা
রৌদ্রে পুড়ে করে নানা কাজ তবু না রোজা ত্যাজিল তারা।
দ্বি-প্রহর ব্যাপী চালায়েছে হাল,
কেউ সারদিন কোপায় কোদাল।
ধন্য কৃষান, ধন্য মজুর, ধন্য তোদের ইমান,
তারই আজ প্রতিদান।

কেহ অফিসার, কেও প্রফেসর, কেহ বা কারণীক সারে খাতা,
খাই মুখে পান, নাই যে ধুমপান, নাই যে বাজে কথা।
কেহ স্কুলে গিয়ে শিক্ষকতায়,
ছাত্রের সনে বকেছে সদায়,
তিক্ত না হয় তবু রোজাদার সদা গাহে খোদার গুনগান,
তারই আজ প্রতিদান।

আজকের দিনের আগমনে যদি ও মাহে রমজান বিদায় নিলে,
তবু সৌহার্দ্য আর ভাতৃত্ব প্রেমে সবে ফেতরা আনিয়া দিলে।
এতিম মিসকিনের বাঁচিল পরাণ
ধন্য আল্লাহ তোমার বিধান।
তোমার নির্দেশে বিশ্ব শান্তি আর নিয়োজিত কল্যান,
তারই আজ প্রতিদান।

ঈদ অর্থে ভাতৃত্ব আর মনুষত্ব শিক্ষার দিন,
এই মনুষত্বই মানবের মাঝে থাকবে চিরদিন।
তাই পশুত্বকে করিয়া বর্জন,
মনুষত্ব করহ অর্জন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশ্ব মুসলীম বুকে বুক মিলায়ে কর ভাতৃত্ব স্থাপন,
তারই আজ প্রতিদান।।

ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হজরাতের শানে মানক্বাবাত

(গজল)

মুফতি মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী, জঙ্গীপুরী

১) সারা জগৎ আলা হজরত জপছে তোমার নাম খানী
মুজাদ্দিদে লা সানী।।
বিশ্ব মাঝে ডাংকা বাজে তোমার মাসলাকের ধনী
মুজাদ্দিদে লা সানী।।
২) ১২৭২ হিজরী শনিবার ১০ শওয়ালে
শাহ নাকি আলীর ঘরে এলেন মায়েরই কোলে
পাক বেরেলী জন্ম ভূমী ইশকে নবীর রাজধানী।।

৩) নবী বংশের মুর্শিদ তোমার সৈয়দ শাহ আলে রাসুল
গওস পাকের তরিকাতে কাদেরী বাগিচার ফুল
মারে হেরা মুত্তাহেরা হইল আলির নিশানী।।

৪) ১৪ শত কিতাব যত বিশ্বকে করিলেন দান
৭০ প্রকার বিদ্যা নিয়ে পেশ করেন কানজুল ঈমান
যুগ সেরা জ্ঞানে ভরা ভাণ্ডার ইলমে লাদুন্নী।।

৫) হাফিজ শব্দ দেখে ক্ষুব্ধ লিখা আপনার নামে
৩০ পারার হাফিজ হলেন একটি মাস রমজানে
তারাবিতে তিলাওয়াতে খতম হয় কুরআনখানী।।

৬) রসুল্লার পূর্ববানী ইমাম আযামের সানী
গওস পাকের তরজুমানী খাজা পিয়ার নয়ন মনি
সারা জাহান পেয়েছে প্রমান আশিকে মাক্কী মাদানী।।

৭) আমার কি আর শক্তি আছে গাইতে তোমার জীবনী
রেজা নামের দোহায় দিলে নরক আগুন হয় পানি
তোমার নামটি হইল খাঁটি সুন্নী দুনিয়ার নিশানী।।

৮) ইমাম রেজা ছিলেন কেমন কে দিবে তাঁর বর্ননা
পীরে তরিকাত জামালে মিল্লাৎ সেই রূপেরই নমুনা
চেহারা যাহার রূপের বাহার আপাদ মস্তক নূরানী।।

৯) হুজ্জাতেইসলাম মুফতীয়ে আযাম যাঁর প্রতি নেগাবান
তাজুল ইসলাম শাইখুল আলাম মুর্শিদ আখতার রেজা খান
এ জীবনে তারই ধ্যানে অধম রেজবী হয় ফানী।।

১০) ১৩ শত ৪০ হিজরী শুক্রবারের দিন ছিল
সফর চাঁদের ২৫ তারিখ তোমারই ওফাত হল
রেজবী গোলাম জানিয়ে সালাম ইতিকরল লিখনী।।

মানক্বাবাত

তুমি লিখেছো কানজুল ঈমান
মোহাঃ গোলাম ইয়াসিন চিস্তী, মালদহ

আলা হয়রত আজিমুল বরকত
ইমাম আহমদ রেজা খান,
তুমি লিখেছো কানজুল ঈমান।

তোমার সুরাত তোমার সিরাত
আল্লাহ পাকের কুদরাত
আলা হয়রত আজিমুল বরকত
তুমি যে আহলে সুন্নাত
তোমায় পেয়ে শাহরে বেরেলীর
বয়ছে খুশির ঝড় তুফান।
কেটে পড়ে নাজদী ওহাবী আর ও দেওবন্দি নাদান
তোমার নামটি যপি যখন ওগো আহমদ রেজা খান।
নাই তুলনা মুর্শিদ তোমার
তুমি তাহলে সুন্নীর জান।

জিন্দাবাদ আই শাহরে বেরেলী তুমি তো জান্নাতের দ্বার,
তোমার সিনায় শুয়ে আছেন নায়েবে আলী হায়দার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তুমি এসে জিন্দা করেছ পবিত্র দ্বীনে ইসলাম
খোদার দানে গভীর জ্ঞানী, তোমায় লাখো সালাম।
পবিত্র কাবার ছায়ার বসিয়া
দশ ঘণ্টায় লিখেছো ওগো আদ্‌দাওলাতুল মাক্কিয়া
ত্রিশ দিনে হাফেজ তুমি
ওগো বেরেলীর জান।
মোদের ইমাম আলা হয়রত
মোরা য়ে আহলে সুন্নাত
তার ওসিলায় চাই খোদা গো
তোমার ঐ বাগে জান্নাত।
গোলাম ইয়াসিন খুশি মানাই
হয়েছি ঐ মহানের গোলাম।

জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ধন

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

পবিত্র হাদীসের ইমাম হযরত ইমাম মালিক ও বিখ্যাত ওলি হযরত হাসান বাসরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সম্মানীত উসতাদ হয়রত রাবিউর রায়ে রাদিয়াল্লাহুঅনহু নিজ বাড়ী মদিনায় অবস্থান করছেন। এমন সময় বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। হয়রত রাবিউর রায়ে দরজা খুলে দিলেন। দেখেন দরজার সামনে একজন সৈনিক ঘোড়া থেকে নেমে বল্লম হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান। অপরিচিত সৈনিক সালাম করেই বাড়ীতে প্রবেশ করতে উদ্দোত হচ্ছেন। ইমাম রাবি ধমক দিয়ে বলেন, আপনি কে ? কেন এবাড়ীতে প্রবেশ করছেন ? আপনার এখানে কি কাজ ? বল্লম হাতে সৈনিক বলেন ইহা আমার বাড়ী। আমার বাড়ীতে আমি প্রবেশ করছি তাতে তোমার কি ? আমার এ বাড়ীতে তোমার কি কাজ ? তুমি কেন আমার বাড়ীতে আছ ? এ রকমভাবে দুপক্ষের কথা বেড়ে যায়। লোকজন জমা হয়ে যায়। উপস্থিত ইমাম মালিক সৈনিককে নম্রভাবে বুঝাতে থাকেন, যদি আপনার আজকে আশ্রয় নেওয়ার দরকার হয় তবে সে কথা বলুন বা অন্য কোন জায়গায় আশ্রয় গ্রহন করুন। এ ভাবে একজন ইমামুল হাদীসের গৃহে কেন প্রবেশ করছেন ? আপনি একজন অপরিচিত লোক অন্য অপরিচিত বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা কি সঠিক হচ্ছে ? তখন সৈনিক আরও উচ্চস্বরে বলে উঠেন, তুমি কি বলছো ? ইহা আমার বাড়ী। আমার বাড়ীতেই তো প্রবেশ করছি। আমার নাম আব্দুর রলমান ফুরুখ। ইমাম রাবির আম্মাজান নাম শুনেই ভিতর থেকে লক্ষ্য করে চিনে নেন যে ঐ সৈনিকই তার স্বামী। তিনি নিজ পুত্রকে ডেকে বলেন, হে রাবি এ ব্যক্তিই তোমার পিতা। প্রথম পরিচয়ে পিতা পুত্র গলাগলি করে দুজনেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ছেলে বাবাকে দেখে নাই, বাবা আপন পুত্রকে চেনে না। সুযোগ্য পুত্র পিতার নিকট ক্ষমা নিয়ে পিতাকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন।

সাতাশ বৎসর পূর্বের কথা। জেহাদের ডাক পড়েছে। ইসলামের জন্য, কোরআন হাদীসের ইজ্জত রক্ষার জন্য, মুসলমানের জান মাল রক্ষার জন্য লড়াই। এ লড়াই এ মৃত্যু অমরত্ব লাভ। মহান আল্লাহ পাকের ফরমান, "তাদের মৃত্যু বলিও না যারা আল্লাহর রাস্তায় মারা যায় বরং তারা জীবিত তারা তাদের রবের নিকট তেকে রুজি পেয়ে থাকেন।" নবীপাকের মহানগরী মদিনাতুন্নবীর ইমানদার মুসলমান হয়রত আব্দুল রহমান ফারুক স্থির অবস্থায় বসে থাকতে পারলেন না। ঘরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্য কেউ নাই, স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। কিন্তু জেহাদের ডাক। আল্লাহর পথে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার ডাক। ঘর সংসার এবং একমাত্র আদরের স্ত্রীকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে বেরিয়ে পড়লেন জেহাদে। চলে গেলেন সুদূর খোরাসানে। লাগাতার সাতাশ বৎসর জেহাদে আর ঘরে ফেরা হয় নাই। আজ সাতাশ বৎসর পর ফিরে এসেছেন আপন গৃহে। নিজ সন্তান সম্ভবা স্ত্রী প্রসব করেছেন এক সুপুত্র। সেই পুত্র আজ জ্ঞান অর্জন করে হয়েচেন হাদীসের ইমাম, হয়েছেন বহু জ্ঞানী গুনী ইমাম ও আওলিয়াগনের উস্তাদ, হয়রত রাবিউর রায়ে।

পিতা পুত্রের প্রথম সাক্ষাতে দুজনেই আন্তরিক ভাবে আলোচনায় মশগুল হয়ে যান। দুজনেই আজ আনন্দে ভরপুর। বাক্যালাভের পর পুত্র আপন কর্মে গমন করেন। আব্দুর রহমান ফারুখ খাওয়া দাওয়া সমাপ্তে শান্ত হয়ে নিজ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি জেহাদে যাবার পূর্বে আমার গচ্ছিত ত্রিশ হাজার আশরাফী তোমাকে আমানত রেখে গিয়েছিলাম। আমার সেই ধন কোথায়? বুদ্ধিমতী রমনী উত্তরে বলেন, তুমি চিন্তিত হইও না, তোমার ধন আমি নষ্ট করি নাই।

ইহার মধ্যে শায়খুল হাদীস হয়রত কবিউর রায়ে মাসাজিদে নাবুবীতে উপস্থিত হয়ে হাদীসের শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছেন। জ্ঞানী-গুনী বহুব্যক্তি তাঁর সম্মুখে উপবেসন করে হাদীসের শিক্ষা গ্রহন করছেন। তাঁদের মধ্যে হয়রত ইমাম মালিক ও হয়রত হাসান বাসরী ও উপস্থিত থেকে শিক্ষা লাভ করছেন। সেই সময় নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে হয়রত আব্দুর রহমান ফারুখ মাসজিদে উপস্থিত হয়ে এই নুরানী জামায়াত ও জ্ঞানচর্চার সভা পরিদর্শনে মুগ্ধ হয়ে আগ্রহ সহকারে উপভোগ করতে থাকেন। ইমামুল হাদীস হয়রত রাবিউ উচুঁ টুপি পরিধান করে মাথা নীচু করে ছিলেন। তাঁকে চিনতে না পেরে আব্দুর রহমান উপস্থিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করেন এ মহান শায়খুল হাদীস কে ? তার পরিচয় কি ? উপস্থিত ব্যক্তিগন বলেন, আপনি জানেন না! তিনি আব্দুর রহমান ফারুক্কের পুত্র হয়রত রাবিউর রায়ে। আব্দুর রহমান তাঁর এবং তাঁর পুত্রের নাম শ্রবনে এবং নুরানী দৃশ্য দর্শনে অতীব আনন্দিত হলেন। মন মধ্যে এক বেহেস্তী সুখ লাভ করলেন। পুত্রের এই ইজ্জতে তাঁর এই খুশী, এ খুশী তিনি জীবনে লাভ করেন নাই। আল্লাহ পাকের দরবারে হাজার শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলেন, আলহামদু লিল্লাহ। খুশী মনে আনন্দিত চিত্তে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে নিজ ছেলের মর্যাদা ও সম্মান এবং মাসজিদের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করতে লাগলেন। বুদ্ধিমতী জ্ঞানী রমনী সেই সময় বলেন আপনার ছেলের এই মর্যাদা ও সম্মান আপনার নিকট বেশী না আপনার গচ্ছিত আশরফীর মূল্য ? মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ পাকের কসম লাখ আশরফীর চেয়েও এই সম্মান ও মর্যাদার মূল্য বেশী। এ জ্ঞান, এ মর্যাদা অক্ষয় যার ধ্বংস নাই। আল্লাহ পাক জ্ঞানী পুত্রের পিতার মস্তকে নুরের টুপি পরিধান করাবেন, যার জ্যোতি সূর্যের জ্যোতির চেয়েও উজ্জ্বল। ছেলের ইজ্জতে পিতার ইজ্জত। জ্ঞানীর মর্যাদা ইহকালে, পরকালে পৃথিবীর সব জাগায়। টাকা-পয়সা, ধন দৌলত শেষ হয় ধংস হয়, নষ্ট নয়, কিন্তু জ্ঞানের ধ্বংস নাই, শেষ নাই, চুরি হয় না। তা চীরকালীন উপকারী, চক্ষুদানকারী, বিপদে উদ্ধারকারী। বিবি সন্তুষ্ট চিত্তে আবেদন করেন। আপনার সেই গচ্ছিত ৩০ হাজার আশরফী আপনার সম্মানীত পুত্রের জ্ঞান অর্জনে খরচ করেছি। আপনার পুত্রের জ্ঞানই আপনার ধন।

জিন্দাদিল মুজাহিদ আশেকে নাবী দ্বীন ইসলামের খাদিম লাফিয়ে উঠে বলেন, খোদার কসম, তুমি আমার আশরফী নষ্ট করো নাই। আমার আশরাফীকে চিরন্তন, অমরত্ব দান করেছো। ইইকালে পরকালে আমার ও আমার পুত্রের সম্মান দান করেছো। আমি সন্তুষ্ট, আমি আনন্দিত। আমার মন খুশীতে ভরে দিয়েছো। তুমি ধন্যা। তুমি পূন্যময়ী, সম্মান বৃদ্ধি কারিনী রমনী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাঠকের কলমে

সুন্নীজগৎ পত্রিকাটি আমি পড়িলাম আমাকে খুব ভাল লাগিল। মুসলমান সমাজে এই পত্রিকাটির বিশেষ প্রযোজন আছে। কেন না মুসলমান সমাজ বিভিন্ন ফেরকাতে (দলে) না বুঝিতে পারিয়া চলিয়া যাইতেছে, যাহা সঠিক নহে। এই পত্রিকাটি পড়িলে মুসলমান সমাজ সঠিক পথ পাইবে। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় মাসয়ালা, মাসায়েল সম্পর্কে পত্রিকা খানি সব্বোৎকৃষ্ট। যদি ইসলাম ধর্মের সারমর্ম জানিতে চান, শারা শরিয়ত আইন কানুন জানিতে চান হালাল হারাম চিনিয়া সংসারে কাল যাপন করিতে চান, যদি মাসয়ালার স্থীর সিদ্ধান্ত জানিতে চান, যদি মাজহাবের তর্কের মীমাংসা ও ইমাম গনের মতের ঐক্যতা সমন্ধে যাবতীয় মাসয়ালার সঠিক তত্ত্ব বুঝিতে চান, তবে সুন্নীজগৎ পত্রিকাখানি পাঠ করুন। ইহাতে মুসলমান জাতির সাংসারিক, সামাজিক ব্যবহারিক, রাজনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সারমর্ম পাওয়া যাইবে। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া মাসয়ালা, মাসায়েল ও ধর্ম, কর্ম ও মুসলিম আইন বিচার পদ্ধতি শিক্ষাকরা একান্ত কর্ত্তব্য।

পবিত্র পত্রিকাখানি মুসলমান দিগের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে বলিয়া আশা করি -

ইতি

মোঃ আসাদুরজজামান B.Sc.

সাং - বদলমাটি পোঃ নশীপুর বালাগাছি

জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ

❀ ❀ ❀ ❀

মাননীয়

সম্পাদক মহাশয়,

সর্বাগ্রে জানাই বুকভরা ভালবাসা তার পরে সালাম, আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লা আমি মোঃ সাবের আলি ক্বাদরী আপনার সুন্নীজগৎ পত্রিকার আমি একজন পাঠক। আপনার ত্রৈমাসিক সুন্নীজগৎ পত্রিকাটি পড়ে অত্যান্ত আগ্রহী হয়ে আপনার পত্রিকার মাধ্যমে বিশেষ করে আহলে সুন্নাত জামায়াতের ইসলাম দরদী ভাইদের কাছে আমিও কিছু বলতে চাই। আলা হজরত ইমাম আহম্মদ রেজা সম্মর্কে কিছু জানতামনা। কিভাবে জেনেছি সংক্ষেপে একটু বলি। আমাদের গ্রামের পাশে একটি ছোট গ্রাম পুটখালি খাঁ পাড়া নামক একটি জায়গা আছে। এই গ্রামে হজরত সৈয়দ শাহ এনামূল হক আলক্বাদরী রহমাতুল্লাহী আলায়হি পবিত্র মাজার শরীফে প্রতি বৎসর ওর স শরীফ উদযাপিত হয়। পশ্চিম বাংলার তথা ভারতের স্বনামধন্য ওলামায়েকেরামগন উপস্থিত থাকেন। আমি পবিত্র ওরস পাকে জালসা শুনতে গিয়েছি। দেখি স্টেজের উপরে সুন্দর করে লেখা রয়েছে আপনি সুন্নী ? অথচ আলা হজরত ইমাম রেজা কে জানেন না আশ্চর্য। এই লেখাটি পড়ার পরে আমার মনের মধ্যে বহু প্রশ্ন তৈরী হল। এবং আলা হজরতকে জানার জন্য মনটা ছটফট করতে লাগল। মহফিল শুরু হবার পরে বহুওলামায়ে কেরামগন আলা হজরত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। যত শুনছি তত ভাল লাগছে। পরিশেষে আরওকিছু জানার জন্য আমার হুজুর কিবলা সৈয়দ মাসউদুর রহমান সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তারপরে হুজুর আমাকে আলা হজরত সম্পর্কে বহু কথা বলে সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন, আলা হজরত কে? তার পরিচয় কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিশেষে সামস্ত মুসলিম ভাইদের জানাইযে "সুন্নী জগৎ" পত্রিকা পাঠ করলে, ইসলাম সম্পর্কে সমস্ত বিষয়াদি জানতে পারবেন। আপনারা ঘরে ঘরে সুন্নী জগৎ পত্রিকা রাখুন। নিজে পড়ুন, অপরকে পড়ান।

ইতি

মোঃ সাবির আলি (জমাদার) ক্বাদরী

গ্রামঃ বলরামপুর (জমাদার পাড়া)

পোঃ মহেশতলা, জেলাঃ ২৪ পরগণা (দঃ)

থানাঃ বজবজ

❀ ❀ ❀ ❀

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি হযরত গাওসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলায়হির সুযোগ্য নায়েব ছিলেন।

বাল্যকালঃ- একবার আলা হয়রত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ওস্তাদ এর নিকট কোরআন শরীফ পড়তেছিলেন। তাঁর ওস্তাদে মোহতারাম একটি আয়াত জাবর দিয়ে পড়ছিলেন এবং ছাত্রদেরও জাবার দিয়া পড়াচ্ছিলেন কিন্তু আলা হয়রত বার বার জের দিয়া পড়তে ছিলেন। ওস্তাদের বলাতেও তিনি জের দিয়েই উচ্চারন করছিলেন। তাঁর মোহতারাম দাদা ইহা দশনে অন্য কোরআন শরীফ আনিয়ে দেখেন যে সেই কোরআন শরীফে ছাপার ভূলের জন্য জের এর স্থানে জাবার হয়ে গেছে। জের দিয়ে শব্দই ঠিক। তখন আলা হয়রত কে নিকটে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন "বেটা তুমি কেন ওস্তাদের কথামত পড়ছিলে না" । তিনি বলেন, "আমি আমি পড়ার জন্য চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল না। তাঁর দাদা তখন আদর করে মাথায় হাত দিয়ে দোওয়া করতে থাকেন।

ওস্তাদ মোহতারাম এরকম বহু ঘটনা পরিদশনে বলেন, শাহজাদা আপনি জিন না ইনসান?. তিনি উত্তরে বলেন আমি জিন বা ফরিস্তা নয় আমি ইনসান। আল্লাহ পাকের অসীম কদরতের ইহা প্রকাশ যে তাঁর ওলির মুখ দিয়ে যেন কোন ভূল শব্দ বাহির না হয়। কেননতা তাঁকে সুবিখ্যাত করে প্রকাশিত করবেন।

(চলবে)

বিরাট সিরাতুন নবী জালসা

স্থান ঃ আশরাফিয়া রেজবীয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গন মুন্সিপাড়া, নলহাটী, টি.এস, জেলা বীরভূম.

তাং ১৪ই চৈত্র (ইং ২৯শে মার্চ ২০০৩) রোজ শনিবার

সময় - সন্ধ্যা হতে সারারাত্রি ব্যাপী

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকছেন চার তারিকার পীরে কামেল, আফতাবে শরীয়ত, খান্দানে আলা হজরত, হজরাতুল আল্লাম আলহাজ মোহাম্মাদ তাওসিফ রেজাখান। সভাপতি অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়া তুল আওয়াম, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি.

❁ ❁ ❁ ❁

মুর্শিদাবাদ জেলার আকর্ষনীয় জালসা

আগামী ১৪ই ফাল্গুন ১৪০৯ (ইং ২৭শে ফেব্রয়ারী ২০০৩) রোজ বৃহস্পতিবার বিরাট বাৎসরিক জালসা উক্ত জালসায় পশ্চিম বঙ্গের আলোয়ান সৃষ্টিকারী ওলাযায়ে কেরামগন উপস্থিত থাকবেন।

স্থানঃ- নশীপুর ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা পোঃ নশীপুর বালাগাছি, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, পথ নির্দেশঃ- ভগবানগোলা আখেরীগঞ্জ লাইনের গাড়ী ধরে নশীপুর মাদ্রাসা।

❁ ❁ ❁ ❁

আগামী ২রা ফাল্গুন (ইং ১৫ ই ফেব্রয়ারী ২০০৩) রোজ শনিবার, কাশিয়াডাঙ্গা, দিঘীর পাহাড় রেজবীয়া মাদ্রাসায় বিরাট বাৎসরিক জালসা

পথ নির্দেশঃ- জঙ্গীপুর হতে লালগোলা রুটের যে কোন গাড়ী যোগে রামপুরা স্টপিজে নেমে ভ্যান ধরে মাদ্রাসা।

❁ ❁ ❁ ❁

আগামী ২৮শে ফাল্গুন (ইং ১৩ই মার্চ ২০০৩) রোজ বৃহস্পতিবার। সুলতানপুর, মালিপুর দারসে নেজামিয়া মাদ্রাসায় বাৎসরিক জালসা অনুষ্ঠিত হবে। পথ নির্দেশঃ- ভগবানগোলা হতে আখেরীগঞ্জ লাইনের যে কোন গাড়ী ধরে বাহাদুর পুর স্টপিজে নেমে ঘোড়ারগাড়ী অথবা ভ্যান যোগে সুলতানপুর মাদ্রাসা।

❁ ❁ ❁ ❁

মৌলানা মোঃ হেলালউদ্দিন রেজবী সাহেবের

গজলের বই প্রথম নিবেদন "গুলশানে মোস্তাফা"। পাঠক পাঠিকার চাহিদা মিটাতে দ্বিতীয় নিবেদন "গুলশানে খাজাও রাজা"

❁ ❁ ❁ ❁

pdf By Syed Mostafa Sakib

শারীয়তের দলিল চারটি

দুটি নয়

মুফ্‌তী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দদী

কোরআন মজীদের ফরমান ঃ--

হে ঈমানদার গন, নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রাসুলের এবং তাদেরই যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় অতিষ্ঠিত। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে তবে সেটাকে আল্লাহ ও রাসুলের সম্মুখে রুজু করো যদি আল্লাহ ও ক্বিয়া মতের ঈমান রাখো। এটা উত্তম এবং এর পরিনাম সবচেযে উৎকৃষ্ট। (সুরা নেসা, আয়াত ৫৯) (কানজুলঈমান বাংলা) রাসুলের আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্যের নামান্তর মাত্র। কেননা বোখারী ও মোসলীম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, সে ব্যাক্তি আমার আনুগত্য করেছে সে আল্লারে অনুগত্য করেছে। এ হাদীস শরীফেই আর ও বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যাক্তি শাসকের আনগত্য করেছে সে আমারই আনুগত) করেছে এবং যে ব্যাক্তি শাসকের আদেশ অমান্য করেছে সে আমাকে অমান্য করেছে। সুৎরাং ইহা হতে প্রমানিত হয় যে মুসলমান শাসকগণ এবং হাকিমগনের আনুগত্য করা অপরিহার্য্য, যতক্ষণ তারা ন্যায়ের অনুসরণ করেন। যদি তারা ন্যায়ের পরিপন্থী নির্দেশ দেন তবে তাদের আনুগত্য করা উচিত নয়।

উক্ত আয়াত থেকে আর ও প্রমানিত হয় যে শারীয়তের আহকাম (শরীয়তের বিধি-বিধান) তিন প্রকারের – যথা ১) যা সুসুষ্ট ভাবে কি তাব অর্থাৎ কোরআন থেকে প্রমানিত। ২) যা সুসুষ্টভাবে হাদীস থেকে প্রমানিত হয়। ৩) যা কোর আন ও হাদীসের দিকে কিয়াসের পদ্ধতিতে রুজু করার ফলে প্রমানিত হয়।

উলিল আমর (ক্ষমতায় অতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ) এর মধ্যে ইমাম, শাসক, বাদশাহ, হাকিম ও কাজী সবই অর্ন্তভূক্ত রয়েছেন। (তাফসির খযায়েনুল ইরফান) উক্ত আয়াতের ব্যাখায় তাফসীরে জালালাইন ৭৯ পৃঃ ১৭ ন নং হাশিয়াতে বর্ণিত হয়েছে উক্ত আয়াতে চার ফকিহ দলিলের প্রতি ইশারা করেছে। আতিউল্লহা থেকে পবিত্র কোরআনের, আতিউর রাসুল থেকে নবী পাকের সুন্নতের প্রতি, উলিল আমার মিনকুম থেকে ইজামার প্রতি, ফাইনতানাজাতুম থেকে কিয়াসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

আলকোরআনুল হাকিম (তরজমা ও তাফসির) এ ইসলামিক চিন্তাবিদ মহম্মদ আলী হাসান এই আয়াতের ব্যাখায় আলাচনা করেছেন ইসলামের মূলনীতি সম্বন্ধে সমগ্র কোরআন শরীফের মধ্যে এই আয়াত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আয়াতের প্রথ ম আদেশ – আল্লাহর অনুগত হওয়া। আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার পবিত্রবাণী কোরআন শরীফের আদেশ উপদেশ ও বিধি নিষেধ পালন করাই উহার সর্ব্ব-বদী সম্মত মর্ম্ম। দ্বিতীয় আদেশ - রাসুলুল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা। রাসুলে পাকের আদেশ-নিষেধ ও আদর্শের অনুসরণ করাই ইহার প্রকৃত অর্থ। তৃতীয় আদেশ– মুসলমান আদেশ দাতা অর্থাৎ দেশাধিপতি বাদশাহ ইমাম, মুজতাহিদ ও আলেমগনের আদেশ পালন করা। প্রকৃত পক্ষে ইহা আল্লাহর আদেশ পালন। করণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলয়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ প্রেরিত নাবী এবং ইমাম, মুজতাহিদ ও আলেমগণ রাসুলুল্লাহর উত্তরাধিকারী। সুৎরাং আল্লাহ ও রাসুলের কোরআন ও হাদীসের ন্যায় এমাম - মুজতাহিদ গনের ইজমা ও কিয়াসের অর্থাৎ তাদের সমবেত সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য বিধি ব্যবস্থা মান্য করা ও এই আয়াতের দ্বারা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া প্রমানিত হরিয়াছে। আধুনিক আহ্‌লে হাদীস বা মোহম্মদী নামধারী সম্প্রদায় কোরআন হাদীস ব্যতিত আর কিছুই গ্রাহ্য নহে বলিয়া যে অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবী করিয়া থাকেন এই আয়াত দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহে রূপে খন্ডিত হইয়া জ্বগদ্ব্যাপী চারি মযহাব ও ফেকাহ শাস্ত্র মান্য করার আবশ্যকতা সুদৃট ভাবে সমর্থিত হইয়াছে। সৎরাং আলোচ্য আয়তের শেষাংশের মর্ম্মানুসারে এমাম, মুজহাহিদ আলেম অথবা শাসন কর্তাগণ পবিত্র কোরআন হাদীসের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী যে সকল আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবেন তাহা পালন করা মুসলমানের

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবশ্য কর্তব্য। অবশ্য কেহ কোরআন হাদীসের নীতি ও আদর্শের বিরোধী কোন আদেশ নিষেধ জারী করিলে মুসলমানগণ তাহা পালন করিতে বাধ্য হইবেনা। পবিত্র কোরআন অনন্ত জ্ঞানের মহা সমুদ্র এবং হাদীস মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের পূর্ণ আদর্শ। কোরআন ও হাদীসে উহার একাধিক উজ্জ্বল প্রমাণ রহিয়াছে। সৎরাং ধর্ম জগতে কোরআন ও হাদীসের পূর্ণতা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া যাহারা বলিতে চান যে, কোনআন হাদীস ব্যতিত মানবের আর কিছুই আবশ্যক নাই এবং জগতের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান, বিচার-মিমাংসা, বিধি-ব্যবস্থা কোরাআন হাদীসেই বিদ্যমান আছে, তাহারা অন্ধ বিশ্বাসী অজ্ঞ অথবা জ্ঞানহীন ভ্রান্ত। প্রকৃত কথা এই যে পবিত্র কোরআন হাদীসে জগতের যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান ও মূলনীতি বিদ্যমান আছে। ত্রমাম, মুজতাহিদগণ ঐ মূলনীতি অবলম্বনে যাবতীয় আবশ্যক বিষয়ের বিচার মিমাংসা ও বিধি ব্যবস্থা স্থিরীকৃত করিয়া থাকেন। ঐ বিচার মিমাংসা এবং বিধি ব্যবস্থা সমুহই ফেকাহ শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাস ব্যাতি ত যেরূপ পবিত্র কোরআনের বহু স্থানের মর্ম অবগত হওয়া সম্ভব পর নহে, সেইরূপ ফেকাহর সাহায্য ব্যতিত কোরআন হাদীসের পূর্ণ মর্ম এবং ইসলামের নীতি ও শিক্ষা অবগত হওয়া ও সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই জন্যই পরবর্ত্তী যুগে বিশিষ্ট এমাম-মুজতাহিদগণের অনুসরণ, মযহাব অবলম্বন এবং ইজমা ও কেয়াস অর্থাৎ ফেকাহ শাস্ত্র পরিগ্রহণ আবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। — তফসীরে হক্কানী

শায়খ হযরত আহমদ বিন মহম্মদ সাবী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন উক্ত আয়াতে চার ফেকাহ এর দলিলের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আতিউল্লাহ হতে পবিত্র কোরআনের, আতিউর রাসুল হতে নাবী পাকের সুন্নাতের প্রতি, উলিল আমরে মিনকুম হতে ইজমার প্রতি, ফাইনতাজাতুম হতে কিয়ামের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। উলিল আমরের মধ্যে খোলা ফায়ে রাশেদীন, এমাম মুজতাহিদ, কাজী,' হাকিম সবই অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। (তাফসীরে সাবী ১ম খন্ড সুরা নেসা, পৃঃ ২১২)

ওসুলশ্‌শাশী নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিশ্চয় ওসুলে ফেকাহ (ইসলাম ধর্মের মূলনীতি সমূহ) অর্থাৎ শারীয়তের দলিল চারটি। যথা — (১) কোরআন শরীফ (২) হাদীস শরীফ (৩) ইজমায়ে উম্মাত (৪) কিয়াস।

নিশ্চয় শারীয়তের দলিল চারটি। যথা — (১) কোরআন শরীফ (২) হাদীস শরীফ (৩) ইজমাউল উম্মাত (৪) কিয়াস। আল হোসসামী, ৫ পৃঃ

নুরুল আনওয়ার ৭-৮ পৃঃ বর্ণিত হয়েছে যে শারীয়তের দলিল চারটি যথা — (১) কোরআন শরীফ (২) হাদীস শরীফ (৩) ইজমাউল উম্মাত এবং কিয়াস।

এশিয়া মহাদেশের মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সীর ও ফেকাহ শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ হাকিমুল উম্মত হযরত আহমদ ইয়ার খান নায়িমী রাহ মাতুল্লাহি আলায়হি আলেড়ন সৃষ্টি কারী জায়াল হক নামক গ্রন্থে একাধিক দলিল দ্বারা প্রমান করেছেন যে শারীয়তের দলিল হল চারটি। যেমন —(১) কোরআন শরীফ (২) সুন্নাতে রাসুল অর্থাৎ হাদীস শরীফ (৩) ইজমাউল উম্মাত (৪) কিয়াস। (১৩ হতে ৩৫ পৃঃ পর্যন্ত)

প্রশ্ন ঃ— পথ প্রর্শকের জন্য কোরআন - হাদীস ই যথেষ্ট ফিকাহ বা ইমাম, মুজতাহিদ গনের কি প্রয়োজন

উত্তর ঃ— পথ প্রদর্শকের জন্য নিঃসন্দেহে কোরআন ও হাদীসই যথেষ্ট এবং ইহার মধ্যে সমস্ত কিছুই রয়েছে। কিন্তু কোরআন হাদীস জানা, বুঝা তা হতে মাসায়েল বের করার পূর্ণ জ্ঞান সকলের নাই, সমুদ্রে মতি আছে কিন্তু তা হতে মতি বের করা অভিক্ষ ডুবুরী ছাড়া সম্ভব নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে সব কিছু লিখিত তবু চিকিৎসার জন্য চিকি ৎসকের নিকট যেতে হয় এবং প্রেসক্রিপসন করাতে হয়। ইমাম, মুজতাহিদ গণ শারীয়তের চিকিৎসক। কোরুআন শরীফ মুখস্থ করা সহজ কিন্তু তা হতে মাস্‌য়ালা বের করা সহজ সাধ্য নয়। যদি মাসয়ালাবের করা সহজ হত তাহলে হাদীস শরীফের কি প্রয়োজন ছিল ? কোরআন শরীফে সমস্ত কিছুই আছে এবং তা সহজ ভাবে তা হলে কোরআন শরীফ শিখাবার জন্য নবী পাকের আগমনের কি প্রয়োজন ছিল ? তিনি তো এসেছিলেন মানুষকে কোরআন, হিকমত বা বিশেষজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এতএব বুঝাগেল কোরআন হাদীস রুহানী ঔষধ আর ইমাম, মুজতাহিদগণ (অর্থাৎ ফেকাহ শাস্ত্র বিদগণ) রুহানী চিকিৎসক। কোরআন শরীফ ওহাদীস

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীফ এবং উম্মতগণের কর্ম ও মুফাস্ সীর গনের কার্য্য ও কথার দ্বারা ইমাম ও মুজতাহিদ গনের তাকলিদ (অনুসরণ বা অনুকরণ) করা ওয়াজিব প্রমানিত হয়েছে। সংকলন -- জায়াল হক।

আল্লামা শামসুদ্দিন সুন্নী হানাফী জোনপুরী তাঁর কানুনে শারীয়ত নামক পুস্তকে আলোচনা করেছেন যে তাকলিদ অর্থাৎ চার ইমামের মধ্যে কারও তরিকা অনুসারে শারীয়তের হুকুম গুলো পালন করা যেমন ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ী অথবা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এর মত অনুসারে নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত প্রভৃতি আদায় করা। যে কোন একজন ইমামের অনুসরণ ওয়াজীব. ইহাকে তাকলিদে শাখ্সী বলে। এই ইমামগণ নিজ মন গড়া কোন মত ও পথ প্রকাশ করেন নাই বরং কোরআন ও হাদীসের অর্থ ও জটিলতাকে পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ আলেমগণ বুঝতে পারেন। সৎরাং উক্ত ইমাম, মুজতাহিদগণের অনুসরণ বা অনুকরণ প্রকৃত পক্ষে কোরআন ও হাদীসেরই অনুসরণ ও অনুকরণ। কানুনে শারীয়ত ১ম খন্ড, ৩৩-৩৪ পৃঃ

ইজতিহাদ কাকে বলে ঃ—

ইসলামী ফেকাহের পরিভাষাতে কোরআন, হাদীস ও ইজমার প্রতি কিয়াস করে শারীয়াতের মাসায়েল বের করাকে ইজতিহাদ বলা হয়। (ফিরোজী লোগাত)

ইজমা ঃ- কোন ইসলামী বিষয়ে অধিকাংশ বিজ্ঞ মুসলিম আলেমগনের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকেই ইজমা বলে।

মুজ্তাহিদ ঃ- যে ব্যাক্তি কোরআন ও হাদীসের সমস্ত অর্থ ও রহস্যের জ্ঞানী এবং কোরআন ও হাদীসের ভাষার প্রয়োগ বিশেষত্বের অভিক্ষ এবং মাসায়েল কোরআন ও হাদীসের আলোকে বের করার অভিজ্ঞতা রাখেন তিনি মজতাহিদ। (তারীফাত হতে)

কিয়াস ঃ- কিয়াস শব্দের অভিধানিক অর্থ অনুমান কার। ইসলাম ধর্ম শাস্ত্রবিদগণ কোরআন, হাদীস ও ইজমার ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা জটিল ও সুক্ষ বিষয় সমূহের ফয়সালা করাকে কিয়াস বলে।

কিয়াস করার জন্য শর্ত হল কিয়াস কারীকে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে। প্রত্যেকের কিয়স বিশ্বাস যোগ্য ও গ্রহণ যোগ্য নয়। কিয়াস প্রকৃত শারীয়াতের হুকুম ও নির্দেশ প্রকাশ কারী, নিজেই দৃঢ় হুকুমের প্রতিষ্ঠিত কারী নয়। অর্থাৎ মূল কোরআন ও হাদীসের ই হুকুম কিয়াস দ্বারা তা প্রকাস করেন। মূল কোরআন ও হাদীস ব্যতিত মনগড়া নির্দেশ কিয়াস হয় না। কিয়াসের প্রমান কোরআন, হাদীস ও সাহাবাগনের কর্ম হতে প্রমানিত। (সংকলন — জায়াল হক)

হাদীসের আলোকে কিয়াস ঃ- হযরত মুয়াজ ইবনো জাবাল হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁকে হাকিম ও কাজী করে ইয়ামান প্রেরণ করেন তখন নাবী পাক জিজ্ঞাসা করেন কোন ফায়সালার সুম্মুখীন হও তাহলে কেমন করে ফায়সালা করবে উত্তরে তিনি বলেন আল্লাহর কিতাব কোরআন শরীফ হতে। হুজুর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন কোরআন শরীফে যদি না পাও ? উত্তরে তিনি বলেন সুন্নত অর্থব্য হাদীস শরীফ হতে । নবী পাক আবার জিজ্ঞাসা করেন, যদি হাদীস শরীফে নাপাও ? তিনি উত্তর প্রদান করেন, নিজ রায় অর্থব্য কিয়াস দ্বারা ফয়সালা করব সংর্কীনতা করব না। (মিশ্কাত শরীফ ৩২৪ পৃঃ)

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় এশিয়া মহাদেশের সুবিখ্যাত হাদীস শাস্ত্র বিদ ইসলামিক দার্শনিক হযরত আল্লামা আহমদ ইয়ার খান নায়িমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন ইসলাম ধর্মের মূল নীতি সমূহ চারটি । যথা (১) কোরআন শরীফ (২) হাদীস শরীফ (৩) ইজমাউল উম্মাত (৪) কিয়াস। যার প্রমাণ কোরআন শরীফে ও বিদ্যমান। (মিরাতুল মানজিহ ৫ম খন্ড ৩৮০ পৃঃ) উপরি উক্ত হাদীস শরীফ হতে কিয়াস সুদৃঢ় ভাবে প্রমানিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনে ইজমা হতে পারে না। তার জন্য ইজমার বর্ণনা মুয়াজ রাদিয়াল্লহু আনহু করেন নাই। সাহাবায়ে কেরামগণ অনেক আদেশ কিয়াস হতে দিয়েছেন। যারা বলেন ইজমা ও কিয়াসের কি প্রয়োজন , কোরআন ও হাদীসই যথেষ্ট। তারা ভ্রমের মধ্যে পতিত. কেন্না ইজমা ও কিয়াস এর মূল কোরআন ও হাদীসই। ইজমা ও কিয়াসের অনুসরণ প্রাকারন্তরে কোরআন হাদীসেরই অনুসরণ। ইজমা, কিয়াসের দ্বারা তা শারীয়াতে প্রকাশিত। নিজমনগড়া কোন নীতি নির্দেশ নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবশেষে কিয়স অস্বীকার কারীদের জিজ্ঞাসা করি যে সমস্ত বস্তুর ব্যাখ্যা কোরআন হাদীসে পাওয়া যায় না অথবা হাদীসের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় সে স্থানে কি করবে উদাহারন স্বরূপ যেমন এরো প্লেনে নামাজ পড়া কি ? এমনই যদি কেউ জুম্মার প্রথম রাকায়াতে জামায়তে থাকে দ্বিতীয় রাকায়াতে জামায়ত হতে চলে যায় তবে তারা জোহর পড়বে না জুম্মা ?

এধরনের অন্যান্য কিয়াসী মানায়েল এর উত্তর কি হবে ? এই জন্যই অতি উত্তম হচ্ছে কোন ইমাম বা মুজতাহিদদের দামান ধরে নেওয়া। (জায়াল হক)

পৃথিবীর সমস্ত মুফাস্সির মহাদ্দিস, ফাকিহ, গাওস, কুতুব আওলিয়া কেরাম শারীয়াতের দলিল চারটি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁহারা সকলেই নেক বান্দা এবং মুকাল্লিদ ছিলেন । যাদের মতবাদ শারীয়াতের দালিল দুটি তাদের মতবাদ ভ্রান্ত। আড়লে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মত পথ মান্যকারীদের অবশ্য কর্তব্য ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার কারীদের নিকট হতে বেঁচে থাকা।

পাণি, সুন্নাতে নববী ও আধুনিক বিজ্ঞান

মাওলানা মোঃ আলমগীর হোসাইন

পাণির অপর নাম জীবন । যা জীবনের প্রতি মুহুর্তে প্রয়োজন। পাণি ব্যতিত জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব। ইহা আল্লাহ পাকের এক বিশেষ নিয়ামত। বাতাসের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রনে ইহা গঠিত হয়েছে।

জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার্ধে পাণি অবশ্যই পান করতে হয় । কিন্তু পাণি পান করার ব্যাপারে বিশ্বনবীর ফরমান, তোমরা পানি ধীরে ধীরে পান কর। ঢক ঢক্ করে পান করিও না। (মদারেজুন নাবুয়াত পৃঃ ৭৭৮)

A Desert Incident :-

একজন কৃষকের ঘটনা, সে বর্ননা করেছে, আমরা দুই বন্ধু প্রচন্ড গরমের সময় মাঠে খেলা করছিলাম। হঠাৎ করে আমরা পিপাসার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পানির সন্ধানে এখানে সেখানে খোজা খুজি করে না পেয়ে একটি বাড়ীতে প্রবেশ করে পানি চাইলাম। এক বেযোর্গ ব্যক্তি আমাদের মাটির পাত্রে পানি দিলেন কিন্তু পানিতে ভুসি মিশিয়ে দিলেন। তার জন্য আমরা খুব ধীরে ধীরে ছোট ছোট ঢোকে পানি পান করলাম। তারপর পানিতে ভুসি মিশাবার কারন জিজ্ঞাসা করলাম। তার উত্তরে তিনি বললেন। আমি যদি তোমাদের পরিস্কার পানি দিতাম তাহলে তোমরা পিপাসার তাড়নায় একই নিঃশ্বাসে সব পানি পান করতে, তাতে তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে অথবা মারাও যেতে। উল্লিখিত বর্ণনায় ইহা পরিষ্কার হয় সে পানি ধীরে ধীরে পান করায় উত্তম, সুন্নাতে রাসুল ও তৃপ্তিদায়ক।

To watch the water before drinking :-

পানি দেখে পান করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। তিনি বলেছেন যে তোমরা পানি দেখে পান কর। কারণ তাতে যদি ক্ষতিকারক জীবানু তাকে এবং তা ভিতরে চলে যায় তাহলে সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। খবরে প্রকাশ যে একজন উচ্চ-পদস্থ আর্মি অফিসার একটি সাদা পরিস্কার পাতলা কাপড় সঙ্গে রাখতেন। যখন পানি পান করতেন তখন সাদা কাপড়টি পাত্রের মুখে রেখে পান করতেন যাতে পানির কোন ক্ষতি কারক জীবানু ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

To drink water in sitting position :-

পানি বসে পান করা নাবী পাকের সুন্নাত। মুসলীম শরীফের মধ্যে হযরত আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমরা কেউ দাঁড়িয়ে পানি পান করবে না, ভুল ক্রমে পান করলে মুখ হতে বের করে দিবে। ইমাম আহমদ রাদিয়াল্লাহু আন্হু হযর ত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে পানি পান করতেছিল, তিনি বললেন, বমি করে দাও। সে ব্যক্তি বলল কেন ? তিনি বললেন, তোমার কি ভাল লাগে বিড়ালের সঙ্গে পানি পান করতে। সে বলল, না। তিনি বললেন যে দাঁড়িয়ে পানি পান করা বিড়ালের পানি পান করার চেয়েও অতি নিকৃষ্ট।

বোখারী ও মুসলীম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, আমি একদা রাসুল পাকের দরবারে আবে জমজমের বালতি নিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে সেই জমজমের পানি পান করলেন। দ্বিতীয় হাদীস হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ওযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছি। উল্লিখিত দু রকম পানি খাস ও উত্তম পানি। আবে জমজম হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালামের কদম মোবারকের স্পর্শের পানি। তাঁর স্মরনীয় ঐতিহাসিক নিদর্শনকে চিরন্তন রাখার জন্য জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে হয়। দ্বিতীয় অযুর অবশিষ্ট পানি। হাদীস শরীফে আছে যে জান্নাতের চাবি নামাজ এবং নামাজের চাবিঅযু । তারই সম্মনার্ধে অযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত । এই দুই প্রকার পানি ব্যতিত সমস্ত রকমের পানি বসে পান করা সুন্নত।

দাঁড়িয়ে পানি পান করলে Stomach (পাকস্থলী) ও liver এ রকম অসুখের সৃষ্টি হয় যার চিকিৎসা চিকিৎসকের জ্ঞানের বাইরে। (মাদরেজনু নাবুরাত- ৭৮২ পৃঃ)

To drink water in three Breathes :-

তিন নিশ্বাসে পানি পান করা রাসুলুল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এবং সুন্নত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা অতি তৃপ্তিদায়ক ও পছন্দনীয়া পানি পান করার সময় প্রতি নিঃশ্বাসে পাত্র হতে মুখ সরিয়ে নেওয়া এবং পানির পাত্রে ফুৎকার না দেওয়া উচিত। পানি পান করতে প্রতিবারেই বিসমিল্লাহ বলে আরম্ভ করতে হবে।

পানি তিন নিঃশ্বাসে পান না করে এক নিঃশ্বাসে তাড়াতাড়ি পান করলে নিম্নলিখিত অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। (১) শ্বাসনালীতে পানি প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে যায় যাতে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। (২) যার প্রতিক্রিয়া ব্রেণের স্তর এ এসে পড়ে কারণ পানির বিন্দুর সঙ্গে ব্রেনের নিগুড় সম্পর্ক রয়েছে। (৩) পেটে তাড়াতাড়ি পানি প্রবেশ করলে পেটের ভিতর পরিবর্তন ঘটে। আর সেই পরিবর্তন যদি উর্দ্ধ স্তরে হয় তাহলে লিভার খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা যদি বাম দিকে হয় তাহলে প্লীহার ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা । যদি নিচের দিকে হয় তাহলে নাড়ী ভূড়ির্ পর চাপ পড়ে। (সুন্নতে নাববী ও জাদিদ সায়িন্স)

পানি মহাঔষধ ঃ- পানির দ্বারা নিম্মলিখিত রোগের চিকি ৎসা চিকিৎসকগণ করে থাকেন। (১) মাথা ব্যাথা (২) ব্লাড প্রেসার (৩) অজ্ঞান হওয়া (৪) (টি.বি.) (৫) ব্লাড কোলিস্ট্রল (৬) কফ (৭) কাশি (৮) হাট (৯) চোখের অসুখ (১০) গ্যাস (১১) ডায়াবেটিস (১২) চোখের অসুখ (১৩) মাসিক ও রক্তস্রাব (১৪) জরায়ুর ক্যানসার (১৫) নাক ও গলার অষুখ ইত্যাদি।

পানির ব্যবহার বিধি ঃ- প্রত্যহ মুখ না ধুয়ে প্রায় ১২৫০ মি.লি. (বড় গ্লাসের চার গ্লাস) পানি পান করবে। তবে দাঁতন বা ব্রাস অথবা কুলি করতে পারে। তারপর ৪৫ মিনিট কিছুই খাবে না।

এই ভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করার পর প্রতি খাবারের ২ ঘন্টা পর পানি পান করবে। প্রথম প্রথম চার গ্লাস পানি পান করতে না পারলে ১ - ২ - ৩ গ্লাস করতে করতে ৪ গ্লাস পূর্ণ করবে। চার গ্লাস এক সঙ্গে পানি পান করলে প্রথম প্রথম প্রসাব বেশী হবে পরে তা ঠিক হয়ে যাবে। আর রাত্রি বেলা শুবার ৩০ মিনিট পূর্বে কোন খাবার খাবে না। এ ভাবে অভ্যাস করলে অনেক অসুখ হতে আরাম পাওয়া যাবে।

(সুন্নী জানত্রী (২০০৩)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন ৩য় খন্ড — প্রসঙ্গে

এম.এম.এ., আলী আল মোজাদ্দেদী

সকল প্রশংসা সেই মহান প্রভু মহা গৌরাবার্ন্বিত আল্লাহ্ জাত পাকের, এবং শত সহস্র বার দরুদ ও সালাম সরওয়ারে কায়েনাত মোহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ এবং তাঁর সহচর ও আল আওলাদগনের প্রতি।

অতঃপর মনোনিবেশ করি - অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন ৩য় খন্ডের প্রতি আমাদের একজন ভক্ত মুরীদ, জনাব মুহাম্মাদ আজিজুল হক কাসেমী প্রণীত অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন ৩য খন্ড পুস্তকটি পাঠ করে দেখার জন্য আমার হস্তে দেন। পুস্তকটির আদ্যপান্ত পাঠে বড়ই বিস্মিত হলাম। পুস্তকটিতে মাওঃ রশীদ আহমাদ পন্থী দেওবন্দী কাসেমী আলেমদের বিপক্ষে লিখিত আলেম ওলামাদের বক্তব্য, দলিলাদির ও কিতাব পত্রের লিখনীার কায়দা কসরতের দ্বারা ভূল প্রদর্শণ করে নিজদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিষয়ে মন্দ আকায়েদ ও বেআদবীকে উত্তম ও ন্যায় রূপে প্রমাণ করতে তাবড় তাবড় মাশহুর কেতাব ও আলেম উলামাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য যে জনাব কাসেমী সাহেব যে কায়দা কসরতেই কিস্তিমাৎ করতে চেয়েছেন তাতে উল্লিখিত প্রতি বিষয়ে প্রতি ক্ষেত্রেই বাজিমাৎ করার ফাঁক প্রতি পক্ষদের জন্য থেকে গিয়েছে যা তিনি পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ পান নাই।

তিনি লিখিত পুস্তকের ১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আল্লাহ্ রাসুল ব্যতীত ভূলের উর্দ্ধে কেহ-ই-নাই। আর তারউক্ত পুস্তকের শুরুহতে শেষ পর্যন্ত পাঠে প্রমানিত হয় তার ও ভূল বলে কিছু নাই। তিনি ও আল্লাহ-রাসুল এর ন্যায় ভূলের উর্দ্ধে। তাই তিনি মরহুম মাওলানা রূহুল আমিন সাহেবের বেশ কিছু কেতাবের ভূল ধরেছেন। কোন লেখকের বানানে ভূল, কারো কিতাবের নাম লেখায় ভূল, কারো কিতাবের শুদ্ধ নাম লেখায় ভূল, বিশ্ববিখ্যাত আল্লামা শামীর ভুল আরও কত কি ভূল ধরেছেন। এমন কি নিজ নাক কেটে অপরের যাত্রা নষ্ট করা, প্রবাদ বাক্যের অনুসরণে নিজদের নাক কেটে দেওবন্দ মাদ্রাসার হেড় মোদাররিস শাইখুল হাদিস হুসাইন আহমাদ মাদানীর ভুল ধরে তাকে বোকা বেকুব বানাতে জনাব কাসেমী সাহেবের দ্বিধা সংকোচ হয় নাই বিবেকেও বাধে নাই, প্রতি পক্ষদের ওহাবী প্রতিরোধের পক্ষ বন্ধ করতে। না জানি কিনা তিনি লিখতে পারেন তার কিভাবে। তার দৃষ্টি পথে শুধু অপরের ভুল নজরে পড়ে। তার নিকট নিজ অন্যায় অন্যায় নয়। অপরে যা করে তাই অন্যায়। নিজ ভুল, ভুল নয়। অপরে যা করে তাই ভুল।

রশীদ পন্থী ওহাবী দেওবন্দী কাসেমীরা সর্ব বিষয়ে শিরকের গন্ধ পেয়ে থাকেন। ওমুক বিষয় আল্লাহ রাসুল জানেন, ওমুক কথা আল্লাহ রাসুল ভালো বোঝেন ইত্য প্রকার কথা বার্তায় তারা শির্ক সাবিত করেন। আর উচল্লিখিত পুস্তকের ১৯১ পৃষ্ঠায় জনাব কাসেমী সাহেব লিখেছেন, আল্লাহ-রাসুল ব্যতিত ভুলের উর্দ্ধে কেহ-ই নাই। এই কথার ব্যাখ্যা দাড়ায় ভুল না হওয়া বিষয়ে আল্লাহ এবং রাসুল সমকক্ষ। এতে কি জনাব কাসেমী সাহেবের শির্ক সাবিত হয় নাই।

বাংলায় তিনি যে বানানে নিজ নাম লিখেছেন উহা কি আরবী হরফ অনুযায়ী শুদ্ধ বানান ? আরবী যে হরফের বাংলা প্রতি হরফ অন্তসয এবং জিম হরফের বাংলা প্রতি হরফ বর্গীয় জা। কাজেই কাসেমী সাহেবের নাম বাংলা হরুফে হতে হয় মুহাম্মাদ আযিযল হক কাসেমী। নিজের দিকে চায় না বেটী , পরকে বলে ডোবাগালী। গ্রাম্য প্রবাদ বাক্যের ন্যায় দশা কাসেমী সাহেবের। তার ন্যায় হামচুনী দিগার নিস্ত্ আলেমের এভিডেভিট করে তার নিজ নামের অশুদ্ধ বানানের সংশোধন করা উচিৎ ছিল।

জনাব কাসেমী সাহেব উল্লিখিত তার পুস্তকের ১০০ পৃঃ ১০১ পৃষ্ঠায় শাইখুল হাদিস হুসাইন আহমাদ মাদনীর লিখিত পুস্তকের নাম লিখেছেন শেহাবে সাকেব। উক্ত পুস্তকটি বিভিন্ন কুতুবখানা হতে মুদ্রিত হয়েছে। কোন মুদ্রনেই শেহাবে সাকেব লিখা হয় নাই লিখা আছে আশ - শেহাবুস সাকেব বা আশ - শিহাবুস সাকিব।

জনাব কাসেমী সাহেবের ছাড় ছোড় দিয়ে কিতাবের নাম লিখা ইচ্ছাকৃত, না পান্ডিত্য প্রদর্শন। কেতাবের নাম বৃহৎ হলে আরবী কেতাবের নাম লিখার ধারায় প্রথমাংশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

লিখতে দেখা যায়, উক্ত কিতাবের নামটি কি বৃহৎ তাই ছাড় ছোড় দিয়ে পন্ডিত প্রবর লিখেছেন। কিতাবের নাম লেখক যে ভাবে লিখবেন, তার উদ্ধৃতি দিতে সেই ভাবে লিখা উদ্ধৃতির নিয়ম। তিনি এ বিষয়ে ডোন্ট কোয়ার, বে পরওয়া যেহেতু তাদের ভুল, ভুল নয়।

জনাব কাসেমী সাহেব উল্লিখিত তার পুস্তকের ২-৩ পৃঃ পর্যন্ত ইঃ আঃ রেজা পত্রিকা ৪-৬ সংখ্যা ৪৫ পৃষ্টা হতে জনাব ছামদানী সাহেবের লেখার উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, তাতে ছামদানী সাহেব নাকি লিখেছেন, শেইখ আহমাদ সেরহিন্দী আলাইহির রাহমাতের সুযোগ্য সাহেব জাদা মাওলানা শাহ আবুল খায়ের আলাইহির রাহমাত ইলাহী বখশ সাহেবের বাড়ীতে উপস্তিত ছিলেন। নামাজ পর্যন্ত পড়িতেদেন নাই। ইঃ আঃ বেজা পত্রিকা ৪-৬ সংখ্যা ৪৫ পৃঃ।

মুফতী গোলাম ছামদানী সাহেব হঃ শাহ আবুল খায়ের কে মোজাদ্দিদ সাহেবের সাহেব জাদা বলে লিখে কত বড় ধোঁকা বাজী করেছেন বা মিথ্যা বলেছেন, প্রমাণ করতে কাসেমী সাহেব জনাব মাওঃথানবী সাহেবের জন্ম সন উক্ত পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে কিস্তিমাৎ করতে চেয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে মোজাদ্দিদ সাহেবের সাহেব জাদার সাথে থানবী সাহেবের সাক্ষাৎ হতেই পারেনা। কেননা থানবী সাহেবের জন্ম ১২ই রবিউল আওয়াল ২৮০ হিজরী মোতাবিক ২৪শে আগষ্ট ৮৬৩ পৃঃ।

জানাব কাসেমী সাহেবের লিখা অনুযায়ী মোজাদ্দিদ সাহেবের জন্মের পূর্বে থানবীর জন্ম দাঁড়ায়। কত বড় ফেরেব করেছেন কাসেমী সাহেব। আর যদি বলেন এটা ফেরেব নয় প্রিন্টিং মিসটেক, তাহলে পুস্তক শেষে শুদ্ধি পত্রে ঐ ৪ পৃষ্টার আর একটি ভুল সংশোধন করলেন অথচ থানবীর জন্ম সনের সংশোদন না করার কারণ কি ? কাজেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও উহার মধ্যে ফেরেব আছে। আর যদি কাসেমী সাহেবের ফেরেব না হয় তাহলে ছামদানীর একটা ভুল দেখিয়ে উক্ত পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায়, " অতএব পাঠকগণ গোলাম ছামদানীর ধোকাবাজি প্রত্যক্ষ করুণ।" বলা কত বড় ধৃষ্টতা। জনাব আজিজুল হক সাহেব তার কিতাব গুলিতে তাদের বিপক্ষদের লিখাগুলি লিখনীর কায়দা কসরতের দ্বারা ভুল মিথ্যা সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে প্রতিপক্ষগণকে মিথ্যাবাদী ধোঁকাবাজ, ধাপ্পাবাজ আখ্যায় আখ্যায়িত করার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিৎ।

দ্বিতীয়ত ঃ— হজরত শাহ আবুল খায়ের ও থানবী সাহেবের সাক্ষাতের স্থান বিষয়ে মত পার্থক্য দেখিয়ে ছামদানী ও বেরেলী পন্থীদের কে তিনি মিথ্যা বাদী সাজিয়েছেন। এ স্থানে উল্লেখ যোগ্য সে, বাজমে খায়ের এর ১১ পৃষ্ঠা মাকামাতে খায়ের এর ২৪২ পৃঃ হতে সুন্নী দেওবন্দী ইকতেলাফাত কা মুনসি ফানা জায়েজাহ এর লেখক উপরোক্ত মোলাকাত ও ঘটনার উল্লেখ করেছেন, আর মুফতী গোলাম ছামদানী সাহেব সুন্নী — জায়েজাহ এর ১১৮ পৃঃ হতে উল্লিখিত পত্রিকায় উদ্ধৃত করেছেন।

উক্ত হজরত ও থানবীর মোলাকাতের ও ঘটনার স্থান ছামদানী ইলাহী বখশ এর বাড়ী উল্লেখ করেছেন, আর কাসেমী সাহেব বাংলা মাকামাতে খায়ের এর ১৮৮ - ১৮৯ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন।

উপরোক্ত মোলাকাত মীরাট শহরের লাল কুরতী মহল্লায় ওয়াহিদুদ্দীন ও শেক বাশীরুদ্দীন সাহেবের কুঠী অর্থাৎ বাংলাতে হয়েছিল।

উভয় উদ্ধৃতিতে মোলকাত স্থানের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু মুল বিষয় হিফজুল ঈমান পুস্তক জনাব থানবী সাহেবের ইলমে গায়েব বিষয়ক আলোচনা এবং হঃ শাহ আবুল খায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর থানবী সাহেবের প্রতি কটাক্ষপাত, " ইহাই কি দ্বীনের খিদমাত" উভয় উদ্ধৃতিতে কোন পার্থক্য নাই।

ইতিহাসে বহু বিষয়ে স্থান কাল ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে মত পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু মত পার্থক্যের কারণে মূল বিষয়টি বাতিল হয়ে যায় না। মুফতী গোলম ছামদানী উল্লিখিত ও বাংলা মাকামাতে খায়ের এ উল্লিখিত হজরতের ও থানবীর মোলাকাতের স্থান নিয়ে মত পার্থক্য হলেও মূল বিষয় হিফজুল ঈমানের কথা এবং হঃ শাহ আবুল খায়ের রহমাতুল্লাহি আলায়হি থানবী-সাহেব কে ভদ্র ভাষায় সে ধিককার দিয়েছিলেন তাই লক্ষনীয় ও বিচার বিবেচনার কথা।

তৃতীয়ত ঃ- কাসেমী সাহেব উল্লিখিত তার পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন পিতার প্রশংসায় পুত্রের লেখা বইয়ের গুরত্ব কতখানি সহজেই অনুমেয়— প্রতি পক্ষের নিকট এবং নিরপেক্ষ পাঠকের নিকট তাহার কোন গুরুত্ব নাই। এই যুক্তি লয়ে এসে হিফজুল ঈমানের ইলমে গায়েব বিষয়ক

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিতর্কিত বিষয়টি ও হঃশাহ আবুল খায়ের সাহেবের ভদ্র ভাষায় থানবীকে ধিককার দেওয়ার বিষয় কে হালকা করে বাতিল করার চেষ্টা করেছেন। তার যুক্তির ব্যাখ্যা দাঁড়ায় পিতার শান শওকাত বৃদ্ধি করতে ও প্রদর্শনে পুত্রের পক্ষে স্বাভাবিক নিয়মে অতি রঞ্জন, বাড়াবাড়ী থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রতিপক্ষের নিকট এবং নিরপেক্ষ পাঠকদের নিকট তার ঐরূপ পিতার বিষয়ে পুত্রের লিখা বিষয়ের কোন গুরুত্ব নাই।

জনাব কাসেমী সাহেবের যুক্তি অনুযায়ী লেখক পুত্র হওয়ার কারণে যদি পুস্তকের বিষয়াদি গুরুত্ব হীন হয় তাহলে উসতাদের বিষয়ে সাগরিদের লিখা পুস্তকাদী এবং কোন দল মত গোষ্ঠীর লেখকের নিজ দলমত গোষ্ঠীর বিষয়ে লিখিত পুস্তকাদি ও গুরুত্বহীন হয়। কেননা এ ক্ষেত্র গুলিতে ও বাড়াবাড়ী, অতিরঞ্জন, মিথ্যার সংমিশ্রণ স্বাভাবিক নিয়মেই থাকা স্বাভাবিক। এই সুত্রে জনাব কাসেমী সাহেব নিজ দল মত গোষ্ঠীর সব কিছুকে টিকিয়ে রাখতে যে সমস্ত পুস্তকাদি লিখেছেন ও লিখবেন, সেই সমস্ত পুস্তকাদির বিষয় বস্তু প্রতিপক্ষ ও নিরপেক্ষ পাঠকদের নিকট তার কোন মূল্য বা গুরুত্ব থাকতে পারে না।

প্রকৃত কথা হচ্ছে পুত্র, সাগরিদ বা দলীয় লেখক যিনিই লেখক হউন যদি তিনি হক কথা বলেন বা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে তা গুরুত্ব পুর্ণ ও গ্রহণ যোগ্য।

হিফজুল ঈমানের বিতর্কিত বিষয়ের পৃষ্ঠার উল্লেখ ঃ- মুফতী গোলাম ছামদানী সাহেবের ও বাংলা মাকমাতে খায়েরের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। গোলম ছামদানীর উল্লেখে ৮ পৃঃ লিখা হয়েছে। এক্ষণে কথা হচ্ছে উলামায়ে দেওবন্দের বিতর্কিত পুস্তক গুলি বিভিন্ন কুতুব খানা দ্বারা মুদ্রিত হয়ে আসছে। কিন্তু কোন মুদ্রনেই মুদ্রিত সন তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। আমাদের নিকট কতুব খানা আযামিয়া দেওবন্দ প্রকাশিত যে হিফজুল ঈমান পুস্তক রয়েছে তাতে বিতর্কিত এবারাতটি ৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

বলা বাহুল্য যে হঃ শাহ অবুল খায়ের ও থানবী সাহেবের মোলা কাত কালে যে মুদ্রনের হিফজুল ঈমানের কথা উত্থাপিত হয়েছিল উহার পৃঃ নম্বর ছিল ৭ যা মাকামাতে খায়ের বা বাংলা মাকামাতে খায়ের এ উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবতঃ গোলাম ছামদানী সাহেব কিংবা সুন্নী জায়েজাহ পুস্তকের লেখক মাকামাতে খায়েরে উল্লিখিত ৭ পৃষ্ঠাটি প্রিন্টিং মিসটেক হয়েছে ধারনায় উদ্ধৃতি দেওয়ার কালে ৭ পৃঃ স্থলে ৮ পৃঃ লিখেছেন। উদ্ধৃতির নিয়ম অনুযায়ী ছামদানী কিংবা ছামদানী যে পুস্তক হতে উদ্ধৃতি দিতে নকল করেছেন উহার লেখকের ঐরুপ করা নিঃসন্দেহে ভুল। যাই হোক ভূলের মাঝে ঘটে যাওয়া স্থান বা তারিখ বা পুস্তকের পৃষ্ঠার উলট পালট দেখিয়ে মূল বিষয় বাতিল করা যায় না বা বাতিল হয় না।

মূল বিষয় – হিফজুল ঈমান পুস্তকে আশরাফ আলী থানবী দ্বারা লিখিত ইলমে গায়েব বিষয়ক বিতর্কিত উক্তি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র সত্ত্বার উপর ইলমে গায়েবের হুকুম করা যদি জায়েদের কথা মত সঠিক হয়, তা হলে বিশেষ চিন্তা করার কথা হচ্ছে ঐ গায়েবের অর্থ সম্বন্ধে—উহার অর্থ আংশিক গায়েব না সমস্ত গায়েব। যদি আংশিক গায়েব অর্থ হয়, তাহলে উহাতে হুযুরের বিশেষত্ব কি আর আছে। এইরূপ ইলম তো যায়েদ, উমার বরং সকল বালক পাগল এমন কি সকল চতুস্পদ জন্তু ও অন্যান্য জানোয়ারের আছে। ইহা শ্রবনে হযরত কিবলা থানবী সাহেব কে বলেন ইহাই কি দ্বীনের খিদমাত ..... মৌলানা আশরাফ আলী বলেন আমি উক্ত এবারতের পরিস্কার ভাবধারার বণর্না অন্য এক রেসালায় বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। হাযরাত দেহলবী বলেন, তোমার এই রেসালা পাঠ করিয়া কত লোক গোমরাহ হইয়া গিয়াছে অন্য রেসালা লইয়া আমরা কি করিব ? বাংলা মাকামাতে খায়ের ১৯২ পৃঃ। এই ঘটনা বানশোল্লাহ লিখিত বিবরণ ও মৌঃ শামসুদ্দীন ও হাফিজ আশফাকে এলাহীর মুখ বর্ণিত বর্ণনা হতে লেখক মাকামাতে খায়েরে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হযরত শাহ আবুল খায়েরের রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) জ্ঞান মতে হিফজুল ঈমানের বিতর্কিত এবারাতটি বে আদবী, তৌহিনী। তাই তিনি ভদ্র ভাষায় ধিককার দেন থানবীকে ইহাই কি দ্বীনের খিদমাত ইহার উত্তরে থানবী সাহেব যে উত্তর দেন আমি উক্ত এবারতের পরিস্কার ভাবধারার বর্ণনা আর এক রেসালায় করিয়া দিয়াছি। তাতে থানবী সাহেবের তারলিখিত বিতর্কিত এবারত বিষয়ে চরম দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে । বিতর্কিত উক্ত বে আদবী পূর্ণ তৌহিনী এবারত প্রকাশ করায় বিশ্বমুসলিম দ্বারা চরম ভাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আক্রান্ত ও ধিককার প্রাপ্ত হয়ে তিনি নিজেও উক্ত এবারতে বিরাট ত্রুটি হয়েছে মনে প্রাণে বুঝে আর একটি রেসালা বাসতুল বানান এ উহার ভাব ধারা পরিস্কার করার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে অবঞ্জা করেন না প্রমান করতে আপ্রান চেষ্টা করেছেন যদি তার উক্ত এবারত নিভূর্ল, বে আদবী পূর্ণ, তৌহিনী না হতো তাহলে আর একটি রেসালা বাসতুল বানান লিখার কোন প্রয়োজন ছিল না। নাবী পাক এর ইলমে গায়েব যাতির উপর কারো দাবী করার ক্ষমতা নাই। আল্লাহর ইলমে গায়েবের তুলনায় উহা আংশিক বা কিছুর উপর। সেই আংশিক বা কিছুর তুলনা সাধারণ লোক, বালক, পাগল ও নিকৃষ্ট জীবজন্তুর ইলমে গায়েবের সমতুল্য একাকার করায় নিঃসন্দেহে চরম বে আদবী ও তৌহিনী প্রকাশ পেয়েছে। (চলবে)

আয়াতুল কুরসীর ফযিলত

মোঃ আব্দুল সবুর
শিক্ষক নলহাটী মাদ্রাসা

১। আয়াতুল কুরসী কোরান শরীফের আয়ত সমুহের সর্দার (মুস্তাদরাক দ্বিতীয় খন্ড পৃ ২৬০)

২। যে বাক্তি শয়ন কালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে, আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির বাড়িও তার পাশ্ববর্ত্তী বাড়িগুলোকে নিরাপদে রাখিবেন (মিরকাতুল মাফাতিহ ২য় খন্ড.পৃঃ ৫৮০)

৩। যে বাড়িতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা হয়, শয়তান এবং অন্য কোন হিংস্র প্রাণী সেই বাড়ীর নিকটে আসে না। (তিরমিজী শরীফ হয় খন্ড পৃঃ ১১১)

৪। যে ব্যক্তি প্রতি ফরয নামাজ পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে অপর নামাজ পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার হেফাজতে থাকে। (কানজুল আমাল ১ম খন্ড পৃঃ ১৪১)

৫। যে বক্তি প্রতি নামাজ অন্তে আয়তুল কুরসী পাঠ করিবে। মৃত্যুর পরেই জান্নাতে গমন করিবে।

৬। যে খাবারে এবং তরকারীতে আয়াতুল কুর্সী পঠিত হইবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাতে বরকত দান করিবেন। (দুররে মানসুর ১ম খন্ড পৃঃ ৩২৩)

৭। যে মালে কিংবা সন্তান সন্ততির উপর আয়াতুল কুরসী দম করিয়া অথবা লিখিয়া রাখিয়া দেওয়া হইবে। কিংবা তাবিজ বানাইয়া লটকাইয়া দেওয়া হইবে, শয়তান ঐ মালের কিংবা সন্তান সন্ততির নিকটবর্ত্তী হইবেনা। (হিসনে হাসিন পৃঃ ১৭৯)

ফতুহুল আওরাদ গ্রন্থে আছে যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ বাদ আয়তুল কুরসী পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে শাকেরীন উপাধীতে ভূষীত করিবেন, সিদ্দীকগণের আমল এবং নবীগনের নেকী দান করিবেন, এবং স্বীয় রহমতের হস্ত প্রসারিত করিয়া দিবেন, এবং বেহেস্ত প্রবেশে মৃত্যু ব্যতিত কিছুই বাধার সৃষ্টি করিবে না ।

ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহো আনুহ বলিয়াছেন, আয়াতুল কুরসী পাঠ কারী শয়তানের কুমন্ত্রনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। এবং গরীব ধনী হইবে, কল্পনাতীত রুজী পাইবে, জান্নাতে স্থান না পাওয়া পর্যন্ত মরিবে না। (যাওয়ায়েদুল কুবরা)

নিজে পড়ুন অপর কে পড়ান
সংগ্রহে রাখুন নূর পাক্ষিক পত্রিকা
কার্যালয়ঃ- নুর দপ্তর সাং নয়াস্তি, পোঃ উঃ দরিয়া পুর, থানা- কালিয়াচক, মালদাহ
রেজবী রূহানী শেফাখানা
গ্রাম- খানপুর, পোঃ- কালিয়া পোতা থানা- উস্তি, দঃ ২৪ পরগনা
পথ নির্দেশঃ- কলিকাতা শিয়ালদহ সাউথ। বালিগঞ্জ হইতে ডায়মণ্ড হারবার লাইনে ট্রেন যোগে সংগ্রাম স্টেশনে নামিয়া উত্তরে ১০ মিনিট কাপুর মোড়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজমুবারক ও হাদীসে পাক

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী (জঙ্গীপুর)

১। হজরত আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তালা আনহু থেকে বর্ণিত হুজুর সাল্লাল্লাহু তালা আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন যে, যে ব্যাক্তি মক্কা শরীফ থেকে পায়ে হেঁটে কাবার জিয়ারতে (হজে) গেল ও মক্কাশরীফে ফিরে এলো তার আমল নামায় প্রতি টি কদমের বিনিময়ে ৭ কোটি করে নেকী লিখা হলো। (ইবনো খোজায়মা ও হাকিম)

২। হজরত আমার বিন আস রাদিয়াল্লাহু তালা আনহু থেকে বর্ণিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হজ পূর্ববর্ত্তি জীবনের সমস্ত পাপ কে দূরি ভুত করে। (মুসলিম শরীফ)

৩। হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তালা আনহু থেকে বর্ণিত রসুলুল্লা সল্লাল্লাহু তালা আলাই হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, যে ব্যাক্তি সঠিক ভাবে হজ সমাপ্ত করে ফিরে সে ব্যাক্তি ঐ পাপমুক্ত নবজাত শিশুর ন্যায় যাকেতার মা আজই জন্ম দিয়েছে। (বোখারী শরীফ)

৪। একটি হাদিসে বর্নিত আছে য়ে, কবুল হজের বদলা জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়। (তিরমিজী শরীফ)

৫। আরো একটি হাদিসে, বর্ণিত আছে যে, হাজী কে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং হাজী যাদের জন্য দোওয়া করবে তাদের কেও ক্ষমা করে দেওয়া হয় । (তিবরানী শরীফ)

৬। হুজুর পাক একটি হাদিসে ইরশাদ করেন যে, যে ব্যাক্তি রমজান মাসে ঔমরা হজ করল সে যেন আমার সাথে হজ করল। (নাসীয়া শরীফ)

৭। একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, হুজুর আলাইহিস সালাম বলেছেন, পারক ব্যাক্তি যদি হজ না করে তাহলে তার বেঈমান হয়ে মরার আশঙ্কা রয়েছে। (বোখারী শরীফ)

৮। অন্য একটি বর্ণনায় হুজুর পাক বলেন যে, যে ব্যাক্তির উপর হজ ফরজ অথচ আদায় করলনা সে ব্যাক্তির ইহুদি বা নাসারা হয়ে মরার আংশংকা। (তিরমিজী শরীফ)

আশুরার ফজিলত

হাফিজ মোহাম্মদ মোস্তাকিম রেজবী
নলহাটী - বীরভূম

মুহররম আরবী চন্দ্র মাসের প্রথম মাস। মুহাররমের ১০ই তারিখকে আশুরা বলা হয়। বিশ্বের ইতিহাসে গুরত্ব ও অত্যান্ত সম্মনীয় দীন। আশরার দিন- হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর তওবা কবুল হয়েছে, ঐ দিন হজরত নূহ আলায়হিস সালাম এর নৌকা জুদি পাহাড়ে ঠেকেছে। ঐ দিন হজরত ইব্রাহিম আলয়হিস সালাম জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাকে খলিলুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। নমরুদের আগ্নিকুন্ড থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। হজরত আইয়ূর আলায়াহিস সালাম এর বিপদ সমূহ দূরীভূত হয়েছে। উক্ত দিনেই হজরত ইদ্রিস আলায়হিস সালাম ও হজরত ইসা আলায়হিস সালাম কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। উক্তদিনে বাণী ইসরাইল কওমের জন্য সমুদ্রে রাস্তা হয়েছে, ফেরাউন দল বল সহ ডুবে মারা গেছে এবং হজরত মুসা আলায়হিস সালাম ফেরাউনের কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। হজরত ইউনূস আলায়হিস সালাম ঐ দিনেই মাছের উদর থেকে জীবিত ও সুস্থ হয়েছেন। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বৈরাচারী ইয়াজিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হজরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহ্ আনহু শাহাদাত বরণ করেছেন।

আশুরার নফল নামাজ ঃ- আশুরার রাত্রে ৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাকায়াত নফল নামাজ এই নিয়মে পড়বে যে, প্রতি বাকায়াতে সুরা ফাতিহার পরে আয়তাল কুরসী ১বার এবং সুরা এখলাস (কুলহুয়াল্লাহু) ৩বার করে পড়ে নেবে। নামাজের শেষে ১০০ বার কুলহুয়াল্লাহু সুরা পাঠ করবে। গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং বেহেস্তে অফুরন্ত পুরস্কার পাওয়া যাবে।

হজরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত আব্দুল্লাহ ইবণে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বণনা করেছেন - যে ব্যক্তি আশুরার দিন চার রাকায়াত নফল নামাজ পড়বে - প্রতি রাকায়াতে একবার সুরা ফাতিহা (আলহামদু) এবং ৫০ বার কুলহুয়াল্লাহ (সুরা ইখলাস) পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার ৫০ বৎসরের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং জান্নাতে নূরের সহস্র মেম্বার দান করবেন। (তাফসীরে রহুল বায়ান)

আশুরার রাত্রি জাগরণঃ- আশুরার রাত্রি জাগরণ করা অতি উত্তম, রাত্রি জাগরণ কারী নিকটস্থ ফারেস্তার সওয়াব পায়। তাফসীরে রহুল বায়ান

বুজুর্গানে দ্বীন বলেছেন - আশুরার দিন গোসল করলে একটি বৎসর রোগ থেকে নিরাপদে থাকে, চোখের সুরামা দিলে এক বৎকর চোখে যন্ত্রনা হয় না। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন - যে ব্যক্তি আশুরার দিন নিজের ছেলে-মেয়েকে উৎকৃষ্ট উত্তম খাবার তৈরী করে খাওয়াবে, আল্লাহ তায়ালা সারা বৎসর তার রুজীতে বরকত দিবেন। (মা সাবাতা মিনাস সুন্নাহ)

আশুরার রোজা ঃ- হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হুযুর রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে কেহ ইয়াওমে জীনাত অর্থাৎ আশুরার রোজা রেখেছে সে নিজের বাকী বৎকরের অতীতকেও পেয়েছে। মুহাররমের ৯ এবং ১০ তারিখ দুটি রোজা রাখা উচিৎ। যদি সম্ভব না হয় কমপক্ষে আশুরার দিন রোজা রাখবে। উহার অত্যাধিক সওয়াব। (মুসলিম শরীফ)

এক বৎকরের জীবন বীমা ঃ- হজরত ইমাম জয়নুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত - যে ব্যক্তি মহররমের আশুরায় (১০ই মহররম) সূর্যউদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত দোওয়ায়ে আশুরা নিজে পড়বে অথবা কারও কাছ থেকে শ্রবণ করে নিবে ইনশা আল্লাহ্ একটি বৎসর উহার জীবনের বীমা হয়ে যাবে অর্থাৎ মৃত্যু হবে না। আর যদি মৃত্যু অবধারিত হয়, তবে উক্ত দোওয়া পড়ার সুযোগ হবেনা।

৭৮৬-৯২-৯১৭

জানা – অজানা

ইসলামী জ্ঞান - সর্ব্বপ্রথম

হাফিজ মোহাম্মদ মোস্তাকিম রেজবী
নলহাটী, বীরভূম।

সর্ব্ব প্রথম - হজ করেছেন হজরত আদম আলায়হিস সালাম এবং হজরত হাওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।

সর্ব্ব প্রথম - জেরা তৈরী করেছেন হজরত দাউদ আলায়হিস সালাম।

সর্ব্ব প্রথম - পৃথিবীতে খেজুরের গাছ এসেছে।

সর্ব্ব প্রথম - বাদশাহ মানসুর, হুজুর রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম এর মাজারে গুম্বুজ তৈরী করেছেন।

সর্ব্ব প্রথম - ইসলামের রাস্তায় শহীদ মহিলারনাম হজরত সুমাইয়া।

সর্ব্ব প্রথম - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া গাল্লাম এর পক্ষ থেকে সুরাকা বিন মালিক কে আমান নামা দেয়া হয়েছে।

সর্ব্ব প্রথম - ইসলামী ইতিহাসে কুবা - মসজিদ তৈরী হয়।

সর্ব্ব প্রথম - হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোক গননা চালু করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সর্ব্ব প্রথম - ইসলামী ইতিহাসে ফৌজ, পুলিশ এবং জেল খানার বন্দোবস্ত করেছেন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।
সর্ব্ব প্রথম -ইসলামের রাস্তায় তীর চালিয়েছেন হজরত সাদবিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।
সর্ব্ব প্রথম - ইসলামী ফৌজের কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছেন হজরত হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।
সর্ব্ব প্রথম - কাবা ঘরে ইসলামের বাণী প্রাচার করেছেন হজরত আবুজর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু।
সর্ব্ব প্রথম - কাবা ঘরে নামাজ চালু হয়েছে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহনের পরে।

শুদ্ধভাবে ক্বোরআন পাঠ

ক্বারী মাওলানা মোঃ আবুল কালাম মোজাদ্দেদী

সমস্ত তারিফ বা প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি আঠারো হাজার সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। যাঁহার অপার করুনায় সমগ্র জগত সুশৃঙ্গল ভাবে পরিচালিত। তিনি সৃষ্টির সেরা আদম সন্তানের জন্য দ্বীন ইসলামকে সত্য ধর্মরূপে মনোনীত করিয়াছেন।

অতঃপর হাজার হাজার দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক সেই নবীয়ে পাক তাজদারে মাদিনী আহমদে মজতাবা মোহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর । আল্লাহ তায়াল তাঁহার পাক ও পবিত্র কিতাব কোরআন মাজীদ সেই নাবী পাকের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন।

কোরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালর কালাম ও তাঁহার বাণী। ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে মুসলমান মাত্রই অবগত আছেন। এই পবিত্র ও গৌরবময় গ্রন্থ শুদ্ধরূপে ব্যাকরনের নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। কেন্না কোরআন শরীফ সুরা মুয্যাম্মেলের ৪নং অয়াতে এরশাদ হইয়াছে "এবং কোরআন খুব থেমে থেমে পাঠ করুণ।" অর্থাৎ ওয়াকফ্ গুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে মাখ্রাজ আদায় করেঅক্ষর গুলোর যথাযথ স্থান থেকে উচ্চারণ করে। বস্তুতঃ যথা সাধ্য সম্ভব শুদ্ধরূপে পাঠ করা নামাজের মধ্যে ফরজ (অপরিহার্য্য) (কান্যুল ইমান)

আমাদের নাবীপাক সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যাক্তি ক্বোরআন হইতে একটি অক্ষর পাঠ করিবে সে দশটি নেকি লাভ করিবে। তিনি আর ও বলিয়াছেন যে ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যাক্তি যে ক্বোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। এখানে স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য যে এই ফযিলত ও মর্যাদা লাভ তখনই সম্ভব যখন তাহা শুদ্ধরূপে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পাঠ করা হয়। ক্বোরআন শরীফকে পড়ার ব্যাকরণ হইল যে সমস্ত অক্ষরকে তাঁহার নিজস্ব উচ্চারণ স্থান ও গুন বা বিশেষণ অনুযায়ী পড়া । তা অক্ষরের গুন হইল হালকা ত্বা অক্ষরের গুন ভারী । জাল অক্ষরের গুন হালকা জ্বা অক্ষরের গুন ভারী অর্থাৎ মোটা । ক্বাফ অক্ষরের বিশেষন ভারী কাফ অক্ষরের বিশেষণ হালকা। এই রকম ভাবে ২৯টি অক্ষরের আপন আপন গুন বা সেফাত আছে এবং উচ্চারণ করিবার স্থান ও আছে। উচ্চারণ ও বিশেষণ সহকারে পড়াকে ব্যাকরণ বা ক্বেরাতের ভাষায় তাজ্বিদ্ বলে।

উপরে বর্ণিত নিয়ম অর্থাৎ তাজ্বিদ অনুসারে পড়িলে বা শিক্ষাদান করিলেই প্রতি অক্ষরের জন্য দশ দশ নেকি পাওয়া যায়। আর নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তেলাওয়াত করিলে নেকির পরিবর্তে গোনাহ হইবে। আল্লামা জাজরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলিয়াছেন ক্বোরান শরীফ তাজবিদের সঙ্গে পড়া ওয়াজেব এবং জরুরী। তাজবিদের সঙ্গে পাঠ না করিলে গোনাহগার হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে "অনেক ক্বোরআন শরীফ পাঠ কারীর উপর লানাত।" কেননা শব্দের অক্ষরের পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন হইয়া যায়। ভাল কথা মন্দে পরিণত হয়। সহীহ ভাবে পাঠ করিলেই আসল অর্থ পাওয়া যায় এবং অআল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। (চলবে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫) মাদ্রাসায়ে গাওসিয়া, দান্য, পান্ডেবেশ্বর বর্ধমান।

১৬) মাদ্রাসায়ে আজিজীয়া রেজবীয়, আওপাড়া, নদীয়া।

১৭) মাদ্রাসা আহ্‌লে সুন্নাত, গুলসী, বর্ধমান ।

১৮) মাদ্রাসা ইসলামিয়া সুন্নীয়া,. কুখড়া, বীরভূম।

১৯) মাদ্রাসা আনিসুল গুরাবা, বাঁশাপাড়া, বীরভূম।

মাদ্রাসায়ে নুরীয়া মুস্তাফাবিয়, কাশিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা ভগবানগোলা মুর্শিদাবাদ পঃ বঃ দারুল উলু আলিমিয়া, পোষ্ট ইকড়া সিউড়ি, বীরভূম ।

মাদ্রাসা আজিজীয় রাহীমীয়া মাদাপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ ।

মিসবাহুল উলুম পমাইপুর, বোরেলীপাড়া, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ ।

আথয়া বেলাইপাড়া মুশিদাবাদ, পঃ বঃ ।

অন্যান্য সংস্থা

আঞ্জুমানে আহলে সুন্নাত, কালিয়া চক, মালদ ।

রেজা দারুল ইফতা, ইসলামপুব, মুর্শিদাবাদ ।

মুফতি বুক হাউস, ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রেজা লাইব্রেরী, নজরুল পল্লী নলহাটী, বীরভূম ।

নুরী বুক ডিপো, গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সাঈদ বুক ডিপো, নিউ মার্কেট কালিয়াচক, মালদা।

রেজবী বুক ডিপো, ষ্টেশন পাডা, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ ।

কালিমী বুক ডিপো, সোনালী মার্কেট, কালিয়াচক মালদা ।

ক্বারী আব্দুস সাত্তরের বিবাহ রেজিষ্ট্রি অফিস, জলঙ্গী।

গ্রাসিম সুপার সিমেন্ট বিড়লা প্লাস সিমেন্ট

সব নির্মাণের প্রাণ

উৎপাদক ঃ গ্রাসিম ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

উৎপাদক ঃ গ্রাসিম ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

জাব্বার মাস্টার হার্ডওয়ার

ডিলার ঃ মোঃ খাজা ওলিউল্লাহ

নশীপুর মাসজিদ বাস ষ্টপেজ

নশীপুর বালাগাছি, রাণীতলা, মুশিদাবাদ

এস. টি. ডি. ০৩৪৮৩ ফোন ঃ ২৪২২৯২

সুন্নীজগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

- ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা "সুন্নী জগৎ" পত্রিকায় স্থান পাবে।
- লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য--১২টাকা।
- বাৎসরিক সডাক--৫০টাকা।
- লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
- মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী।

সম্পাদক 'সুন্নী জগৎ'
পোঃ নশিপুর বাগাগাছি, ভগবানগোলা
মুর্শিদাবাদ, পিন--৭৪২১৬১

pdf By Syed Mostafa Sakib

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহনীয়।

নিম্নলিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে ঃ

১) মাদ্রাসা গাওসিয়া রেজবীয়া (এম, আরবী ইউনির্ভাসিটি) -- গাড়ীঘাট রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ
২) মাদ্রাসা জামেয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া (মোজাও্ওয়াজা আরবী ইউনিভার্সিটি)
সাইদাপুর, মুর্শিদাবাদ।
৩) মাদ্রাসয়ে কালিমিয়া সেরাজুল উলুম, দরিয়াপুর, মালদহ্।
৪) মাদ্রাসায়ে আশ্রাফিয়া রেজবীয়া, নলহাটি, বীরভূম।
৫) মাদ্রাসায়ে ফাসিহিয়া খালতিপুর, মালদহ।
৬) মাদ্রাসা ক্বাদেরিয়া আলিপুর, কালিয়া চক, মালদহ্।
৭) অচিন্তলা মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদহ্।
৮) মাদ্রাসায়ে ফুরক্বানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া, নশিপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৯) মাদ্রাসায়ে গাওসিয়া, পোন কামরা, দঃ ২৪পরগনা।
১০) বারিউল উলুম, কুমার সান্ডা, বীরভূম।
১১) গাওসিয়া আজিজীয়া, ফুলসহরী, মুর্শিদাবাদ।
১২) গাওসিয়া ইনজিলিয়া, নয়া গ্রাম হরিশপুর।
১৩) মাদ্রাসায়ে এম. আর. দারুল ঈমান নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ।
১৪) মাদ্রাসায়ে নূরীয়া ইসলামিয়া, শামপুর, উঃ দিনাজপুর।